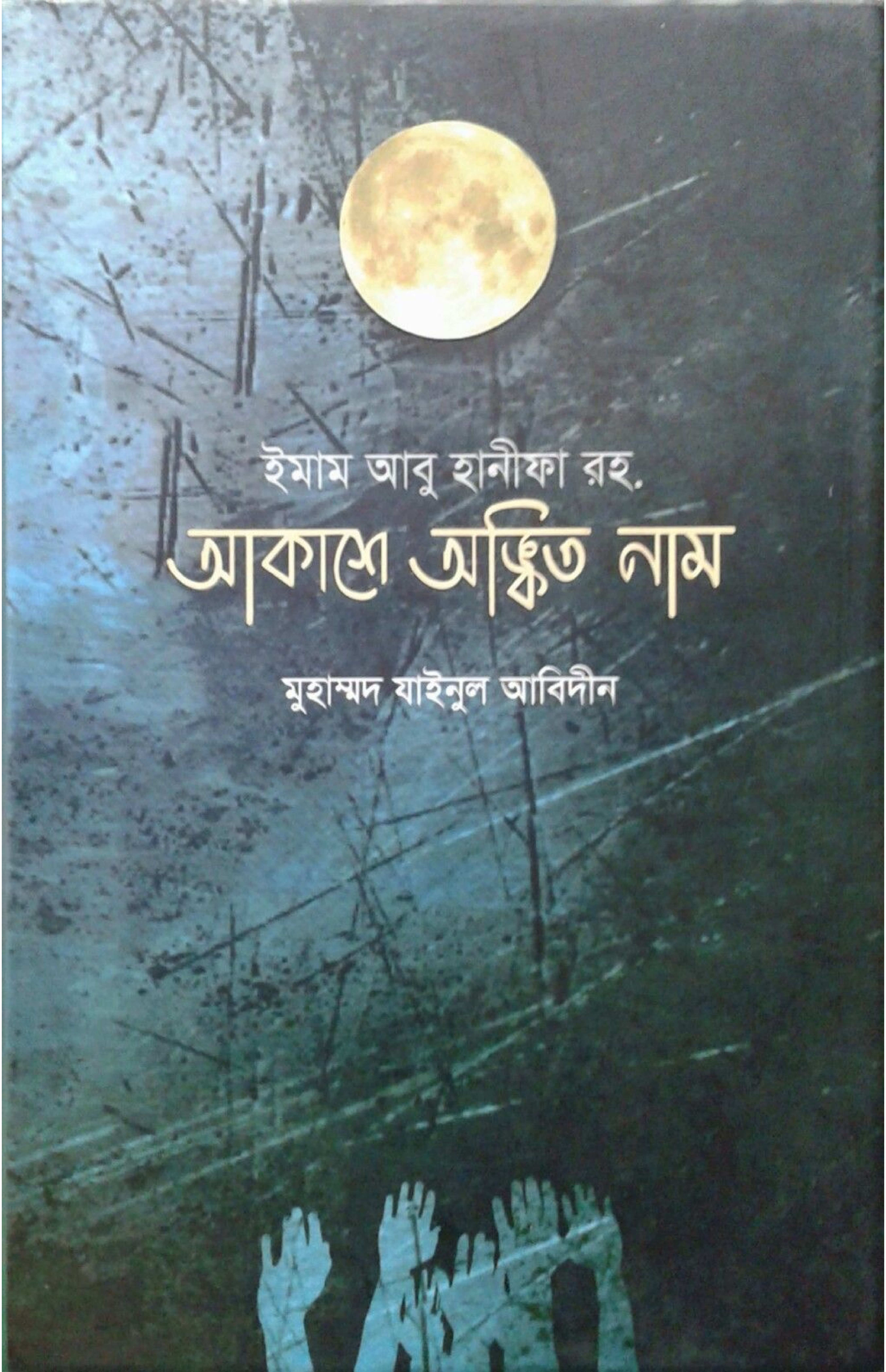

ইমাম আবু হানীফা রহ.
আকাশে অঙ্কিত নাম
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

সূচি

প্রকাশকের কথা

ইমাম আবু হানীফা রহ. মুসলিম উম্মাহর গর্বের ধন। সাহাবায়ে কেরাম রা. এর পরশে ধন্য বরিত পরশপাথর। মহান তাবিঈ এই অবিসংবাদিত ইমাম হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই মানিত হয়ে আসছেন পৃথিবীময়। সম্মানিত তাবিঈনের সামনে বসে পবিত্র হেরেমে ফতোয়া দিতেন উম্মাহর এই বিজ্ঞ সন্তান। সময়ের খ্যাতিমান হাদীসবিশারদগণ সরল শিশুর মতো অবাক মুগ্ধ হয়ে শুনতেন তাঁর ফতোয়া। তারপর সেই বাণী সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন নিজ নিজ অঞ্চলে। এভাবে সমকালীন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাঁর 'হানাফী দ্যুতি'।

হাসব না কাঁদব—হাজার বছর পরে এসে জ্ঞানের পাঠশালার কিছু চঞ্চল বালক বলছে কি—ইমাম আবু হানীফা হাদীসের জগতে ছিলেন রিক্তহস্ত! অপ্রকৃতস্থ এই বালক গবেষকদের চেচামেচিতে আর যাই কিছু হোক আর নাই হোক, আমাদের বায়ু দূষিত হচ্ছে—যা কিনা আমাদের আবহাওয়ার জন্যে বড়ই দুঃসংবাদের কথা!

আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি, ঢাকার সৃজনশীল ও আস্থাদীপ্ত দীনি বিদ্যাপীঠ—জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার শাইখুল জামিয়া হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব লিখিত 'দলিলসহ নামাজের মাসায়েল' প্রকাশিত হলে এ দেশের দীনদার পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং শক্ত ঝাকুনি খায় এই বালক গবেষকের দল। তখনই অনেকেই আবদার করেন, আমাদের ইমাম রহ. সম্পর্কেও অনুরূপ কোনো গ্রন্থ তারা পেতে চায়। আমরা মুগ্ধ, পাঠকের এই আশা পূরণেরও আল্লাহ দয়াময় আমাদের তৌফিক দান করেছেন। তাও আমাদের পাঠকসমাজের প্রিয় লেখক, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার মুহাদ্দিস ও নায়েবে তালিমাত হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন সাহেবের কলমে। আমরা কৃতার্থ—বইটির একখানা দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছেন হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব।

আমাদের ইমামকে যারা ভালোবাসেন এই বই তাদেরকে অসামান্য মুগ্ধ করবে—এই অনুভূতি অনেক চিন্তাশীল পাঠকের। আমরাও আশাবাদী, লেখকের অন্য রচনাগুলোর মতো এটাও পাঠকদের বিপুল সমাদর পাবে। বরং সচেতন পাঠকগণ হয়তো এই গ্রন্থে লেখককে একটু ভিন্ন রকম পাবেন। সকল প্রশংসা আল্লাহর!

এমন একটি মর্যাদাশীল গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই লেখক ভূমিকা লেখকসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে। আর দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সব রকমের ফেতনা থেকে রক্ষা করুন এবং সালাফে সালেহীনের পথে অবিচল রাখুন। আমীন॥

বিনীত

ওবায়দুল্লাহ

আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা

প্রসঙ্গ কথা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

আমার স্বপ্ন ছিল—যদি কখনো সম্ভব হয় প্রিয় ইমামকে নিয়ে লেখব। মনের গহিনে লালিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সবটুকু মাধুরী মেখে লেখব। এই রচনা আমার সেই স্বপ্নের ফসল—আলহামদুলিল্লাহ! আমি আনন্দিত—রচনাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠ—যেখানে আমি একদা ছাত্র ছিলাম—ঢাকার ফরিদাবাদ মাদরাসা থেকে প্রকাশিত মাসিক নেয়ামতে। তখন লেখাটির শিরোনাম ছিল—'পাথরে অঙ্কিত পদ্ম এবং উড়ন্ত ধুলোর খেলা।' সংযোজন ও সম্পাদনার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে 'ইমাম আবু হানীফা রহ. আকাশে অঙ্কিত নাম' শিরোনামে। পাঠকদের অনেকেরই আবেগ ও আগ্রহ ছিল—লেখাটি যেন পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনামেই বই হয়। মূলত যারা লেখাটি পত্রিকায় পড়েন নি তারা যেন রচনার বিষয়টি সহজে ধরতে পারেন সেই জন্যে এই পরিবর্তন। আশা করি প্রিয় পাঠকগণ বিষয়টি সহজভাবেই নেবেন।

* * *

মাসিক নেয়ামতের দুই তরুণ কর্ণধার মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আবদুল জলীল এবং মাওলানা আবদুল মুমিন এই রচনায় কতভাবে যে সঙ্গ দিয়েছেন বলে শেষ করতে পরব না। শুরুতে ভেবেছিলাম—একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লেখব। এই দুই তরুণ এবং পরিচিত কিছু পাঠকের আবেগ আমার সিদ্ধান্ত বদলে দেয়। আমাকে নামতে হয় নদী পার হওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে সমুদ্র জয়ের যুদ্ধে। প্রয়োজন ছিল অনেক কিতাবের। প্রিয় মারুফ রাওয়াহা মুরশিদ আনাস সালমান শামসুল আরেফীন কিতাব সংগ্রহ করে দিয়ে যথাসময়ে কী যে সাহায্য করেছে—কোনো দিন ভুলব না। তাছাড়া শামেলা ঘেঁটে তথ্য নিরীক্ষা করে পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছেন মাওলানা আবদুল হাকীম মাওলানা শিব্বীর আহমদ মাওলানা তাওহীদুল ইসলাম

তায়্যিব এবং মাওলানা মুসাদ্দিক হুসাইন। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা তাঁর শান মোতাবিক সকলকে পুরস্কৃত করুন।

* * *

আমি হাদীসশাস্ত্রের ছাত্র নই। আবেগ ও ভালোবাসাই এই রচনার মূল প্রেরণা। জানা কথা, আবেগ ও ভালোবাসা কোনোদিনই প্রথা মানে না। স্বীকার করি, এ প্রথা ভাঙতে গিয়ে আমাকে খাটতে হয়েছে। আবেগের উষ্ণতায় সেই খাটুনি ছিল পরম তৃপ্তির। প্রিয় ইমামকে প্রাণখুলে জানবার এবং জানাবার মুগ্ধতায় পার করা সেই সময়গুলো ছিল সত্যিই পরম সুখের। তারপরও বড় ভয় ছিল—হাদীসশাস্ত্রে হযরত ইমামের আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্বই এই রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। অথচ আমি হাদীসশাস্ত্রের ছাত্র নই। ভাবতে থাকি এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী কাকে দেখাতে পারি লেখাটি। কথা বলি আমাদের শাইখুল জামিয়া এদেশে হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত গবেষক ও বরিত ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেবের সঙ্গে। ভীষণ ব্যস্ততা এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি পুরো লেখাটি পড়েছেন। কিছু অসঙ্গতি ধরিয়ে দিয়েছেন। অবশেষে একখানা মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। তাঁকে কোন ভাষায় শুকরিয়া জানাব!

جزاه الله احسن ما يجزى به عباده الصالحين

* * *

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবন ও অবদান এক অথৈ সমুদ্র। তাঁকে নিয়ে রচিত গ্রন্থসংখ্যাও বিপুল। জীবনের রঙও বিচিত্র। বিশাল বিচিত্র এই পুষ্পোদ্যানে যে দিকেই তাকাই অপার বিস্ময়ে অবাক হই। এখানকার প্রতিটি ফুলই টানে স্বতন্ত্র আকর্ষণে। কিন্তু আমার আঁজলা অতি ছোট। আমার পাঠকের হাতেও সময় খুবই কম। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বাছতে হয়েছে; অনেক মনছোঁয়া কথা ছাড়তে হয়েছে। তাছাড়া চয়ন করতে গিয়ে কি আমার রুচি ও পছন্দকে উপেক্ষা করতে পেরেছি? কবির ভাষায়—

ہم نے اپنا آشیانہ کے لئے

جو چبھے دل میں وہی تنکے لئے

আমি আমার নীড় বুনেছি

হৃদয়গাঁথা তৃণলতায়...

আমার মন ও অনুভূতিকে ছুঁয়েছে এমন কথাগুলোই তুলে এনেছি এই রচনার ঘর নির্মাণের জন্যে। দেখাতে চেয়েছি—মুসলিম উম্মাহর হাজার বছরের যাপিত ইতিহাসে যারা জ্ঞানের রাজ্যে অবিসংবাদিত তাঁদের প্রায় সকলেই ছিলেন হযরত ইমামের প্রতি শ্রদ্ধাবনত। হাদীসের জগতে যাঁরা মানিত নক্ষত্র তাঁদের অনেকে তাঁর শিক্ষক আবার অনেকে তাঁর ছাত্র। আবার সেই ছাত্রও ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক এবং ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. এর মতো তারকা পুরুষ! কে এই ইবনুল মুবারক এবং ওয়াকী? ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন—

فلما طعنتُ في ستّ عشرةَ سنةً كنتُ قد حفظتُ كتب ابن المبارك

و وكيع وعرفت كلام هؤلاء.

আমি ষোল বছরে যখন পা দিই ইবনুল মুবারক এবং ওয়াকী এর গ্রন্থাবলি মুখস্থ করে নিই এবং তাদের বাণী আত্মস্থ করে ফেলি।[১]

ইমাম বুখারী 'ইমাম বুখারী' হওয়ার জন্যে সাধনার উষালগ্নে যাদের রচিত হাদীসগ্রন্থ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন সেই ইবনুল মুবারক এবং ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট ভক্ত অনুরক্ত ছাত্র। হাজার বছর পরে এসে যদি কোনো বালক এই বলে ধুলো ওড়ায়—ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানতেন না—তখন তাকে কোথায় জায়গা দেব শুনি! তাকে কিংবা তাদেরকে যেখানেই রাখি—উন্মাদ ধুলো ওড়াবেই। আর যারা আধ... তারা বাজাবে তালি। অনেক সময় এই তালি বিভ্রান্ত করে আমাদের সরল সমাজকে। আমি মূলত এই রচনায় হযরত ইমাম রহ. সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থাবলি চষে কিছু চুম্বক-তথ্য একই মলাটের ভেতর পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেয়েছি যেন তারা নিঃশংকচিত্তে বলতে পারেন—ইমাম আবু হানীফা—আমাদের এই পথ পাথরে নির্মিত। বালকের উন্মাদনা ধুলো ওড়াতে পারবে। এতে পথ পরিস্কার হবে—মুছে যাবে না কোনো দিন।

* * *

একটা গল্প মনে পড়ল। এক শাশুড়ি পোলাও রাঁধতে বসেছেন। বউকে ডেকে বললেন, মা দেখতো মটকার ভেতর ঘি রাখা আছে, নিয়ে আস। বউমা ছিল হাতে পায়ে খানিকটা খাটো। বেচারি বিশাল মটকায় কিছুক্ষণ হাত চালাচালি করে যখন কিছুই পেল না, বলল—আম্মার মাথা ঠিক নেই।

---

[১] আল্লামা যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, তরজমা : ২১৩৬।

সব কিছুই ভুলে যান। কোথায় রাখেন আর কোথায় বলেন। মটকায় কোনো ঘি টি নেই। শাশুড়ি উঠে গিয়ে মটকার তলা থেকে ঘিয়ের কৌটা তুলে আনলেন আর বিড়বিড় করে বললেন—আমার মাথা ঠিক আছে গো, তবে তোমার হাত খাটো!

বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাওয়া বলেও একটা কথা চালু আছে। আমাদের কথিত গবেষকরা হলো ওই বামন কিংবা ক্ষুদ্রহস্ত বউ শ্রেণির লোক। আকাশের উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত ইমাম আবু হানীফার জ্ঞানের রেখাকে স্পর্শ করতে পারে নি বলে তারা সোজা বলে দিয়েছে—তাঁর জ্ঞান-বিদ্যা বলতে কিছু নেই! এই ক্ষুদ্র রচনায়—হযরত ইমামের সমালোচনায় উন্মাদ এই শ্রেণিটা যে বামন এবং ক্ষুদ্রহস্ত বউ গোত্রের লোক—সেই কথাটা খোলাসা করার চেষ্টা করেছি!

পাণ্ডুলিপিটা ফাইনাল করতে অনেক খাটতে হয়েছে প্রিয় রাশেদকে। আমাদের সেই দিনকার প্রিয় রাশেদ এখন ঢাকার জামিয়া সুবহানিয়া ধউর—এর মুহাদ্দিস! হে আল্লাহ! তুমি বড় করো, অনেক বড় করো। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেব তার মাকতাবাতুল আযহার থেকে বইটি প্রকাশের ভার নিয়েছেন। তাকে অনেক শুকরিয়া। মন খাটিয়ে একটি বিষয়ঘনিষ্ঠ কভার করে দিয়েছেন কাজী যুবায়ের হুসাইন। তাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমাদের এই সামান্য প্রয়াসকে আল্লাহ তায়ালা নেক সঞ্চয় হিসাবে কবুল করুন। আমীন॥

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
বাড়ি ২০২/জি ১১, রোড ৫, মোহাম্মদিয়া
হাউজিং লিমিটেড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

দো'য়ার মুহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
০৪.১২.২০১৫

ভূমিকা

হাদীসশাস্ত্রের বরিত ও খ্যাতিমান গবেষক তুলনামূলক ধর্মচিন্তক
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার শাইখুল জামিয়া
হযরত মাওলানা আবদুল মতিন সাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

بسم الله الرحمن الرحيم

হা-মিদান ওয়া মুসাল্লিয়া, আম্মা বাদ

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। কোরআন সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। এ ধরনের মনীষীগণের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে অনেক ঐশী ইঙ্গিত থাকে। শাফেয়ী মাজহাবের জগদ্বিখ্যাত আলেম সুয়ূতী'র মতে ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইঙ্গিত করে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীতে—

لو كان العلم بالثريا لتناوله رجال من ابناء فارس. [ابو نعيم في الحلية ج-٦، ص-٦٤]

ইলম যদি সুরাইয়্যা (তারকার নাম) তথা আকাশেও অবস্থান করতো তবুও পারস্য বংশদ্ভূত কিছু মানুষ তা পেড়ে নিয়ে আসতো।[১]

আরেকটি ঐশী ইঙ্গিত হলো ইমাম সাহেবের একটি স্বপ্ন। তিনি একসময় স্বপ্নে দেখলেন, রাওজায়ে আতহার থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাড়গোড় বের করে জোড়া দিচ্ছেন। এমন অভাবিত স্বপ্ন দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এবং খুব বিচলিত হলেন। আল্লামা সাময়ানীর বর্ণনামতে এ স্বপ্নের কথা শুনে শীর্ষ তাবিঈ স্বপ্নের সবচে' বড় তাবীর-জান্তা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন মন্তব্য করলেন—

[১] আবূ নুআইম, হিলয়াহ—৬ : ৬৪॥

ان صاحب هذه الرؤيا رجل يثور -اى يخرج- علما لم يسبقه اليه احد قبله.

যিনি এ স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটাবেন যা ইতিপূর্বে কেউ ঘটাতে পারে নি।[১]

এসব থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা ছিলেন আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ও নির্বাচিত মহাপুরুষ। স্বয়ং রাব্বুল আলামীনের জ্বালানো বাতি। এতে ফুৎকার দিলে দাড়ি-মোচ পুড়ে যাবে, বাতির কিছুই হবে না। ফুৎকারদাতাদের কেউ কেউ একথা স্বীকারও করেছেন। আল্লামা ইউসুফ সালেহী রহ. ছিলেন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী। দামেস্কের এই খ্যাতনামা আলেম উকূদুল জুমান গ্রন্থে লিখেছেন—

وقد جهد كثير منهم على ان يحط من مرتبة الامام ابى حنيفة ويصرف قلوب اهل عصره عن محبته فما قدر على ذلك ولانفذ كلامه فيه حتى قال بعضهم : فعلمنا انه امر سماوى، لاحيلة لأحد فيه ، من يرفعه الله تعالى لايقدر الخلق على خفضه.

অর্থাৎ অনেকে চেষ্টা করেছিল ইমাম আবু হানীফার মর্যাদা খাটো করতে এবং তার সমকালীন লোকদের মন থেকে তার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা দূর করতে। কিন্তু তারা এতে সফল হয় নি। তাদের বাক্যবানও কোনরূপ প্রভাব ফেলতে পারে নি। এমনকি তাদের কেউ কেউ স্বীকার করেছে যে, আমরা বুঝতে পেরেছি এটা আসমানী সিদ্ধান্ত। এটা টলাবার শক্তি কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা যাকে উঁচু করেন সৃষ্টি তাকে নিচু করতে পারে না।

এই আসমানী সিদ্ধান্ত ও ঐশী মনোয়নের কথাই ভিন্নভাবে তুলে ধরেছেন শাফেয়ী মাজহাবের অনুসারী হাদীসশাস্ত্রের প্রাণপুরুষ

[১] সামযানী, আল আনসাব—৬ : ৬৪।

ইমাম ইবনুল আছীর (মৃত্যু—৬০৬ হি.) তার জামিউল উসূল গ্রন্থে ফল থেকে বৃক্ষ চেনার সুপরিচিত সূত্র ধরে তিনি বলেছেন—

ويدل على صحة نزاهته عنها، ما نشر الله تعالى له من الذِّكْر المنتشر في الآفاق، والعلم الذي طبق الأرض، والأخذ بمذهبه وفقهه والرجوع إلى قوله وفعله، وإن ذلك لو لم يكن لله فيه سرّ خفي، ورضى إلهيّ، وفقه الله له لما اجتمع شطرُ الإسلام أو ما يقاربهُ على تقليده، والعمل برأيه ومذهبه حتى قد عُبِدَ الله ودِيْنَ بفقهه، وعُمل برأيه، ومذهبه، وأُخذ بقوله إلى يومنا هذا ما يقارب أربعمائة وخمسين سنة،

অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা যে তার ওপর আরোপিত দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ছিলেন তার প্রমাণ হলো, আল্লাহ তায়ালা তার ব্যাপক সুনাম-সুখ্যাতি দশ দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন তার পৃথিবীকে ছাপিয়ে দেওয়া জ্ঞান, তার মাজহাব ও ফিকহের অনুসরণ এবং তার বাণী ও কর্মের গ্রহণিয়তা। এতে যদি আল্লাহ তায়ালার কোনো সুপ্ত রহস্য ও সন্তুষ্টি না থাকতো—যার তৌফিক তিনি তাকে দিয়েছেন—তবে মুসলিম উম্মাহর অর্ধেক বা অর্ধেকের কাছাকাছি সংখ্যক মানুষ তার তাকলীদ ও অনুসরণে একমত হতো না। তার মত ও মাজহাব অনুসারে চলতো না। আজ আমাদের সময়কাল পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চারশো বছর যাবৎ তার ফিকহ দ্বারা আল্লাহর এবাদত করা হচ্ছে ও দ্বীন পালিত হচ্ছে। তার মত ও মাজহাব অনুসারে আমল করা হচ্ছে এবং তার কথা ও বাণী গ্রহণ করা হচ্ছে।[১]

ইমাম ইবনুল আছীরের ওফাত ৬০৬ হি. সালে। এর পূর্বেই জামিউল উসূল রচনা করেছেন। তার আমল পর্যন্ত সাড়ে চারশো বছর মানে ১৫০ হি. সালে ইমাম আবু হানীফার ওফাতের পর

[১] জামেউল উসূল—১৫/৪৩৩।

থেকেই তার মাজহাবের অনুসরণ শুরু হয়ে গেছে। উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইবনুল আছীরের যুগেও প্রায় অর্ধেক মুসলমান তার মাজহাব অনুসরণ করতো। আর এই ব্যাপক অনুসরণ থেকেই তিনি বুঝেছেন এতে অবশ্যই আল্লাহর গুপ্ত ও সুপ্ত রহস্য রয়েছে। রয়েছে তাঁর সন্তুষ্টিও।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার মালেকী (মৃত্যু—৪৬৩হি.) আরেক রকম ফল দ্বারা ইমাম আবু হানীফার অত্যুচ্চ মর্যাদা চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ গ্রন্থে তিনি ইমাম সাহেব সম্পর্কেই বলেছেন—

وَكَانَ يُقَالُ: يُسْتَدَلُّ عَلَى نَبَاهَةِ الرَّجُلِ مِنَ الْمَاضِينَ بِتَبَايُنِ النَّاسِ فِيهِ قَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ هَلَكَ فِيهِ فِتْيَانِ مُحِبٌّ أَفْرَطَ وَمُبْغِضٌ فَرَّطَ.

وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ يَهْلِكُ فِيهِ رَجُلَانِ مُحِبٌّ مُطْرٍ وَمُبْغِضٌ مُفْتَرٍ، وَهَذِهِ صِفَةُ أَهْلِ النَّبَاهَةِ وَمَنْ بَلَغَ فِي الدِّينِ وَالْفَضْلِ الْغَايَةَ.[رقم : ٢١١٤، ٢١١٥]

অর্থাৎ জনশ্রুতি রয়েছে, পূর্ববর্তী কোন মনীষী সম্পর্কে মানুষের দ্বিধান্বিত মত দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। তারা বলেন, আলী ইবনে আবী তালিবকে দেখ, তাকে নিয়ে দু'টি দল ধ্বংসের কবলে পড়েছে। চরম ভক্ত ও অতিশয় বিদ্বেষী। হাদীসেও এসেছে, তাঁকে নিয়ে দু'ধরনের লোক ধ্বংসের কবলে পড়বে। প্রশংসায় অতিরঞ্জনকারী ও চরম বিদ্বেষী। যারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন এবং দ্বীন ধর্ম ও মান মর্যাদার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মার্গে পৌছেন তাদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে।[১]

ইমাম আবু হানীফাকে নিয়ে অনেকেই যে হিংসার অনলে দগ্ধিভূত হয়েছেন সে কথা অনেক পূর্বেই বলে গেছেন ফাদল ইবনে মূসা আস সীনানী রহ.। ফাদল ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের

[১] জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ, নং—২১১৪, ২১১৫।

সমকালীন ও একই এলাকা মার্ভের বাসিন্দা। হাদীসশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। বুখারী মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস-সংকলকগণ তার হাদীস প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হাতেম ইবনে আদম—এরা যারা আবু হানীফার সমালোচনা করে এদের সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? তিনি বললেন—

إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ جَاءَهُمْ بِمَا يَعْقِلُونَهُ وَبِمَا لَا يَعْقِلُونَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا فَحَسَدُوهُ.

আবু হানীফা তাদের সামনে এমন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পেশ করেছেন যার কিয়দাংশ তারা বুঝতে পেরেছেন আর কিয়দাংশ বুঝতে পারেন নি। তিনি তাদের জন্য কিছুই বাকি রেখে যান নি। ফলে তারা তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন।[১]

ঐ একই যমানার মনীষী আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ আল খুরায়বী (বুখারী শরীফের রাবী) বলেছেন—

الناس في أبي حنيفة حاسد وجاهل، وأحسنهم عندي حالا الجاهل.

আবু হানীফার ব্যাপারে কেউ পরশ্রীকাতর, কেউ অজ্ঞ। এদের মধ্যে যারা অজ্ঞ আমার দৃষ্টিতে তারাই তুলনামূলক ভাল।[২]

একই কথা বলেছেন ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ. তার ইনতিকা গ্রন্থে। তবে তিনি ইমাম আবু হানীফার সমালোচনার আরো দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ اسْتَجَازُوا الطَّعْنَ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ لِرَدِّهِ كَثِيرًا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ لِأَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى

[১] আল ইনতিকা, পৃ.২১১।
[২] খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৫০২।

عَرَضَهَا عَلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَمَعَانِي الْقُرْآنِ فَمَا شَذَّ عَنْ ذَلِكَ رَدَّهُ وَسَمَّاهُ شَاذًّا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ أَيْضًا يَقُولُ الطَّاعَاتُ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا لَا تُسَمَّى إِيمَانًا وَكُلُّ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ يُنْكِرُونَ قَوْلَهُ وَيُبَدِّعُونَهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ مَحْسُودًا لِفَهْمِهِ وَفِطْنَتِهِ.

অর্থাৎ হাদীসবিদগণের অনেকে আবু হানীফার সমালোচনা এজন্য বৈধ মনে করতেন যে, তিনি বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণিত অনেক খবরে ওয়াহেদকে বর্জন করেছেন। কেননা তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এ ধরণের হাদীসকে কুরআনের মর্ম ও অন্যান্য হাদীস থেকে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত নীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। মিলমত না হলে তিনি সেটিকে শায বা বিচ্ছিন্ন আখ্যা দিয়ে বর্জন করেছেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন নামাজ ও অন্যান্য আমল ঈমানের অঙ্গ নয়। যারা ঈমানের অঙ্গ মনে করতেন তারা তার এ মতকে খারাপ চোখে দেখতেন এবং এ কারণে তাকে বেদআত বা নবউদ্ভাবিত মতের পোষক আখ্যা দিতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সমঝ-বুঝ ও প্রজ্ঞার কারণে হিংসার শিকার ছিলেন।[১]

ইমাম আবু হানীফার সমালোচনা যে যথার্থ ছিল না সেকথায় প্রায় একমত ছিলেন পরবর্তী মনীষীবৃন্দ। তারা এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আবদুল বার, মুনযিরি, ইবনুল আছীর, নববী, সাময়ানী, আবুল ফাদল মাকদিসী, মিশকাত গ্রন্থকার, মিযযী, ইবনে তায়মিয়া, যাহাবী, ইবনে কাছীর, ইবনুল কাইয়িম, তাজুদ্দীন সুবকী, ইবনে হাজার আসকালানী, সাখাবী, সুয়ূতী, সালেহী, শারানী, ইবনে হাজার মক্কী, মুহাম্মদ তাহের পাট্টানী প্রমূখ সকলেই চেয়েছেন এ পুঁতিগন্ধময় অধ্যায়কে মাটিচাপা দিতে। ইমাম সাহেবকে মজলুম মনে করেই মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবের অনেক মনীষী তাঁর স্বতন্ত্র জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। এমনকি আবুল ফাদল মাকদিসী (মৃত্যু—৫০৭হি.) যিনি

[১] আল ইনতিকা, পৃ.—১৭৬,১৭৭॥

নির্দিষ্ট কোনো মাজহাবের অনুসারী ছিলেন না—তিনিও ইমাম সাহেবের প্রশংসায় একটি পুস্তক রচনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে আবদুল বার রহ. তার জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ গ্রন্থে লিখেছেন—

فَمَنْ قَرَأَ فَضَائِلَ مَالِكٍ وَفَضَائِلَ الشَّافِعِيِّ وَفَضَائِلَ أَبِي حَنِيفَةَ بَعْدَ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعُنِيَ بِهَا، وَوَقَفَ عَلَى كَرِيمِ سِيَرِهِمْ وَهَدْيِهِمْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ عَمَلًا زَاكِيًا، نَفَعَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِحُبِّ جَمِيعِهِمْ.

قَالَ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ» وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ مِنْ أَخْبَارِهِمْ إِلَّا مَا بَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ عَلَى الْحَسَدِ وَالْهَفَوَاتِ وَالْغَضَبِ وَالشَّهَوَاتِ دُونَ أَنْ يُعْنَى بِفَضَائِلِهِمْ حُرِمَ التَّوْفِيقَ وَدَخَلَ فِي الْغِيبَةِ وَحَادَ عَنِ الطَّرِيقِ جَعَلَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكَ مِمَّنْ يَسْتَمِعُ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ.

অর্থাৎ সাহাবী ও তাবিঈগণের গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর যে ব্যক্তি মালেক, শাফেয়ী ও আবু হানীফার গুণাবলি পাঠ করবে, সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং তাদের উন্নত চরিত্র ও আচার আচরণ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে, তার সে কাজ হবে শুভ ও পবিত্র। আল্লাহ আমাদেরকে তাদের সকলের প্রতি ভালবাসা দিয়ে উপকৃত করুন!

ছাওরী বলেছেন, নেক লোকদের আলোচনা কালে রহমত নাযিল হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাদের গুনাবলীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে কেবল সে কথাগুলিই স্মরণ রাখে, যা হিংসা-বিদ্বেষ ও রাগ-বিরাগের কারণে একজন সম্পর্কে অপরজন থেকে প্রকাশ পেয়েছে, তবে সে তৌফিক থেকে বঞ্চিত হবে, গীবতে অনুপ্রবেশ করবে এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে। আল্লাহ আমাদেরকে এবং তোমাকে তাদের

দলভুক্ত করুন, যারা কথা শোনে আর উত্তম কথার অনুসরণ করে।[১]

হাফেজ সাখাবী তার "আল ই'লান বিত-তাওবীখ লিমান যাম্মা'ত তারীখ" গ্রন্থে বলেছেন—

واما ما اسنده الحافظ ابو الشيخ بن حيان فى كتاب السنة له من الكلام فى حق بعض الائمة المقلدين-ويعنى ابا حنيفة- وكذا الحافظ ابو احمد بن عدى فى كامله والحفظ ابو بكر الخطيب فى تاريخ بغداد واخرون ممن قبلهم كابن ابى شيبة فى مصنفه والبخارى والنسائى مما كنت أنزههم عن ايراده مع كونهم مجتهدين ومقاصدهم جميلة فينبغى تجنب اقتفائهم فيه، ولذا عزّر بعض القضاة الاعلام من شيوخنا من نسب اليه التحدث ببعضه، بل منعنا شيخنا —الحافظ ابن حجر- حين سمعنا عليه كتاب ذم الكلام للهروى من الرواية عنه لما فيه من ذلك.

অর্থাৎ হাফেজ আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়্যান তার আস সুন্নাহ গ্রন্থে কোনো কোনো অনুসৃত ইমামের—অর্থাৎ আবু হানীফার—সমালোচনায় সূত্রসহ যা উদ্ধৃত করেছেন, একইভাবে হাফেজ আবু আহমাদ ইবনে আদী তার আল-কামিল গ্রন্থে ও হাফেজ আবু বকর আল খতীব তার তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে এবং তাদের পূর্বে মুসান্নাফ গ্রন্থে ইবনে আবু শায়বা ও বুখারী, নাসায়ী প্রমুখ যাদেরকে আমি এসব কথা উদ্ধৃত করার উর্ধ্বে মনে করি, যদিও তারা মুজতাহিদ ছিলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যও ভাল ছিল, তথাপি এসব কথা উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা থেকে দূরে থাকতে হবে। এ কারণেই আমাদের উস্তাদগণের মধ্য থেকে কোনো কোনো বরেণ্য কাজী এ জাতীয় কিছু কথা প্রকাশ করার

[১] জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহ, নং—২১৯৪,২১৯৫।

অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শায়েস্তাও করেছেন। এমনকি আমাদের মহান উস্তাদ—হাফেজ ইবনে হাজার—এর নিকট আমরা যখন হারাবীকৃত যাম্মুল-কালাম গ্রন্থটি পাঠ করেছিলাম, তখন উক্ত গ্রন্থেও এ জাতীয় বর্ণনা বিদ্যমান থাকার কারণে তিনিও সেগুলো বর্ণনা করতে আমাদেরকে নিষেধ করেছিলেন।

এতদসত্ত্বেও এ আজব দুনিয়ায় আজব আজব মানুষের বাস। কেউ তো ময়লার গন্ধতেই মজা পায় বেশি। ক্ষুধার্ত শৃগালের মতো মাটি চাপা দেওয়া গলিত লাশও তাদের নিকট সুবাসিত মনে হয়। আলেমগণের চাপা দেওয়া পুঁতিগন্ধময় অধ্যায়কে মাটি খুঁড়ে বের করে ঘাঁটাঘাটিতেই এদের মনোস্কামনা যেন পূর্ণ হয়। এরা ইমাম সাহেবের বদনাম ছড়ানোর চেষ্টায় ক্রটি করে না। নিজেদের রচনা প্রকাশ করে, অন্যদের রচনা প্রচার করে এরা যেন মনের খেদ মেটায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইমাম সাহেব যেন তাদের পাকা ধানে হাত দিয়েছেন।

এদের চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করাই বক্ষ্যমাণ পুস্তিকাটির প্রধান লক্ষ্য। লেখক মাওলানা যাইনুল আবিদীন ইমাম সাহেবের নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে দেখিয়েছেন ইমাম সাহেবের ইলম ও প্রজ্ঞা, তাকওয়া ও খোদাভীতি, ফেকহ ও ফাতাওয়ার গভীরতা কেমন ছিল, সেরা হাদীসবিদরাই বা তাকে কেমন চোখে দেখতেন। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ইলমী ও গবেষণামূলক হলেও লেখক তার ভাষার মাধুর্যতা ও সাহিত্যের রস দিয়ে এতটাই রসালো করে তুলেছেন যে, যেকোনো স্তরের পাঠকই এর থেকে উপকৃত হতে পারবেন। আমি অধম এটি আদ্যোপান্ত দেখেছি এবং কিছু ছোটখাট ক্রটি যা নজরে এসেছে শুধরিয়ে দিয়েছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আল্লাহ তায়ালা লেখককে জাযায়ে খায়র দিন এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে তাঁর কলমে বরকত দান করুন। আমীন॥

আঃ মতিন
শিক্ষক, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা
মুহাম্মদপুর, ঢাকা
তারিখ : ২/১২/১৫ ঈ.

فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے

وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے

চিমনি হয়ে বাতাস যাকে রক্ষা করে
সেই শামা কি নিভতে পারে
খোদা যাকে রোশন করে৷

এই আদেশ আল্লাহর

কথাটা এসেছে সরাসরি এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। বাণী তার খাপখোলা তরবারির মতো আপসহীন। আবেদন তার আশাবাদী যে কোনো ঈমানদারের মন ও আত্মাকে খামচে ধরে পরম আস্থায়। কী স্পষ্ট কথা—

﴿ وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ ﴾

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে এদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি এবং তারাও তাতে খুশি আর তিনি তাদের জন্যে তৈরি করে রেখেছেন বেহেশত—যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত—যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। [তওবা : ৯ : ১০০]

আয়াতের বাণী ও মর্ম দুপুরের সূর্যের মতো উজ্জ্বল। মহান দয়ালু সৃষ্টিকর্তা স্পষ্ট করে ঘোষণা করছেন—তিনি তিন শ্রেণির মানুষের প্রতি প্রসন্ন তুষ্ট ও খুশি।

১. মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী, ২. আনসার সাহাবীগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী আর ৩. কেয়ামত পর্যন্ত যারা এই দুই শ্রেণির অনুসরণ করবে।

আরেকটি আয়াতের কথা বলি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ﴾

হে মুমিনগণ। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস কর তাহলে তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে উলুল আমর (ইসলামি শাসক ও ফুকাহা)। আর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। [নিসা : ৪ : ৫৯]

অর্থাৎ যদি কারো আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই আনুগত্য করতে হবে—১. আল্লাহর ২. রাসূলের এবং ৩. উলুল আমর তথা ফুকাহায়ে কেরামের।

আনুগত্য ও অনুসরণের এই আদেশ কোনো উপলক্ষ কিংবা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে নয়। সরাসরি মৌলিক আদেশ। আল্লাহ তায়ালা মক্কার কাফের বেঈমানদের প্রসঙ্গে ক্ষোভ ক্রোধ ও খেদের সঙ্গে বলেছেন—

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

যখন তাদেরকে বলা হয়—যারা ঈমান এনেছে (সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তোমরাও তাদের মতো ঈমান আন—তারা বলে, নির্বোধগণ যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনব? সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝে না। [বাকারা : ২ : ১৩]

অন্য আয়াতে বলেছেন—

﴿ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ﴾

তোমরা (সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যাতে ঈমান এনেছ তারাও যদি সেইরূপ ঈমান আনত তবে নিশ্চয় তারা হেদায়েত পেত। [বাকারা : ২ : ১৩৭]

অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে গৃহিত ঈমানের আইডল ও আদর্শ সাহাবায়ে কেরামের ঈমান। তাদের ঈমানকে অনুসরণ করে যারা ঈমান আনবে, ঈমানে বিশ্বাসে যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হবে আর যারা তাদের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তারা নির্বোধ পথবঞ্চিত কপালপোড়া।

পাক কোরআনের এই চারটি আয়াত ও তার সরল তরজমা পড়ার পর অতি বোকা কোনো মুসলমানের পক্ষেও এই বাণী গেলা সম্ভব নয়—'ইসলামে আল্লাহ ও তাঁর নবীর বাইরে আর কাউকে অনুসরণ করা যাবে না।' বরং আল্লাহকে মানার অর্থ যদি তাঁর কথা—কোরআন মানা হয় তাহলে তো উলুল আমরকে মানা ছাড়া আল্লাহকেও মানা হবে না। অধিকন্তু আল্লাহকে মানার লক্ষ্য যদি হয় তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন তাহলে তো আমাদেরকে মুহাজির এবং আনসার সাহাবীগণের অনুসরণ করতেই হবে। আর নবীকে মানা এবং তাঁর আনুগত্য যদি হয় তার কথা জীবন ও আদর্শের অনুসরণ তাহলে তো তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন—

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় এবং আমীরের কথা শ্রবণ ও অনুসরণের উপদেশ দিচ্ছি। যদি সে হাবশি ক্রীতদাসও হয়। তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে তারা বিপুল মতভিন্নতার মুখোমুখি হবে। তোমরা বেদয়াত থেকে বিরত থাকবে। বেদয়াত হলো ভ্রষ্টতা। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে কাল পাবে তার কর্তব্য হবে আমার এবং পথপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত ও আদর্শকে ধারণ করা। তোমরা সেই আদর্শ মাঢ়ীর দাঁতে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে।[১]

[১] আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৭; তিরমিজি, হাদীস : ২৬৭৬; আলবানি, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস : ২৭৩৫।

পাথরে নির্মিত ফলক

কোরআন যাদেরকে ঈমানের মডেল হিসাবে ঘোষণা করেছে, মহান আল্লাহ পাক কোরআনে যাঁদের প্রতি সন্তুষ্টির শাশ্বত ঘোষণা দিয়েছেন, 'তারাই সফলকাম' বলে যাদের আসীন করেছেন নবুওয়তের পর মানবতার শ্রেষ্ঠ আসনে তারা নবীজির এই উপদেশকে কীভাবে মেনেছেন সেই উপমাও ঈমান উদ্দীপক।

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত লাভ করলে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হন এবং আরবদের কিছু লোক ইসলাম ত্যাগ করে বসে (আর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তখন) হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রশ্ন করেন—আপনি এদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন : মানুষ যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' না বলবে ততক্ষণ আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যেতে আদিষ্ট হয়েছি। যে ব্যক্তি এই কালেমা স্বীকার করে নিল তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদ হয়ে গেল। তবে ইসলামের হক যদি লঙ্ঘিত হয়! আর তার হিসাব আল্লাহর হাতে। একথা শোনার পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন :

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا " قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ»

খোদার কসম যে ব্যক্তি নামাজ আর জাকাতকে আলাদা করে দেখবে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। কারণ জাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর কসম তারা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ছাগলের ছোট যে বাচ্চাটি পাঠাত সেটা দিতেও যদি অস্বীকার করে আমি তার জন্যে যুদ্ধ করব। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আল্লাহর কসম। আল্লাহ

তায়ালাই এই যুদ্ধের বিষয়ে আবু বকরের বক্ষ উন্মোচিত করে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি তাঁর মতই হক ও যথার্থ।[১]

অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন বলেছেন—

وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ.

খোদার কসম! আল্লাহর রাসূলকে জাকাতের উটের সঙ্গে যে রশিটি দিত, তারা যদি সেই রশিটি দিতেও অস্বীকার করে আমি সেই রশিটির জন্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।[২]

কী জীবন্ত উপমা! এমন জীবন্ত উদাহরণের পরও কি কেউ বলবে—একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর নবীকে ছাড়া আর কাউকে মানা যাবে না। কিংবা আল্লাহর কালাম আর নবীজির হাদীস ছাড়া আর কিছু অনুসরণযোগ্য নয়। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি—একদল মানুষ যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করছে। তারা নামাজ পড়ছে। কোরআনেও আপত্তি নেই, হজেও আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু জাকাতে। আর তাদের বিরুদ্ধে সোজা যুদ্ধের ঘোষণা দিচ্ছেন একা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। হযরত ওমর পর্যন্ত তার এই যুদ্ধ ঘোষণায় আপত্তি করছেন। কিন্তু সকল মুসলমান মেনে নিচ্ছেন এক আবু বকরের কথা। কেউ-ই প্রশ্ন তুলছেন না—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাইরে আবু বকরকে কেনো মানব? এতো শিরক! এ কথাও বলছেন না—আবু বকর! এই যে আপনি যুদ্ধের কথা বলছেন—একি হাদীসে আছে? থাকলে সেটা বুখারী শরীফ কিংবা মুসলিম শরীফের কত নম্বর হাদীস?

প্রতিষ্ঠিত রাজপথ

কেউ হয়তো বলবেন—বুখারী মুসলিমের কথা আসছে কেন? তখন তো তাদের জন্মও হয় নি। বলি এই তো মজার কথা। প্রথম কথা হলো—কোরআন হাদীসের তো ততদিনে পূর্ণাঙ্গ জন্ম হয়ে গিয়েছিল। তারা তো

---

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৩৯৯, ১৪০০।
[২] ঐ—হাদীস : ৭২৮৫।

সেটাও চান নি। কারণ তারা জানতেন কোরআনের বাণীকে যেভাবে মানতে হয়, মানতে হয় যেভাবে নবীজিকে—তাঁর কথা ও সুন্নতকে—তেমনি মানতে হয় উলুল আমর এবং খোলাফায়ে রাশেদাকে। বিশেষ করে এই কারণেও—এই যে নামাজ ও জাকাতকে আলাদা করে দেখার মতো যেসব বিষয়ে কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য নেই সেখানে উলুল আমরকে অমান্য ও উপেক্ষা করার অর্থ হলো জাকাত অস্বীকারকারীর দলে যাওয়া। এই পথ কাফের বেঈমানদের। এই পথকে প্রথম রুখে দাঁড়িয়েছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আর তাঁকে অনুসরণ করে সেই পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন প্রিয় নবীজির সাহাবীগণ। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন—যদি আমার সন্তুষ্টি চাও তাহলে এই অগ্রপথিকদের অনুসরণ করো।

এইখানে এসেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে সম্মানিত ইমামগণের অনুসরণ এবং তাদের অসামান্য সাধনা-প্রতিষ্ঠিত মাজহাবকে মেনে চলার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা। তাছাড়া যারা এই মাজহাবকে উপেক্ষা করে নিন্দা করে কিংবা শিরক বলে তারা 'কোন দলে'র মাণিক-রতন তাও আর আলাদা করে বলার দরকার হয় না।

কথা পরিষ্কার। তারপরও আরেকটু পরিষ্কার করি। উল্লিখিত ঘটনায় তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। যথা—এক. কোরআন ও হাদীসে স্পষ্ট নেই এমন বিষয়ে স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। দুই. তাঁর ঘোষণায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিচ্ছেন এবং মেনে নিচ্ছেন তারা যাঁরা আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে অগ্রবর্তী কাফেলা। হযরত ওমর উসমান আলী ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলেই আছেন সেই দলে। তিন. তাঁরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে কোরআন হাদীসের কোনো দলিলও চাচ্ছেন না।

আর আমরা সূরা তওবার একশ সংখ্যক আয়াতে পড়ে এসেছি—আল্লাহ তিন শ্রেণির মানুষের প্রতি খুশি ও সন্তুষ্ট। ১. মুহাজির সাহাবীগণের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী ২. আনসার সাহাবীগণের মধ্যে যারা প্রথম ও অগ্রগামী আর ৩. যারা এই দুই শ্রেণির উত্তমরূপে অনুসারী! সুতরাং কোরআনের আয়াত ও বুখারী শরীফে বর্ণিত দুইখানা হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য কি এটাই নয়—যেসব বিষয়ে কোরআনে এবং হাদীসে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই সে বিষয়ে কোরআন হাদীস ও ইসলাম বিষয়ে পূর্ণ দক্ষ অভিজ্ঞ ও

বিশ্বস্ত 'উলুল আমর'গণ যে রায় দিবেন সাধারণ মুসলমানগণ বিনাবাক্যে তা মেনে চলবে। সুখের কথা হলো—আমরা মুসলমানগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাল থেকে আজ অবধি প্রতিষ্ঠিত আছি কোরআন হাদীস ও সম্মানিত পূর্বসূরিগণের মত ও সাধনায় প্রতিষ্ঠিত এই রাজপথে। বিতাড়িত শয়তানের জন্যে হয় তো এরচে' বড় আর কোনো দুঃসংবাদ নেই।

বিতাড়িত শয়তানের মিশন

শয়তান দমবার পাত্র ছিল না কোনো দিনই। প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জাল বিস্তারে তার সাধনা অন্তহীন। সেই জাল বড়ই বিচিত্র। রঙ কৌশল বাণী ও আবেদনে এতটাই বিচিত্র কোনো মানুষের পক্ষে তার পূর্ণ চিত্র আঁকা প্রায় অসম্ভব। তবে তার মৌলিক এবং কেন্দ্রীয় সাধনার একটি হলো—মুসলমানদের দীনি কর্ম এবং চিন্তা-বিশ্বাসে সংশয়ের জন্মদান। কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেড় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর হকপন্থী সকল মুসলমান আল্লাহর কিতাব এবং প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও আদর্শের সঙ্গে মেনে এসেছে সাহাবায়ে কেরামকে, সবিশেষ খোলাফায়ে রাশেদীনকে এবং উম্মাহর মানিত সর্বজনবিদিত হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র সম্মানিত চার ইমামকে! উম্মাহর এই আমল ও বিশ্বাসের আলোকিত ঐক্যে আঁধারচারী শয়তান জ্বলে মরবে—এমনটাই স্বাভাবিক। তাই তার সাধনার মূল টার্গেট হলো—মানুষের মনে মহাসমারোহে আসীন এই সম্মানিত মানব কাফেলা সম্পর্কে সংশয় সন্দেহ ও অনাস্থা সৃষ্টি করতে হবে। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন—শয়তানের এই ফাঁদে পড়ে কোনো কোনো সম্প্রদায় তাদের নবীকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। কপালপোড়া সেই হতভাগা ইহুদিদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলেছে—

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا
يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

আর তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হলো এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হলো। এটা এই কারণে—তারা আল্লাহর আয়াতকে

অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা এবং সীমালংঘনের কারণেই তাদের এই পরিণতি হয়েছিল। [বাকারা : ২ : ৬১]

শত্রুর আসল মুখ

আমাদের নবী সর্বশেষ নবী এবং আমাদের দীন সর্বশেষ দীন। তাই নবীকে হত্যা করার যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে শয়তান ও তার বন্ধুশিবির। তবে যতটুকু সফল হয়েছে তা হলো—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত এবং তাঁর তেইশ বছর নববী জীবনের সাধনার ফসল সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর শিবির নির্মাণ। হয়তো শয়তানের জীবনে সবচে' বড় সফলতা এটাই। শয়তানের এই বন্ধুশিবিরটির নাম হলো 'শিয়াসমাজ'। এই সমাজের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস হলো—

১. ইমামত। আমরা মুসলমানগণ যেমন বিশ্বাস করি নবী আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিষ্পাপ—শিয়াসমাজ বিশ্বাস করে—তাদের ইমাম আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিষ্পাপ। এও বিশ্বাস করে, তাদের ইমামের মর্যাদা আমাদের নবীজির সমান এবং অন্য সকল নবীর চাইতে বেশি। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিয়াদের এই বিশ্বাস মেনে নিলে ইসলামের রূপই বদলে যাবে একেবারে গোড়া থেকে।

২. তারা হযরত আলী হযরত হাসান হযরত হুসাইন হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহুম ব্যতীত হযরত আবু বকর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম সহ প্রায় সকল সাহাবীকে মুরতাদ কাফের মুনাফেক এবং দোজখি বলে বিশ্বাস করে। জানি না, কোনো মুসলমানের পক্ষে কি এমন ভয়াবহ ও জঘন্য কথা শোনা ও এক মুহূর্ত বরদাশত করা সম্ভব?

৩. কোরআন মাজীদ যেহেতু হযরত আবু বকর ওমর ও উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর আমলেই গ্রন্থরূপ লাভ করেছে তাই তার প্রতি অকাট্যভাবে বিশ্বাস রাখা যায় না। বরং তাদের বিশ্বাস—কোরআন তাওরাত জবুর ইঞ্জিলের মতোই বিকৃত।

৪. মোতা! মোতা হলো শিয়াসমাজের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য বরং শেকড়ের রস। মোতা মূলত সাময়িক সময়ের জন্যে বিয়ে। এক দুই ঘণ্টার জন্যেও কেউ

চাইলে কোনো নারীকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করতে পারে। সেই নারী খ্যাতিমান 'গণিকা' হলেও আপত্তি নেই। আর এটা শুধু বৈধই নয়—তাদের সমাজে রীতিমতো 'ইবাদত'।[১]

নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে নির্দিষ্ট অর্থ ও চুক্তির বিনিময়ে যেখানে মর্যাদার সঙ্গে সুন্দরী নারী পাওয়া যায় সেখানে মানুষের অভাব হলেও শয়তানের অভাব হবে না—এ কথা সবাই বলবে। তাছাড়া এই যাদের আকিদা-বিশ্বাস তারা মুসলমান কি-না সেই প্রশ্নও যে কোনো বিবেকবান মুসলমানের কাছে হাস্যকর।

পথের লৌহ প্রাচীর এবং চতুর নাতিনজামাই...

শয়তান দেখল—আখেরাত সম্পর্কে সামান্য ভয় আছে, আল্লাহর শক্তির প্রতি সামান্য বিশ্বাস আছে, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা আছে—এমন লোকদেরকে এই বড়ি খাওয়ানো অসম্ভব। আর এই অসম্ভবটাকে অসম্ভব করে রেখেছে যারা তারা হলো মুসলমানদের আলেমগণ। অধিকন্তু এই আলেমগণ অসীম শ্রদ্ধায় প্রতিটি মুসলমানকে যে সুতোয় বেঁধে রাখে তা হলো–

১. সাহাবায়ে কেরাম ২. উম্মতের সম্মানিত ইমামগণ এবং ৩. দেড় হাজার বছরের সাধিত উম্মতের গ্রন্থভাণ্ডার! হাদীস তাফসীর ফেকাহ ইতিহাসের অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তাই শয়তান তার কৌশল পরিবর্তন করল। একটি শিবির তৈরি করল—তাদের কাজ সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসে সংঘটিত বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্রিত করে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান নেই—এমন মুসলমানদের সামনে উপস্থিত করা যেন তারা সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে পড়ে। সাবধান, এই তথ্য ও দর্শন ফেরি করার সময় নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে—শ্রোতা কিংবা পাঠক যেন এই ফেরিওয়ালাকে ইসলামের জানবাজ সৈনিক মনে করে। আমাদের এই উপমহাদেশে চতুর এই শিবিরটি এখন অনেকটাই সাহাবা-দুশমন নামে খ্যাত। তবুও চলছে তাদের সংগ্রাম।

[১] দলিলসহ বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন—মাওলানা মনযূর নুমানী রহ. কৃত ইরানী ইনকিলাব ইমাম খোমেনী আওর শিঈয়াত।

শয়তান আরেকটি শিবির জন্ম দিয়েছে—যাদের উদ্দেশ্য চার মাজহাবের সম্মানিত ইমামগণের প্রতি দীনদার ধর্মপ্রাণ ও মসজিদমুখী মুসলমানদেরকে আস্থাহীন করে তোলা। এই শিবিরের টার্গেট যেহেতু নামাজি মসজিদপ্রিয় মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা তাই তারা নিজেদেরকে কোরআন ও হাদীসের দেওয়ানা হিসাবে এমনভাবে প্রচার করে—যেন বেঁচেই আছে কোরআনের জন্যে হাদীসের জন্যে এবং নবীজির জন্যে। তাদের এই শেয়ালদরদ শিকারেরই কৌশলমাত্র।

শিয়াসমাজ, সাহাবাদুশমন এবং ইমামদুশমন—এই তিন গোষ্ঠীকে এক জায়গায় এসে অভিন্ন দেখা যাবে সব সময় এবং প্রায় সবক্ষেত্রে। আর তাহলো- নবী থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন সম্মানিত চার ইমাম দেড় হাজার বছরের বরেণ্য উলামায়ে কেরাম এবং বুজুর্গানে দীনের প্রতি নির্মমভাষা ও ভঙ্গিতে আঘাত ও সমালোচনা করে যাবে অনবরত চতুস্পদের জাবরকাটার মতো কিন্তু তাদের ইমাম নেতা ও শায়েখ সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। কারণ—ওই সকল শিবিরের গোড়া হলো শিয়াসমাজ। শিয়াদের ইমাম যেহেতু নিষ্পাপ ও সমালোচনার উর্ধ্বে হয়, তাছাড়া শিয়াদের ইমাম যেহেতু কোরআন-হাদীসের বিধানকে রহিত করতে পারে—তাই তাদের ছায়ায় প্রসবিত লালিত প্রতিষ্ঠিত সাহাবাদুশমন নেতা এবং ইমামদুশমন শায়েখও নিষ্পাপ হবেন, হবেন সমালোচনার উর্ধ্বে।

কিন্তু মুখে যেহেতু আল্লাহ-রাসূল এবং জিহাদ-হাদীস তাই সাধারণ মুসলমানগণের জন্যে এ এক ভয়াবহ ফেতনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের অবস্থা হয়েছে এমন—এক বুড়ি। বুড়ির ছিল এক চুম্বক-সুন্দরী নাতিন। একবার কারো সঙ্গে চোখাচুখি হলেই কুপোকাত। কিন্তু বুড়ি ছিল এতটাই কঠোর চরিত্রের, ভয়ে কেউ তার বাড়ির সীমানা মাড়াতো না। নাতিনের দিকে চোখ তুলে তাকাবে—সেই সাধ্য কার! একবার হলো কি, কয়গ্রাম পরের এক দৃষ্টিনন্দন যুবক যাচ্ছিল এ পথে। চোখ পড়ে যায় সেই অনিন্দ্য সুন্দরী নাতনির উপর। ঝড় ওঠে মনে প্রাণে। কাছেই একজনকে জিজ্ঞেস করে—এই রূপসী মেয়েটি কে?

তার সোজা উত্তর : পালাও জলদি! এর নানি শুনলে রক্ষা নেই।

: কেন?

লোকটি ভয়কম্পিত কণ্ঠে বলল : ও বুড়ি নয়, বাঘিনী। মুখ বড় ভয়ঙ্কর।

: কিন্তু ওই মেয়েটির আর কেউ নেই?

: না! মেয়েটিরও কেউ নেই আর বুড়িরও কেউ নেই।

একথা শোনার পর যুবক ভাবল—হয়েছে এবার। পথ খুঁজে পেয়েছি।

দু'দিন পর সেই যুবক জীর্ণ বসনে মলিন মুখে এসে বসে পড়ল বুড়ির বাড়ির ঠিক সামনে—যেখানে বুড়ির নজর পড়বেই। সকাল থেকে বসা। যখন দুপুর গড়িয়ে যায় তখন বুড়ি নিজেই তাকে বলল—এই ছেলে! সেই সকাল থেকে দেখছি তুমি এখানে বসা। কিছু বলও না। করও না। ছেলেটি কলজেপোড়া একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—জগতে আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাই বসে আছি।

: কোনো কাজটাজ পার না?

: পারি, দিবে কে?

: কি কাজ পার?

: সব কাজই পারি। শুধু থাকার একটু জায়গা আর চারটা ভাত খেতে দিলেই আমি যে কারও কাজ করতে রাজি।

বুড়ি তার নাতিনের সঙ্গে কথা বলল। এমন সস্তা কামলা। নাতিনও সায় দিয়ে বলল—আমাদের তো একজন কাজের লোক দরকার। তোমাকে হাট বাজারও করতে হয়।

ব্যস, আশ্রয় জুটে গেল যুবকের। থাকা খাওয়ার বিপরীতে কাজ। সব কাজ। হুকুমের আগে কাজ। আর নাতিনের আদেশ পেলে তো কথাই নেই। বুড়িও খুশি, নাতিন তো মহাখুশি। কারণ যুবকের রূপম বদন তাকেও ছুঁয়েছে চোখের ইশারায়! বুড়ি একদিন ডেকে বলল—এই ছেলে। তোমার নাম কি? নাম তো বললে না। আমি তোমাকে 'ছেলে ছেলে' বলি। কেমন শোনা যায়। যুবকের আবার সেই অগ্নিসেদ্ধ দীর্ঘশ্বাস। আমার কোনো নাম নেই!

: নাম নেই কথা হলো? জগতে নাম ছাড়া মানুষ হয়?

: হয়, এই যে আমি।

: তোমার বাবা মা তোমার কোনো নাম রাখে নাই?

: জানি না। আমি তাদের দেখি নি। বাবা তো আগেই মারা গেছেন। মা মারা গেছেন আমি তখন নাকি দুধের শিশু। বড় হয়েছি নানির কাছে। নানি মারা যাওয়ার পর রাস্তায় এসে পড়েছি। ভিখেরি বলতে পারেন!

: তা তো বুঝলাম। কিন্তু তোমার নানি কি কোনো নাম রাখেন নি?

: মনে হয় না।
: তোমাকে তোমার নানি ডাকত না?
: ডাকত।
: কি বলে ডাকত?
: আমি ছিলাম আমার নানির একমাত্র আদরের কন্যার একমাত্র সন্তান। তিনি আমাকে আদর করে যে নামে ডাকতেন শুনলে হাসবেন। আহ্, সেই নামে কি জগতে আমাকে আর কেউ ডাকবে। যুবকের চোখের পানি গাল ভিজিয়ে বুকে নেমে গেছে।

চোখের জল এ এক আশ্চর্য জাদুকর। পাষাণকেও গলিয়ে মোম বানিয়ে দেয়। বুড়ি আবেগে কাতর হয়ে পড়ে। বলো, আমিও তোমার নানি। তোমার নানি তোমাকে যে নামে ডাকত আমিও তোমাকে সে নামেই ডাকব। সময় বুঝে যুবক ছেড়ে দিল শব্দটা। বলল, আমার নানি আমাকে 'নাতিনজামাই' বলে ডাকত! আবেগসমাহিতা অবলা নারী সরল দিলে বলে দিল, আজ থেকে আমিও তোমাকে নাতিনজামাই ডাকব। শুরু হলো তাই। যুবক প্রাণ উজাড় করে বুড়ির সেবা করে। আর সেবাযত্নে ভাব ঘনিষ্ঠ হলে নাতিনকে জানিয়ে দেয়—সব আছে আমার। নাতিনও তার নিখুঁত অভিনয়ে মুগ্ধ। ভাব যখন চরমে একরাতে বুড়িকে ঘুমে ফেলে নাতিন ও নাতিনজামাই উধাও। ভোরে তো বুড়ি নাতিন হারিয়ে গগণবিদারী বিলাপ শুরু করে। সকলেই অবাক তার কান্নায়। এই বুড়ি তো কখনো কাঁদে নি। বিষয় কি? ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। জানতে চায়, কী হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?

: আমার নাতিন নিয়ে গেছে ...।
: কে আপনার নাতিন নিয়ে গেল? এত বড় সাহস!
: নাতিন জামাই।

এবার সকলেই বলে—'অ, নাতিনজামাই তো নাতিন নেবেই।'

এখন বুড়ি যতোই বুঝায় এই নাতিনজামাই সেই নাতিনজামাই নয়—কে শুনে তার কথা!

আমাদের সমাজের সাধারণ মুসলমানদের অবস্থাও হয়েছে তাই। যারা কোরআনের শত্রু খোলাফায়ে রাশেদার শত্রু এবং ভেতরটা যাদের মোতার নারীরসে মাতাল তাদের মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি। দুনিয়ায় ইসলামি শাসন ছাড়া আর কিছু নাকি বুঝে না তারা। যাদের অন্তরে এইটুকু শ্রদ্ধা নেই আমাদের স্বর্ণইতিহাসের প্রতি, অন্তর জুড়ে যাদের সাহাবায়ে কেরামের প্রতি

অসামান্য বিদ্বেষ তারাই আজ ইসলামি হুকুমতের ঝাণ্ডাবাহী আর উম্মতের সম্মানিত ইমামগণের প্রতি লালিত বিষে যাদের আত্মা ভার হয়ে আছে তারা উন্মাদ সহীহ হাদীসের নামে! সেই বুড়ির মতো—আমাদের সম্মানিত আলেমগণ যতই বলেন—এরা ইসলামের শেকড়কাটা দুশমন, সরলদের কথা—এরা তো ইসলামের কথাই বলে! বর্ণচোরা জঘন্য এই নাতিনজামাইদের ষড়যন্ত্র বড় ভয়াবহ!

আকাশে অঙ্কিত নাম

হাদীসের নামে 'মজনু' এই নাতিনজামাইদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ আমাদের সম্মানিত চার ইমাম। তারপরও হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পায়ের কাছে এসে তাদের খেদ ক্ষোভ এবং জেদটা যেন লাভাময় হয়ে ওঠে। কেন? অনেকেই এর সরল উত্তর দেন—গাছ যত বড় হয় ঝড় তাকে তত বেশিই পায়। কেউবা বলেন, সতীনের সন্তানের অবারিত জয় কে কবে কোথায় সয়েছে? অনেকে আবার ভাব জমিয়ে বলেন—একজন মানুষ গুণে মেধায় চিন্তায় অবদানে এবং গ্রহণযোগ্যতায় কালের পর কাল জয় করে যাবেন আর তার নামে কিছু পরাজিত প্রাণ অন্তত হিংসার অনলে পুড়ে ছাই হবে না—তা কি হয়! আমার কাছে কোনোটাই অযৌক্তিক মনে হয় না।

অবশ্য একজনমাত্র ব্যক্তির চিন্তা গবেষণা ও সাধনাকে পৃথিবীর এই বিপুল সংখ্যক মানুষ কেন মাথায় তুলে রাখবে বিনম্র শ্রদ্ধায়—তা অবশ্যই একটা কৌতূহলের বিষয়! আর সেটা যদি হয় শতকের পর শতক ধরে এবং বিস্তৃত যদি হয় উম্মতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে—তাহলে তো আর কৌতূহলের সীমা থাকে না। যারা জাদু মন্ত্রে অনুরক্ত তারা তো বলবেন—এ এক মহা জাদুমন্ত্রের ব্যাপার। প্রমাণ নেই বলে কিংবা জাদুমন্ত্র বুঝি না বলে আমরা তা অস্বীকার করি না! তবে একটা হাদীসের কথা বলতে পারি। সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إذا أحبَّ اللّٰهُ العبدَ نادى جبريلَ: إنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلانًا فأحْبِبْهُ، فيُحِبُّهُ
جبريلُ، فيُنادي جبريلُ في أهْلِ السَّماءِ: إنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلانًا فأحِبُّوهُ،
فيُحِبُّهُ أهْلُ السَّماءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ في الأرْضِ.

আল্লাহ তায়ালা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন হযরত জিবরাইলকে ডেকে বলেন—আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন তুমিও তাকে ভালোবেসো! জিবরাইল আ. তখন তাকে প্রিয় করে নেন এবং আকাশবাসীর মাঝে ঘোষণা করে দেন—আল্লাহ তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবেসো। তখন আকাশের অধিবাসীগণও তাকে প্রিয় করে নেয়। তারপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেয়া হয়।[১]

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. জন্মগ্রহণ করেছেন হিজরি ৮০ সালে। মৃত্যু বরণ করেছেন ১৫০ সালে। এখন (১৪৩৬) থেকে ১২৮৬ বছর পূর্বে। এই দীর্ঘকাল যে গভীর শ্রদ্ধা উষ্ণ ভালোবাসা আর সযত্ন সতর্কতায় স্মরিত হয়েছেন পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম অবধি তাকে হাদীসের ভাষায়—'পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া গ্রহণযোগ্যতা' ছাড়া আমরা আর কী বলতে পারি। কথা হলো—যে গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে দেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে কি তা রুখে দাঁড়ানো সম্ভব? জাদু বলি আর মন্ত্র বলি—আকাশে অঙ্কিত যে নাম অপার্থিব ভালোবাসায়—ক্ষোভে রোষে বিদ্বেষে উড়ন্ত ধুলোয় কি তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব?

لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

আহা! আমার সম্প্রদায় যদি জানত ...

[ইয়াসীন : ৩৬ : ২৬]

সম্মানের সংরক্ষিত আসন

কথা কি—এই উম্মতের একটা বড় সৌভাগ্য হলো তারা সামগ্রিক অর্থে তাদের নবীর উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি কখনই। তাদের চিন্তা বিশ্বাস ও আচরণে নবীজির শিক্ষা ও উপদেশ মানব শরীরের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্তের মতোই উষ্ণ আবেগে বহমান। আবেগে লালিত উপদেশের এই উত্তরাধিকার অনেক ক্ষেত্রেই তারা লাভ করেছে বংশানুক্রমিকভাবে।

[১] সহীহ বুখারী—হাদীস : ৩২০৯, সহীহ মুসলিম—হাদীস : ২৬৩৭, রিয়াযুস সালেহীন—হাদীস : ৩৮৭॥

উম্মতজননী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমাদেরকে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্মে আদেশ করেছেন—

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

আমরা যেন প্রতিটি মানুষকে তার মর্যাদার আসনে সমাসীন করি।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরামর্শের ভিত্তিতে এই উম্মত তাদের উন্মেষ কাল থেকেই যে কোনো ব্যক্তি ও প্রজন্মকে গ্রহণ ও বর্জনে তার জ্ঞান চিন্তা মেধা অভিজ্ঞতা সততা খোদাভীরুতা ও সত্য লালনে আপসহীনতার প্রতিষ্ঠিত মর্যাদার দিকটিও সামনে রেখেছে। তাই তারা নবীজির আসনে যেমন কাউকে ঠাঁই দেয় নি, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের আসনে বসতে দেয় নি নবীজির দর্শনবঞ্চিত কাউকে। খোলাফায়ে রাশেদাকে তাদের মর্যাদার আসনে যেমন রেখেছে সমাসীন তেমনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ মুয়াজ ইবনে জাবাল আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীকে রেখেছে সম্মান ও কৃতজ্ঞতার যথার্থ আসনে। যারা সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষাতে ধন্য, ধন্য তাদের শিষ্যত্ব লাভে তারাও বরিত হয়েছেন আপন মহিমায়। আপন মর্যাদার এই মানিত নীতি ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিক ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদকে যেমন প্রতিষ্ঠিত করেছে স্বমহিমায় তেমনি প্রতিষ্ঠিত করেছে ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজী ইমাম নাসাঈ ইমাম ইবনে মাজা ও ইমাম তহাবীকে স্ব স্ব আসনে। মর্যাদার সুতোয় গ্রথিত শৃংখলার এ এক অবিশ্বাস্য ইতিহাস। যুগে যুগে কত মূর্খ, কত পামর চেষ্টা করেছে আমাদের ইতিহাসের এই স্বর্ণশেকল ছিঁড়ে ফেলতে! কিন্তু নবীজির উপদেশের ইশারায় কোনো পামর কিংবা গাড়লকেই দাঁড়াতে দেয় নি মুসলিম উম্মাহ। তাই তাদের দীনি ঐক্য আছে অটুট! এতে শয়তান ও তার বন্ধুদের অবশ্যই দুঃখিত হওয়ার অধিকার আছে!

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম রহ. তদীয় সহীহ গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম আবু আবদুল্লাহ 'মারিফাতু উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা নববী—রিয়াজুস সালেহীন, হাদীস : ৩৫৬॥

পথের অবিনাশী বাতিঘর

আমাদের প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي، وَاللَّهِ لَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَ مَنْ صَاحَبَنِي

তোমরা ততদিন কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন তোমাদের মাঝে তারা থাকবে যারা আমাকে দেখেছে আমার সঙ্গ লাভ করেছে। আল্লাহর শপথ! তোমরা ততদিন কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যতদিন তোমাদের মাঝে তারা থাকবে যারা আমার সাহাবীগণকে দেখেছে এবং তাদের সঙ্গ লাভ করেছে।[১]

হযরত ইবনে উমর বলেন—

خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: «أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জাবিয়া নামক স্থানে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি যেমন এখানে দাঁড়িয়েছি তেমনি দাঁড়িয়ে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–তোমরা আমার সাহাবীগণের প্রতি উত্তম আচরণ করো, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের প্রতি তারপর তাদের পরবর্তীদের প্রতি.......।[২]

একই মর্মে আরেকটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিই। সাহাবী ইমরান ইবনে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

[১] ইবনু আবি শায়বা—মুসান্নাফ, হাদীস : ৩২৪১৭; হায়ছামী—মাজমাউয যাওয়াইদ—১০:২০; হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে (৭:৭) বলেছেন—হাদীসটির সনদ হাসান॥

[২] তিরমিযী—হাদীস : ২১৬৫, ইবনে মাজা, হাদীস : ২৩৬৩; মুসনাদে আহমাদ—১:২৬; আলবানী—সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস: ৪৩০॥

শ্রেষ্ঠ মানুষ হলো আমার কালের মানুষ; তারপর তাদের অব্যবহিত পর যারা তারা; তারপর তাদের অব্যবহিত পর যারা তারা।[১]

উল্লিখিত হাদীস তিনটির স্পষ্ট বার্তা হলো—সাহাবী তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈ—এই তিন প্রজন্মের কাল হলো কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের কাল। নবীজি আদেশ করেছেন যথাক্রমে এই তিন শ্রেণির প্রতি উত্তম আচরণ করতে। আর আমরা জানি, আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. একজন সম্মানিত তাবেঈ। নবীজির পবিত্র মুখে প্রশংসিত তার কাল এবং উম্মত আদিষ্ট তার প্রতি সদাচরণ করতে। প্রায় তেরশ বছরের পৃথিবী সাক্ষী—উম্মত তাদের নবীর আদেশ পালনে যে উপমা সৃষ্টি করেছে অন্য কোনো জাতি গোষ্ঠীর ইতিহাসে তার তুলনা খোঁজাও অর্থহীন। আমরা মনে করি—অবিশ্বাস্য শ্রদ্ধা ও আস্থায় শতক শতক ধরে মানিত হওয়ার এ একটি বিশিষ্ট কারণ! বলার অপেক্ষা রাখে না, সাহাবী কিংবা তাবেঈ হওয়ার এই মর্যাদা তর্ক এবং যুদ্ধ করে জয় করা যায় না।

یہ قیمت سے نہیں ملتی
یہ ملتی ہے مقدر سے

কড়ি দিয়ে যায় না কেনা
ভাগ্যে যদি না হয় লেখা॥

মহান তাবেঈ তিনি

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ইমাম আবু হানীফা রহ. জন্মগ্রহণ করেছেন হিজরি ৮০ সালে। যেটা ছিল খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের কাল। তখনও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর এক বিরাট কাফেলা জীবিত। তিনি ছিলেন তাদের উত্তমরূপে অনুসারীগণের একজন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন—যখন তিনি কুফায় এসেছিলেন। এটা হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম হাফেয যাহাবী রহ. এর মত।[২]

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস : ২৬৫১, সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৩৫॥

[২] আল্লামা যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা রহ. —১০ পৃ.॥

সম্মানিত চার ইমামের মধ্যে তাবেঈ হওয়ার গৌরব কেবল ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ভাগ্যেই জুটেছে। তিনি একাধিক সাহাবীর সাক্ষাতে ধন্য হয়েছেন। তাঁর শৈশবে কুফা ছিল জ্ঞানের শহর এবং সাহাবায়ে কেরামের শহর। তখনও সেখানে বেশ কজন সাহাবী জীবিত। হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. পারিবারিকভাবেই ছিলেন ব্যবসায়ী। তাদের দোকানের মালিক ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আমর ইবনে হুরাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি ইন্তেকাল করেছেন হিজরী ৮৫ সালে। সুতরাং দোকানে আসা যাওয়ার সুবাদে বার বার সাক্ষাৎ হওয়া খুবই স্বাভাবিক কথা! আল্লামা ইবনে নাদীম রহ. লিখেছেন—ইমাম আবু হানীফা রহ. বেশ কজন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।[১]

হাদীস শাস্ত্রের দিকপাল এবং শাফিঈ মাজহাবের প্রখ্যাত উকিল হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তদীয় ফতোয়াগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—ইমাম আবু হানীফা রহ. যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন সাহাবায়ে কেরামের এক কাফেলা জীবিত। তিনি কুফা শহরে ৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তখন সেখানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা বর্তমান। তাঁর ওফাত হিজরী ৮৮ সাল কিংবা তারপরে।[২]

তাছাড়া হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর যে বয়স ছিল প্রায় সে বয়সে যখন ইমাম আবু হানীফা রহ. তখন বেশ কজন সাহাবী জীবিত। যথা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (মৃ. ৮৮) হযরত সাহল ইবনে সাদ সাইদী (মৃ. ৯১) হযরত আনাস ইবনে মালিক (মৃ. ৯৩) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুস্র মাযিনী (মৃ. ৯৬) হযরত আমের ইবনে ওয়াসেলা (মৃ. ১০২)! হযরত আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ওফাতের সময় হযরত ইমাম রহ. এর বয়স ২২ বছর। নবীজির ওফাতের সময় হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বয়স ছিল এগার বছর। সে বয়সেই তিনি যদি হাদীস গ্রহণ ও ধারণ করতে পারেন

---

[১] তাযকিরাতুল হুফফাযসহ বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্রে কাজী আতহার মোবারকপুরী রহ., আইম্মায়ে আরবাআ : ৩৭-৩৮পৃ.।

[২] ঐ —৩৯ পৃ.; উকূদুল জুমানের উর্দু তরজমা—তাযকিরাতুন নুমান, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী দিমাশকী শাফিঈ-৮১ পৃ.।

তাহলে হযরত ইমাম রহ. কেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস গ্রহণ করতে পারবেন না? তাছাড়া হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে অনেক বার। অধিকন্তু হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কেই কি এটা ভাবা যায়—তাঁর মজলিসে হাদীস পাঠ ও পাঠদান হতো না! এটা ভিন্ন কথা—হযরত ইমাম রহ. সেই সব হাদীস বর্ণনা করেন নি হয়তো![১]

তবে স্মরণ রাখা ভালো—সাহাবী হওয়ার জন্যে যেমন নবীজির সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা শর্ত নয়, তাবেঈ হওয়ার জন্যেও হাদীস বর্ণনা শর্ত নয়। তাই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তাবেঈ হওয়ার বিষয়টি তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।[২]

তাঁর জন্ম হাদীসের শহর কুফায়

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর এটাও একটা বৈশিষ্ট্য—তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন জ্ঞানের শহর, হাদীস ও ফেকাহর শহর কুফায়। মুসলমান কেন—মুসলমানদের পরিবেশে থাকে এমন অমুসলমানও জানে ইসলাম কোনো গোপন ও আধ্যাত্মিকতা সর্বস্ব বিষয় নয়। ইসলাম হলো সার্বক্ষণিকভাবে মানিত এক প্রাণপ্রীতিকর জীবনদর্শন। নামাজ রোজা থেকে শুরু করে বিয়ে-শাদি, দোয়া মুনাজাত থেকে শুরু করে পারস্পারিক লেনদেন ব্যবসা বাণিজ্য সর্বত্র মানিত এক বিজয়ী ধর্ম। তাই এই ধর্ম মুসলমানগণ যেমন যুগে যুগে পড়ে শিখেছেন তেমনি শিখেছেন দেখে। আর এভাবেই ধর্মীয় বিচারে ব্যক্তির নির্মাণ ও গঠনে তার সমসাময়িক পরিবেশ ও নিবাসিক জ্ঞানচর্চার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একারণেই হযরত ইমাম মালিক রহ. এর অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য যেমন মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী হওয়া তেমনি কুফার অধিবাসী হওয়া হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কোনো সন্দেহ নেই—পাক মদীনার প্রধান ও কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো, সারা জাহানের বাদশাহ হযরত নবীয়ে আরাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১] ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস—২ : ২৭৭।

[২] যায়লুল জাওয়াহির—২ : ৪৫৩—এর সূত্রে মাওলানা সরফরায খান সফদর; মাকামে আবী হানীফা—৮২ পৃ.।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আপন নিবাস হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি যে মহান দীন নিয়ে আগমন করেছিলেন তার নিরন্তর পাঠদান, সেই আলোকে ব্যক্তিগঠন, সমাজ সংশোধন অতঃপর ওহি থেকে আহরিত বিশ্বাসের দাওয়াত ও জিহাদের লালন ও প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই পবিত্র ভূমিকে কেন্দ্র করেই। ফলে ইসলামের সামগ্রিক রূপ রস ও চেতনা সেঁচে ও শুষে গড়ে উঠেছিল মানব ও মানবতার যে শ্রেষ্ঠ কাফেলা সাহাবায়ে কেরাম নামে পরবর্তী পৃথিবীর জন্যে তাঁরাই ছিলেন ইসলামের জীবন্ত পাঠশালা এবং ইসলামের শিক্ষা চিন্তা বিশ্বাস ও আদর্শের শুভ্র মিনার ও আলোকিত বাতিঘর। হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জন্মভূমি কুফা শহরও এই একই সূত্রেই প্রাসঙ্গিক এবং অনুপেক্ষ শিরোনাম।

প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হলো, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন খলীফা হলেন তখন তাঁর আমলেই প্রখ্যাত সাহাবী ও বীর হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে বিজিত হয় ইরাক। ইরাক জয় করার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা শহর নির্মাণের আদেশ দেন। হিজরি ১৭ সালে তার আদেশে কুফা শহর নির্মিত হলে তার নির্দেশেই এই শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আরবি ভাষা-প্রাঞ্জলতায় দক্ষ বেশ কিছু আরব গোত্রের বসতি। সঙ্গে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফাবাসীকে কোরআন ও দীন শিক্ষাদানের জন্যে এই বলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়ে দেন—

وقدآثرتكم بعبد الله على نفسي

> আবদুল্লাহকে পাঠিয়ে আমি তোমাদেরকে আমার উপর অগ্রাধিকার দিলাম।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্পষ্ট বলতে চাচ্ছেন—সাহাবায়ে কেরামের আলোকিত কাফেলায় ইবনে মাসউদ এক অনন্য নক্ষত্র। জ্ঞানের উচ্চতায় উপলব্ধির গভীরতায় ও মেধার তীক্ষ্ণতায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কাফেলার চূড়ায় অধিষ্ঠিত। তাঁর ইলম ফেকাহ ও সচেতনতা-দক্ষ মত ছাড়া হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুরও চলে না। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অকৃপণ কণ্ঠে বলেছেন—আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হলেন—

كُنَيْفٌ مُلِئَ فِقْهاً

ফেকাহপূর্ণ পাত্র।[1]

আরেকটি বর্ণনায় আছে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন কুফার আমীর বানিয়ে পাঠান তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফাবাসীর উদ্দেশে লিখেন—

قد بعثت اليكم عمار بن ياسر اميرا و عبد الله بن مسعود معلّما و
وزيرا، وهما من النجباء من اصحاب محمد من اهل بدر، فاقتدوا
بهما واسمعوا، وقد اثرتكم بعبد الله على نفسي...

> 'আমি তোমাদের কাছে আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে আমীর আর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে শিক্ষক ও উজির করে পাঠালাম। তাঁরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্ভ্রান্ত সঙ্গীবর্গ এবং আহলে বদরের অন্যতম। তোমরা তাঁদের অনুসরণ করবে এবং তাদের কথা মেনে চলবে। আর আমি আবদুল্লাহকে পাঠিয়ে তোমাদেরকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিলাম।'[2]

গর্বের কথা হলো, কুফা নগরের দীনশিক্ষা ও বিশ্বাসিক নির্মাণের সূচনা হয়েছিল প্রিয় নবীজির এই দুই সাহাবীর মাধ্যমে। যেমন বীজ তেমন তার গাছ। আর যেমন গাছ তেমন তার ফল। যে ধনে নির্মিত গঠিত হয়েছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবনে সাবেত রহ. তার প্রথম বীজ ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আম্মার ইবনে ইয়াসির। যে বাগানের ফুটন্ত অনুপম ফুল ছিলেন হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. তার প্রথম মালি হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু অতঃপর হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু! প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার এই পথ পাথরে অঙ্কিত। উন্মাদের উন্মত্ততায় উড়ন্ত ধুলো এই পথ মুছে দিতে পারে না কখনো।

কুফার শিক্ষক ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে হযরত ওমরের মূল্যায়ন শুনেছি আমরা। এবার শরণ নেব সরাসরি নবীজির দুয়ারে।

---

[1] আল্লামা জাহেদ কাওসারী রহ., ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম, মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেবের টীকাসহ—১০৭-১০৮।

[2] তাযকিরাতুল হুফফায—১:১৪ এর সূত্রে আসারুস সুনান : ২ : ২৩২।

প্রখ্যাত তাবেঈ মাসরূক বলেন, আমরা একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মজলিসে বসা ছিলাম। আমরা ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে একটি হাদীসের কথা বলতেই তিনি বললেন—

إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: مِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَمِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمِنْ سَالِمٍ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمِنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ.

তাঁকে আমি তখন থেকেই বরাবর ভালোবাসি যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি—তোমরা চার ব্যক্তির কাছ থেকে কোরআন শেখো। ইবনে উম্মে আবদ (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) উবাই ইবনে কাব, আবু হুযায়ফার আজাদকৃত গোলাম সালেম এবং মুয়ায ইবনে জাবাল।[১]

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এও বলেছেন—

رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ

আমার উম্মতের জন্যে ইবনে মাসউদ যা পছন্দ করে আমিও তাই পছন্দ করি।[২]

আরেকটি হাদীসে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

আমার পর তোমরা আমার সাহাবীগণের মধ্যে দুই ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে—আবু বকর এবং ওমর; আম্মার—এর আদর্শে

---

[১] সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৪৬৪; সহীহ বুখারী, হাদীস: ৩৭৫৮।
[২] মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস : ৫৩৭৮ এর সূত্রে ফিকহু আহলিল ইরাক: ১০৯ পৃ:।

আদর্শবান হবে আর ধর্মীয় বিষয়ে ইবনে মাসউদকে মেনে চলবে।[১]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার বলেন—

لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّرًا أَحَدًا مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ لَأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ

আমি যদি পরামর্শ ছাড়া কাউকে আমীর বানাতাম তাহলে ইবনে মাসউদকে আমীর বানাতাম।[২]

প্রখ্যাত তাবেঈ আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ বলেন—আমি একবার হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললাম—আদর্শ ও আচরণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচে' কাছের কোনো ব্যক্তির সন্ধান দিন—আমরা যাকে গ্রহণ করব এবং যার কথা মেনে চলব। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

كَانَ أَقْرَبُ النَّاسِ هَدْيًا وَدَلًّا وَسَمْتًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ

আদর্শে আচরণে চরিত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচে' কাছের মানুষ হলেন ইবনে মাসউদ।[৩]

এই সব হাদীস থেকে সহজেই অনুমান করতে পারি, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মূল্যায়নে কোনরূপ অত্যুক্তি করেন নি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফা শহর নির্মাণ করে এই শহরের শিক্ষক বানিয়েছিলেন এই ইবনে মাসউদকে। আর হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বোচ্চ যত্নের সঙ্গে এখানে শিক্ষকতা করেছেন হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামলের শেষ পর্যন্ত। পরিণতিতে কুফাকে পূর্ণ করে দিয়েছেন কোরআনের হাফেয ফকীহ এবং মুহাদ্দিস দ্বারা। ইমাম সারাখসী রহ. বলেছেন : তার সান্নিধ্যে থেকে যারা ফকীহ হিসাবে গড়ে উঠেছিলেন তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার।[৪]

---

[১] তিরমিজি, হাদীস-৩৮০৫।
[২] ঐ—হাদীস : ৩৮০৯।
[৩] ঐ—হাদীস : ৩৮০৭ ইমাম তিরমিজি এই হাদীসটি হাসান সহীহ বলেছেন।
[৪] ফিকহু আহলিল ইরাক—১১০ পৃ:।

তাছাড়া এই কুফা শহরে আরও ছিলেন সাদ ইবনে মালিক, আবু ওয়াক্কাস, হুযায়ফা, আম্মার, সালমান ফারসী এবং আবু মূসা আশয়ারীর মতো শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের এক কাফেলা। অনন্তর যখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই কুফাকে রাজধানী করেন তখন এখানকার জ্ঞান চর্চার পরিবেশ ও জ্ঞানগভীরতায় সিদ্ধ বিপুলসংখ্যক ফকীহ ও আলেম দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হন এবং বলেন—

رحم الله ابن ام عبد قد ملأ هذه القرية علما

আল্লাহ তায়ালা ইবনে মাসউদের প্রতি করুণা করুন। তিনি এই জনপদকে ইলম দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

আরেকবার বলেছেন—

اصحاب ابن مسعود سرج هذه الأمة

ইবনে মাসউদের শিষ্যগণ হলেন এই উম্মতের প্রদীপ।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এই শহরকে রাজধানী বানাবার পর কুফা হয়ে ওঠে মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র। ইবরাহীম নাখাঈ রহ. বলেছেন : কুফায় বাইয়াতুর রিদওয়ান তথা হোদায়বিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণকারী সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিনশ আর সত্তর জন ছিলেন বদরী সাহাবী।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও মুফাসসির আল্লামা সুয়ূতী রহ. মিশরে বসবাসকারী সাহাবীর সংখ্যা শুমার করতে গিয়ে তিনশর বেশি সাহাবী খুঁজে পান নি। অথচ ইমাম ইজলী রহ. বলেছেন—'কুফাকে যারা নিবাস হিসেবে বরণ করেছিলেন এমন সাহাবীর সংখ্যাই দেড় হাজার।' যারা কুফায় অল্প সময় কাটিয়েছেন তারপর কিছু দিন ইলম বিতরণ করে অন্য শহরে চলে গেছেন তাদের হিসেব তো ভিন্ন। ভিন্ন ইরাকের অন্যান্য শহরের হিসাবও।

মাসরুক রহ. প্রখ্যাত তাবেঈ। নবীজির কালেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু সাক্ষাৎ পান নি। প্রথম শ্রেণির তাবেঈ আলেম আবেদ এবং যাহেদ। বিপুল সংখ্যক সাহাবীর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। ওফাত লাভ করেছেন ৬২ কিংবা ৬৩ হিজরীতে। তিনি বলেন—আমি দেখেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম সঞ্চিত হয়েছে গিয়ে ছয় ব্যক্তির মধ্যে। তাঁরা হলেন—হযরত আলী, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত ওমর, যায়েদ ইবনে সাবেত, আবুদ দারদা এবং উবাই

ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন। তারপর এই ছয়জনের ইলম গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে হযরত আলী ও হযরত ইবনে মাসউদের মধ্যে।[1]

আর এভাবেই এই কুফা শহরে ক্রমে প্রিয় নবীজির অসামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডার, কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান ও নূর সঞ্চিত হয় কুদরতি আয়োজনে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ইলম ও মেধায় হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যক্তিত্বের কথা কারোই অজানা নয়। যাঁর সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহাবী নবীজির খাদেম আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হালাল হারাম সম্পর্কে সবচে' বেশি জানেন মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু।

নবীজি তাঁকে ইয়েমেনের বিচারপতি বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং কোরআন ও সুন্নাহয় নেই এমন বিষয়ে কিভাবে ফয়সালা করবে জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন—ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার গবেষণার আলোকে ফয়সালা করব। নবীজি এই উত্তরে খুশি হয়ে বলেছিলেন—

الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله

আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা যিনি তার নবীর প্রতিনিধিকে তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি মাফিক কাজের তৌফিক ও সামর্থ্য দিয়েছেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর এক ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন—যে ব্যক্তি ফেকাহর কোনো মাসআলা জানতে চায় সে যেন মুয়াযের কাছে যায়। আর কারও যদি অর্থের প্রয়োজন পড়ে সে যেন আমার কাছে আসে। কারণ আল্লাহ তায়ালা আমাকে অর্থের সংরক্ষক ও বণ্টনকারীরূপে নিযুক্ত করেছেন।[2]

জ্ঞানে ও গুণে বিখ্যাত এই সাহাবী মুয়ায রাদিয়াল্লাহু আনহুই তাঁর ছাত্র আমর ইবনে মায়মুন আলআওদীকে উপদেশ দিয়েছেন কুফায় গিয়ে হযরত ইবনে মাসউদের সান্নিধ্য গ্রহণ করার জন্যে। এই হলো জ্ঞানের শহর কুফা ও কুফার শিক্ষক হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

---

[1] ফিকহু আহলিল ইরাক—১১৪-১১৭ পৃ.।
[2] তাযকিরাতুল হুফফায, আবু দাউদ ও তিরমিজীর সূত্রে—আসারুল হাদীস : ২ : ২২৯।

দেড় হাজার সাহাবীর সংস্পর্শে মুগ্ধ কুফা কতটা মুগ্ধ করেছিল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার এই কথা থেকেই উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বলেছিলেন—

بالكوفة وجوه الناس

কুফা হলো শ্রেষ্ঠ মানুষের নগরী।

তিনি যখন কুফাবাসীর উদ্দেশে পত্র লিখতেন তাদের এই বলে সম্বোধন করতেন—ইলা রা'সিল ইসলাম—ইসলামের মস্তকের উদ্দেশ্যে.......। আর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন—

الكوفة جمجمة الإسلام وكنز الإيمان وسيف الله ورمحه يضعه حيث يشآء

কুফা হলো ইসলামের আস্তানা, ঈমানের খনি, আল্লাহর তরবারি ও বর্শা—আল্লাহ তাকে যেখানে খুশি ব্যবহার করেন।

আর সায়্যিদুনা হযরত সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—

الكوفة قبة الإسلام وأهل الإسلام

কুফা হলো ইসলাম ও মুসলমানদের গম্বুজ।

সুতরাং ঈমান ও ইসলামের খনি ও নিবাস যে নগর, সে নগর যে ইসলামের জ্ঞান ও প্রাণেরও শহর হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। জ্ঞানের শহর এভাবে না বলে বরং পুরো কুফাটাকেই ইসলামের পাঠশালা বলা ভালো। প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ.কে কে না চেনে? তিনি বলেছেন—

أدركت بالكوفة أربعة آلاف شاب يطلبون العلم

আমি কুফায় চার হাজার যুবককে ইলম অন্বেষণরত পেয়েছি।[১]

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতে চার হাজার শিক্ষার্থীর শহর—কী অবাক করা ইতিহাস। আমাদের গর্ব এই জ্ঞানের শহরেই জন্মেছিলেন আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ.। এই জ্ঞানের শহরের এক উজ্জ্বল অবদান হলো- পাক কোরআনের সর্বখ্যাত সাত কারীর অন্যতম তিন কারী এই শহরের-ই

[১] টীকা : ফিকহু আহলিল ইরাক : ১১৩-১১৬।

সন্তান। তারা হলেন—হযরত আসেম, হযরত হামযা এবং হযরত কিসায়ী রহ.। তাছাড়া পবিত্র কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রেও উলামায়ে কেরাম হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শিষ্যদের সর্বাধিক পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মনে করেন। হযরত কাতাদা রহ. যে সাঈদ ইবনে জুবাইরকে তাফসীর শাস্ত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন তিনিও বসবাস করতেন এই কুফাতেই! কোরআন ও তাফসীরই কেবল নয়। তার প্রধান ও বুনিয়াদি শাস্ত্র আরবি ভাষা ও তার ব্যাকরণ শাস্ত্রের জননী শহরও এই কুফা।[১]

শহর নয় যেন পাঠশালা

কুফা সম্পর্কিত উল্লিখিত তথ্যাবলির পর আর বলতে হয় না—কুফা ছিল হাদীসের মহান কেন্দ্র। দেড় হাজার সাহাবী যেখানে থেকেছেন, নবীজির প্রতি প্রেম ও ভালোবাসাই ছিল যাদের জীবনের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য এবং জীবনের জীবন- তাঁরা কথায় কথায় বলবেন : নবীজি এই বলেছেন, নবীজি এই করেছেন, এইভাবে করেছেন, আমাকে এই বলতে শুনেছেন, এই করতে দেখেছেন, এইভাবে হেঁটেছেন, এইভাবে খেয়েছেন, এইভাবে ইবাদত করেছেন—এই তো স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার সরল ফসলরূপে কুফার প্রতিটি ঘর মসজিদ ও প্রাঙ্গন সদা গুঞ্জরিত হতো কোরআন তেলাওয়াতে, হাদীসের পঠন পাঠন ও মনযোগী নিবিষ্ট চর্চায়। এ সুবাদে উদ্ধৃতির তো অভাব নেই। এক দুটি উদাহরণ দিই। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনে দাউদ রহ. বলেন—আমি কুফায় এলাম। আমার কাছে তখন একটি দেরহাম ছিল। আমি দেরহামটি দিয়ে ত্রিশ মুদ পরিমাণ লোবিয়া সবজি কিনলাম। প্রতিদিন এক মুদ পরিমাণ লোবিয়া খেতাম আর হযরত আশাজ রহ. এর মজলিসে বসে এক হাজার হাদীস লেখতাম। এভাবে এক মাসে আমি ত্রিশ হাজার হাদীস গ্রন্থবদ্ধ করি। ভাবা যায়—মাত্র একজন উস্তাদের সূত্রে এক মাসে ত্রিশ হাজার হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এ কারণেই এই হাদীসের টানে এই শহরের বিপুল ভাণ্ডারের আকর্ষণে ইমাম বুখারীর মতো বড় মুহাদ্দিসও এই শহরে বার বার এসেছেন। হাদীসের অমৃত ঘ্রাণে তৃপ্ত করেছেন আজন্ম তৃষিত জ্ঞানের আত্মা।[২]

[১] মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধালবী রহ. ইমাম আজম আওর ইলমে হাদীস : ১৫০ পৃ:।

[২] মাওলানা তকী উসমানী, মুকাদ্দিমা দরসে তিরমিজি—৯০ পৃ:।

এরও দুয়েকটি উদাহরণ দিই। সহীহ বুখারীর ১১ নম্বর হাদীস—

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ»

বর্ণনাকারী প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু। বুখারী শরীফের পৃথিবীখ্যাত ভাষ্যকার শাফিঈ মাজহাবের কিংবদন্তী মুহাদ্দিস হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন—এই হাদীসের বর্ণনাকারী সকলেই কুফার অধিবাসী।

দুই. সহীহ বুখারী, অধ্যায়—২০। হাদীস—৭৯—

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ...

হাফেয সাহেব রহ. এই হাদীসের সনদ সম্পর্কেও বলেছেন—এর প্রত্যেক রাবীই কুফার অধিবাসী।

তিন. সহীহ বুখারী, অধ্যায়—৩৯। হাদীস—১১১—

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

এই হাদীসের সনদ সম্পর্কেও হাফেয সাহেব বলেছেন—শুধু ইমাম বুখারীর উস্তাদ মুহাম্মদ ইবনে সালাম ছাড়া অবশিষ্ট সকল রাবীই কুফার অধিবাসী।[1]

[1] ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, দারুল হাদীস, মিশর ২০০৪ ইং ১ম খণ্ড।

এভাবে বুখারী শরীফে ইমাম বুখারী রহ. যাদের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে তিনশজন মুহাদ্দিস কুফার অধিবাসী।[1]

এই উম্মাহর জন্যে কী যে গর্বের কথা—হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিষ্ঠা করেছেন যে শহর, যে শহরকে রাজধানী হিসেবে বরণ করেছেন হযরত আলী মুরতাজা রাদিয়াল্লাহু আনহু, যাকে ছাড়া হযরত ওমরের চলে না সেই ইবনে মাসউদ ছিলেন সে শহরের শিক্ষক; ইমাম বুখারীর সহীহ বুখারী চলে না যে শহরের হাদীস ও মুহাদ্দিস ছাড়া, দেড় হাজারেরও বেশি সাহাবীর ইলম আমল ও তাকওয়ার রসে সিক্ত যে পুণ্যভূমি ইমাম আবু হানীফা রহ. জন্মগ্রহণ করেছেন সেই শহরে। অতঃপর পূর্বসূরি সকল মনীষীর সব ইলম প্রজ্ঞা তাকওয়া ও আখলাকের সমুদয় নূর শুষে নিয়ে হয়েছেন সেই শহরের প্রধান শিক্ষক এবং আবিশ্ব মুসলিম উম্মাহর অবিসংবাদিত ইমাম! ইতিহাসের ভাষায়—ইমাম আজম—শ্রেষ্ঠ ইমাম। একই ব্যক্তির জীবনে সঞ্চয়ের এত বিশাল ভাণ্ডার পৃথিবী কমই দেখেছে।

সুতরাং এই বিশাল অর্জন দেখে কেউ যদি হিংসার অনলে পুড়ে ছাই হয়, অক্ষম অপারগ হিংসুকের মতো ধুলো ওড়ায় নিন্দাবাদের আমরা শুধু তাদের তরে এইটুকু বলতে পারি—কবি সত্য বলেছেন—

حسدوا الفتي اذا لم ينالوا مشانه
والقوم اعداء له وخصوم

পদচিহ্ন যুবকের ছুঁতে পারে নি বলে মরে হিংসায়
অক্ষম ব্যর্থ সবই আজ প্রতিপক্ষ—শত্রু তাঁর

তাছাড়া আরবজগতের পুরনো দিনের প্রবাদটিও স্মরণ করিয়ে দিতে পারি তাদের—

البحر لا يكدره وقوع الذباب
ولا ينجسه ولوغ الكلاب

সাগর কি পঙ্কিল হয় মাছির পতনে
জল কি তার অশুচি হয় কুকুরের লেহনে?

[1] মাওলানা তকী উসমানী—ঐ।

যাঁদের পরশে সোনা হয়েছেন

ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা নির্ণয়ে তার শিক্ষকও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলের মান ও মূল্য নির্ণয়ে যেমন গাছ ও গাছের গোত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—শিক্ষক ও ছাত্রের বিষয়টিও অনুরূপ। মুহাম্মদ ইবনে সিরীন [ওফাত : ১১০ হি.] প্রখ্যাত তাবেঈ এবং হযরত আবু হুরায়রা ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের বিশিষ্ট শিষ্য। তিরিশজন সাহাবীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য এই হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের মানিত ইমামের মর্যাদা উপলব্ধির জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট—প্রিয় নবীজির প্রিয় সাহাবী ও খাদেম হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকালের সময় অসিয়ত করে গিয়েছিলেন—'তাঁকে যেন মুহাম্মদ ইবনে সিরীন গোসল দেয়।'[1]

ইমাম মুসলিম রহ. তদীয় সহীহ-এর শুরুতে মহান এই তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীনের একটি বাণী উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم

> নিশ্চয় এই ইলমই দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ করো—কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দীনকে গ্রহণ করছ।[2]

পবিত্র কোরআনের আয়াতেও বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

﴿ عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۝٥ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۝٦ ﴾

> তাঁকে শিক্ষাদান করেন শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন (জিবরাঈল আ.)।
> [নাজম : ৫৩ : ৫-৬]

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝١٩ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝٢١ ﴾

> নিশ্চয় এ কোরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের আনীত বাণী—যিনি সামর্থশালী আরশের মালিকের কাছে মর্যাদাবান—যাকে সেথায় মান্য করা হয়, তিনি বিশ্বাসভাজন। [তাকভীর : ৮১ : ১৯-২১]

উল্লিখিত আয়াত কটিতে হযরত জিবরাঈল আ. এর পাঁচটি গুণের কথা স্থান পেয়েছে। ১. শক্তিশালী ২. প্রজ্ঞাসম্পন্ন ৩. সম্মানিত ও আল্লাহর কাছে মর্যাদাসম্পন্ন ৪. যাকে মান্য করা হয় এবং ৫. তিনি আস্থাভাজন। এই হলো

[1] তাহযীবুল কামাল—৯ : বিদায়াহ নিহায়াহ—৯ : ২২৪।
[2] সহীহ মুসলিম : ১১ পৃ.।

ওহির প্রথম ধারক ও শিক্ষকের গুণাবলি! হাদীসও যেহেতু ওহির বাণী তাই মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন— এই ইলম তুমি যে কারো কাছ থেকে গ্রহণ করতে পার না। গ্রহণ করার আগে দেখতে হবে ওহির জ্ঞানের ধারক ও শিক্ষক হওয়ার গুণাবলি তাঁর মধ্যে রয়েছে কি না। জগতের শ্রেষ্ঠ ইমাম উম্মাহর অবিসংবাদিত পথের দিশারী হযরত আবু হানীফা রহ. এর সৌভাগ্য এবং অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—মুসলিম জাতির আকাশে তারকাতুল্য অসামান্য মর্যাদাশীল প্রবানপ্রতীম মনীষীগণের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেছেন। নিজস্ব অসামান্য মেধা ও সৃজনশীল প্রতিভার সঙ্গে শ্রেষ্ঠশিক্ষকের এই অর্জন তালিকায় তিনি ছিলেন ঈর্ষণীয় মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত বিষয়টি হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বাণীতে ফুটে উঠেছে এইভাবে—তিনি একবার বাদশা আবু জাফর মানসুর এর দরবারে উপস্থিত হন। তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সমকালীন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ঈসা ইবনে মূসা রহ.। তিনি ইমাম আবু হানীফাকে দেখিয়ে বলেন—আমীরুল মুমিনীন! ইনি হলেন বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম! আবু জাফর মানসূর তখন বললেন—নুমান! আপনি কার কাছে ইলম শিখেছেন? তখন হযরত ইমাম রহ. বলেছিলেন—

عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب عليٌ عن عليّ، وعن أصحاب عبد الله(بن مسعود) عن عبد الله، وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه.قال: لقد استوثقت لنفسك.

> আমি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলম গ্রহণ করেছি তাঁর ছাত্রদের থেকে; হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলম শিখেছি তাঁর ছাত্রদের থেকে এবং হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলম শিখেছি তাঁর শিষ্যদের থেকে। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কালে পৃথিবীতে তাঁরচে' বড় কোনো আলেম ছিল না। খলীফা আবু জা'ফর মানসূর তখন বললেন—'আপনি সুদৃঢ় পথ অবলম্বন করেছেন।'[1]

[1] তারীখে বাগদাদের সূত্রে—আবু যুহরা রহ., আবু হানীফা : হায়াতুহু ও আসরুহু—৫৯ পৃ; মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস—১৯ পৃ.।

তুলনা নয়—কথাটি স্পষ্ট করার জন্যে বলি! হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাসে হযরত ইমাম বুখারী রহ. এক দীপক ধ্রুবতারা। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সহীহ বুখারী'তে উল্লিখিত তিনজন সাহাবীর সূত্রেই বহুসংখ্যক হাদীস পত্রস্থ করেছে। কিন্তু সেইসব হাদীস তিনি কাদের কাছে শুনেছেন এবং শিখেছেন তার উদাহরণ দিই। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস—

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

এটি আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে বর্ণিত। এই হাদীসটি ইমাম বুখারী পড়েছেন তাঁর বিখ্যাত শিক্ষক হুমাইদীর কাছে। তিনি পড়েছেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরীর কাছে। সুফিয়ান সাওরী পড়েছেন ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারীর কাছে। তিনি পড়েছেন মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততাইমীর কাছে। তিনি পড়েছেন আলকামা ইবনে ওয়াককাস আললাইসীর কাছে। আর আলকামা পড়েছেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে। হযরত ওমর নবীজিকে বলতে শুনেছেন—আমল নিয়তের বিচারেই বিবেচিত হয়। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিয়ত অনুসারেই ফল লাভ করে। সুতরাং যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার লক্ষ্যে—সে যে লক্ষ্যে হিজরত করেছে তাই পাবে।

উপমা—২ :

حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ

بِنْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَم لَيْلَةً، فَقَالَ: «أَلاَ تُصَلِّيَانِ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: [وَكَانَ الإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا]

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একরাতে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ঘরে এসে আমাকে ও ফাতেমাকে বললেন—তোমরা নামাজ পড়বে না? আমি বললাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের প্রাণ তো আল্লাহর হাতে। তিনি যখন খুশি প্রাণ ফিরিয়ে দেন! তিনি তখন ফিরে গেলেন। আমাকে কিছুই বললেন না। তারপর শুনলাম—তিনি ফিরে যাচ্ছেন, স্বীয় উরুতে মৃদু আঘাত করছেন আর বলছেন—

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

মানুষ খুবই বিতর্ক প্রবণ।[১]

ইমাম বুখারী এই হাদীস কার কাছে পড়েছেন? তার উসতাদ আবুল ইয়ামানের কাছে। তিনি পড়েছেন শুআইবের কাছে। তিনি পড়েছেন ইমাম যুহরীর কাছে। তিনি পড়েছেন আলী ইবনুল হুসাইনের কাছে। তিনি পড়েছেন হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে। তিনি পড়েছেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কাছে।

উপমা—৩ : বুখারী শরীফের আরেকটি হাদীস—

حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا "

---

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস : ১১২৭।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কেবল দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রেই ঈর্ষা করা যায়। ১. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা সম্পদ দান করেছেন এবং হক পথে ব্যয় করার সামর্থ্য দিয়েছেন। ২. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞা দান করেছেন। অতঃপর সে সেই আলোকে বিচার করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়।[১]

ইমাম বুখারী এই হাদীস পড়েছেন হুমায়দীর কাছে, তিনি পড়েছেন সুফিয়ান সাওরীর কাছে, তিনি পড়েছেন ইসমাঈল ইবনে আবু খালিদের কাছে, তিনি পড়েছেন কায়স ইবনে আবু হাযিমের কাছে, তিনি ইবনে মাসউদের কাছে—রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

উল্লিখিত উপমা তিনটিতে আমরা লক্ষ করলে দেখব—ইমাম আবু হানীফা রহ. যেখানে হযরত উমর হযরত আলী এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর ইলম শিখেছেন তাঁদের ছাত্রদের থেকে সেখানে ইমাম বুখারী রহ. শিখেছেন চার কিংবা পাঁচজনের মাধ্যম হয়ে। ইলম—বিশেষ করে হাদীসের ক্ষেত্রে সূত্রের এই নৈকট্য এবং দূরত্ব অসামান্য গুরুত্বের বিষয়। ব্যক্তি ও জ্ঞানের জগতে তার মান নির্ণয়ে সূত্রের এই ব্যবধান সৃষ্টি করে আকাশ-পাতাল তফাৎ। হাদীস শাস্ত্রের সুবিখ্যাত ছয় ইমামের সঙ্গে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মর্যাদার বড় একটি তফাৎ এইখানে। মর্যাদার এই ব্যবধান জয় করার সাধ্য কার?

এখানে আমরা সবিশেষ বলতে চাই—হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর গুরুভাগ্যও ছিল অপার্থিব। দয়াময় আল্লাহ তাঁকে এমন সব উসতাদের সান্নিধ্য লাভে ধন্য করেছিলেন—যাঁদের সকলেই ছিলেন সমকালীন জ্ঞানের আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র। অধিকন্তু তাঁদের সংখ্যাও বিপুল। বলে রাখি—কোনো মনীষীকে যদি আমরা কোনো বিশ্বাস ও চেতনার মহীরুহ মানি তাহলে তাঁর সম্মানিত শিক্ষকগণকে মানতে হবে সেই জ্ঞানবৃক্ষের শেকড় কিংবা ধমনীরাজি। এই শেকড় যতটা গভীরে প্রোথিত হয় বৃক্ষ হয় ততটা বলবান এবং এর বিপুলসংখ্যা সেই বলকে করে টেকসই এবং ছায়া বিস্তারে করে শক্তিমান। এই কারণে হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে কোন ইমাম কতজন শিক্ষকের কাছে পড়েছেন এও এক আলোচিত বৈশিষ্ট্য। যেমন ইমাম শাফিঈ রহ. এর উসতাদসংখ্যা আশিজন। তাঁর উসতাদ ইমাম মালিক রহ. হাদীস পড়েছেন ৯শ উসতাদের কাছে। ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী রহ.

---

[১] সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭৩।

এর শিক্ষকসংখ্যা এক হাজার আর হাদীস শাস্ত্রের নক্ষত্রপুরুষ ইমাম বুখারী রহ. হাদীস আহরণ করেছেন এক হাজার আশিজন উসতাদের কাছ থেকে। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. পড়েছেন চার হাজার উসতাদের কাছে আর তাঁর উসতাদ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর উসতাদসংখ্যাও ছিল চার হাজার![১]

এ থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি জগতের শ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শেকড় যেমন অসামান্য গভীরে প্রোথিত তেমনি বিপুল সংখ্যায় বিস্তৃত। এতটা বিস্তৃত শেকড় নিয়ে প্রতিষ্ঠিত যে মহান মহীরুহ শতকের পর শতক ধরে উদার ছায়া আর স্থির আশ্রয় বিলিয়ে যাবেন অকৃপণ প্রাণে এই তো স্বাভাবিক! তাছাড়া এত যার শেকড় আর এতটা গভীরে প্রোথিত যার মূল কালের বালক-বাতাসের বালখিল্যতা তাঁর আঁচল ছুঁয়ে ধন্য হতে পারে কিংবা ক্ষয় হতে পারে নাদানদের অসম যুদ্ধে। অথবা কবির ভাষায়—

اذا اتتك مذمتي من ناقص

فهي شهادة لي بأني كامل

নাদান যখন নিন্দা করে—কাছে তোমার

'কামেল' আমি—সাক্ষী যেন কথা তাহার!

চার হাজার জ্ঞানসূর্যের সান্নিধ্যে দগ্ধ যাঁর মনীষা তাঁর জ্ঞানমহিমাকে হিংসা করা যায়, অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাসে তাই ঘটেছে। ইমাম আবু হানীফা রহ. দগ্ধ হয়েছেন জ্ঞানে ও গুণে। আর তাঁর জ্ঞানের আঁচল স্পর্শে অক্ষম, অক্ষম সত্যস্বীকারে—তারা দগ্ধ হয়েছে হিংসার অনলে। এই আগুন জলে নেভে না। কেবল সমাধির মৃত্তিকাই পারে এই আগুন নেভাতে। জানি না, হিংসা করে কী লাভ—তাবেঈ হওয়ার সুবাদে তিনি ইলম অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন বড় বড় তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈর সান্নিধ্যে। অধিকন্তু মক্কার পবিত্র ভূমিতে শুধু ইলমের অন্বেষায় ১৩০ হি. থেকে খলীফা মনসূর আব্বাসীর কাল পর্যন্ত প্রায় সাত বছর একাধারে কাটিয়েছেন।[২]

---

[১] মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধলবী, ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—১৭৪-১৭৫ পৃ. কাজী আতহার মুবারকপুরী, আইম্মায়ে আরবায়াহ—১০৮ পৃ. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী শাফিঈ, উকূদুল জুমান এর অনুবাদ—তাযকিরাতুন নুমান—৯৭ পৃ.।

[২] উকূদুল জুমান : ৩১২ পৃ. এর সূত্রে মাওলানা হাবীবুর রহমান আজমী, মাকালাতে হাবীব—৩ : ১২০।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সেকালের প্রথা মাফিক হজের মৌসুমে সারা পৃথিবীর তারকা-মুহাদ্দিসগণ এসে সমবেত হতেন কাবার প্রাঙ্গনে। ইমাম আবু হানীফা রহ. একাধারে প্রায় সাত বছর পবিত্র মক্কায় থেকে এবং জীবনে ৫৫ বার পবিত্র হজ করে হাদীসশাস্ত্রের এই তারকা মনীষীদের জ্ঞান আহরণ করেছেন অবিশ্রান্ত সাধনায়। এভাবে হাদীসের প্রতি আত্মার আকুলতা আর অভ্যস্ত সাধনায় তিনি নিজেকে নির্মাণ করেছিলেন তিলে তিলে।

এই সনদ কোথায় পাবে

এ সুবাদে ইমাম মিসয়ার ইবনে কিদাম রহ. এর বাণীটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাদীসশাস্ত্রের মানিত অগ্রপথিক আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম শু'বা রহ. এই মিসয়ারকে তাঁর অসামান্য স্মৃতিশক্তি এবং নিখুঁত প্রজ্ঞার কারণে 'মুসহাফ' লিখিতগ্রন্থ—বলে ডাকতেন।[১]

উসূলে হাদীসের সন্ধানপুস্তক 'আলমুহাদ্দিসুল ফাসিল' এর লেখক হাফেযে হাদীস আল্লামা রামাহুরমুজী রহ. লিখেছেন—ইমাম শু'বা এবং সুফিয়ান সাওরীর মাঝে যখন কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে মতভিন্নতা হতো তখন তারা বলতেন—

اذهب بنا إلى الميزان مسعر

আমাদেরকে হাদীসশাস্ত্রের নিক্তি মিসয়ার ইবনে কিদামের কাছে নিয়ে চলো।

মনে রাখবার কথা হলো—হযরত ইমাম শু'বা এবং ইমাম সুফিয়ান সাওরী হাদীসশাস্ত্রের সর্বোচ্চ উপাধি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস—এ ভূষিত এবং সর্বজন মানিত। তাঁরা বলছেন মিসয়ার হাদীসশাস্ত্রের নিক্তি। আর সেই মিসয়ার বলেছেন—

طلبت مع أبي حنيفة الحديث فغلبنا، وأخذنا في الزهد فبرع علينا

وطلبنا معه الفقه فجاء ما ترون.

আমি ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে হাদীস পড়েছি। তিনি আমাদের উপর বিজয়ী হয়েছেন। যুহদ ও পরহেজগারীতে নিমগ্ন হয়েছি।

[১] তাযকিরাতুল হুফফায—১ : ১৮৮।

তিনি আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর সঙ্গে ফেকাহ শাস্ত্রে ছাত্র হয়েছি। এই শাস্ত্রে তাঁর অধিষ্ঠান তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ।[১]

রিজাল শাস্ত্রের প্রধান ও প্রথম চার ইমামের প্রথম ব্যক্তি শু'বা রহ.। প্রায় চারশ তাবেঈর সরাসরি হাদীসের ছাত্র। সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারকের মতো হাদীস শাস্ত্রের সম্রাটগণ তাঁর ছাত্র। সুফিয়ান সাওরী তাঁকে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস—হাদীসশাস্ত্রের সম্রাট বলতেন।

ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন, এগারশ মুহাদ্দিসের কাছে আমি হাদীস পড়েছি কিন্তু সুফিয়ান সাওরীর চাইতে শ্রেষ্ঠ কাউকে পাই নি।[২]

এই হযরত শু'বা ও হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. যাঁকে হাদীসশাস্ত্রে বিচারের নিক্তি হিসাবে স্বীকার করছেন সেই মিসয়ার ইবনে কিদাম রহ. যখন অকুণ্ঠ চিত্তে ঘোষণা করছেন—হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. শিক্ষাজীবনেই আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন তখন মানতেই হয়—হযরতুল ইমাম শুধু ফেকাহ নয়—হাদীসশাস্ত্রেও ছিলেন মানিত সম্রাট!

যাদের সান্নিধ্য তাঁকে আসীন করেছিল মহাকালের সম্রাটরূপে; যাঁদের জ্ঞানরস শুষে পত্রপল্লবিত হয়েছিল তাঁর ছায়াপ্রসারিত মহীরুহ তাঁদেরকে জানতে পারলে আরো ভালো করে জানা যায় তাঁকে। চারহাজার মহান শিক্ষকের জীবনপাতা উল্টে দেখা তো সহজ নয়। তবু উপমা স্বরূপ কয়েকজন সম্পর্কে ঈষৎ আলোকপাত করছি এখানে।

ইমাম শা'বী রহ.

নাম আমের ইবনে শারাহীল। কারও কারও মতে হিজরী ২১ সালে জন্মগ্রহণ করেছেন। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামল। তাবেঈ ইমামগণের অন্যতম। ওফাত ১০৩ হিজরী। হাফেয যাহাবী রহ. লিখেছেন—শা'বী রহ. পাঁচশ সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, ইমরান ইবনে হুসাইন, জারীর ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং মুগীরা

[১] ইমাম যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা রহ. ৩৮ পৃ.; মাকানাতে হানীফা—৩ : ১১১।

[২] আল্লামা খালেদ মাহমূদ, আসারুল হাদীস—২: ২৯৭, ২৮৪।

ইবনে শু'বা রাদিয়াল্লাহ আনহুমের মতো প্রখ্যাত সাহাবীগণের ছাত্র। হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলম আহরণ করেছেন সরাসরি তাঁর হাতেগড়া সোনার কাফেলা সাহাবায়ে কেরাম থেকে। অতঃপর সেই সোনালী অনন্যতায় নির্মাণ করেছেন তার তাবেঈ সত্তা। জ্ঞানের অনন্য বৈশিষ্ট্যে ছড়িয়ে পড়েছে নাম। আরেক খ্যাতিমান তাবেঈ মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেছেন—আমি যখন কুফায় আসি দেখি—শা'বীর বিরাট পাঠশালা! অথচ তখনও বিপুল পরিমাণ সাহাবী জীবিত।[১]

ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন, আলেম হলেন চারজন। মদীনা মুনাওয়ারায় সাঈদ, কুফায় শা'বী, বসরায় হাসান বসরী আর সিরিয়ায় মাকহুল। মর্যাদার জন্যে আর কী চাই। হাদীসশাস্ত্রের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব—যাঁর তত্ত্বাবধানে সংকলিত হয়েছে জ্ঞানের এই মহান আধার তিনি বলছেন—জগতের শ্রেষ্ঠ চার আলেমের একজন হযরত শা'বী রহ.। সায়্যিদুনা আবু হানীফা রহ. হাদীস পড়েছেন তাঁর কাছেই। বরং হাদীস পাঠের প্রতি তাঁকে সর্বপ্রথম শা'বী রহ.ই উৎসাহিত করেন। ইমাম শা'বীর চর্চার মূল বিষয় ছিল হাদীস পঠন ও পাঠন। ইমামুল হুফফায শু'বা রহ. ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইয়াজিদ ইবনে হারুন এবং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. এর উসতাদ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আসিম আলআহওয়াল রহ. বলেছেন—

ما رأيت احدا اعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي.

> কুফা বসরা এবং হেজাজের মুহাদ্দিসগণ বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে ইমাম শা'বীর চাইতে বড় আলেম আমি আর কাউকে দেখি নি।

আমের শা'বীর সান্নিধ্যে থেকেই হাদীসের জ্ঞান আহরণ করেছেন ইমাম আবু হানীফা রহ.। আর শা'বী রহ. কি বলেছেন—সেও স্মরণের স্বর্ণসিন্দুকে তুলে রাখার মতো। বলেছেন—

انا لسنا بالفقهاء ولكنا سمعنا الحديث فرويناه الفقهاء

[১] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা—৪: ২৯৪; ফিকহু আহলিল ইরাক—১৩৬; আসারুল হাদীস—২ : ২৫৪।

> আমরা ফকীহ নই। তবে কথা হলো কি, আমরা হাদীস শুনেছি আর ফকীহদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।

কারা সেই ফকীহ যাঁদের কাছে হাদীস পৌঁছে দিয়েছেন ইমাম শা'বী রহ.! নিশ্চয় সেই তালিকার অগ্রে যিনি তিনিই ইমাম আবু হানীফা। শা'বী পাঁচশ সাহাবীর সান্নিধ্যে থেকে ইলমের যে সুধা সঞ্চয় করেছিলেন ইমাম আবু হানীফা শা'বী থেকে তা শুষে নিয়েছিলেন অপার সন্তর্পনে।

এ শুধুই নসিবের কারিশমা![১]

আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ.

ওফাত ১১৪ হি.। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অন্যতম প্রধান উস্তাদগণের একজন। তিনি শতাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎলাভে ধন্য ছিলেন।

তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইমাম যুহরী, ইমাম আওযাঈ ও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতো নক্ষত্র উলামা তাঁর ছাত্র। তাঁর সূত্রে ইমাম বুখারী ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিযী ইমাম নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজা রহ. সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে হাদীস সংকলন করেছেন। ইমাম বুখারী তো স্বীয় সহীহ গ্রন্থে তাঁর নানা অভিমতও উল্লেখ করেছেন।

জ্ঞানের উচ্চতা ছিল অসামান্য। একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় আগমন করেন। লোকজন এসে তাঁকে নানা মাসআলা জিজ্ঞেস করে। তখন তিনি বলেন—

تجتمعون على وعندكم عطاء

> মাসআলা জানার জন্যে তোমরা আমার কাছে আসছ! অথচ তোমাদের মাঝে আতা ইবনে আবি রাবাহ আছেন।

একই কথা বলতেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুও। আর উমাইয়া শাসনামলে তো রীতিমতো সরকারিভাবে ঘোষণা করা হতো—

[১] ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—১৬৯ পৃ.: আসারুল হাদীস—২ : ২৫৫।

لا يفتي الناس في الحج إلا عطاء

হজ সম্পর্কে আতা ছাড়া আর কেউ মাসআলা বলবে না।

মহান এই তাবেঈ এবং হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের অনন্য এই সম্রাটের চোখে শিষ্য আবু হানীফা কেমন ছিলেন—মুহাদ্দিস হারিস ইবনে আবদুর রহমান বলেন, আমরা হযরত আতা ইবনে আবি রাবাহ এর মজলিসে বসা থাকতাম। এরই মধ্যে যখন আবু হানীফা আসতেন আতা তার জন্যে জায়গার ব্যবস্থা করতেন এবং তাঁকে পাশে ডেকে বসাতেন।

সহজ কথায় ঐশী জ্ঞানের যে মহান ধন লাভ করেছিলেন প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; অতঃপর তা প্রাণের সিন্দুকে সংরক্ষণ করেছিলেন তাঁর সম্মানিত সহচরগণ, মক্কার পবিত্র হেরেমে বসে সেই ধন সঞ্চয় করেছেন আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ.। ভাগ্যবান আবু হানীফা রহ.। শতাধিক সাহাবীর জ্ঞানরস এবং হাদীসভাণ্ডার তিনি আহরণ করেছেন হযরত আতার হৃদয় থেকে। ফাজাযাহুল্লাহু খায়রান।[১]

আবু আবদুল্লাহ নাফে রহ.

ওফাত ১১৮ হি.। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর আজাদকৃত গোলাম। তাঁর ইলমের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী। তাছাড়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত রাফে ইবনে খাদীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ বহুসংখ্যক সাহাবীর ছাত্র। পক্ষান্তরে মক্কাবাসীর সমকালীন ইমাম ইবনে জুরাইজ রহ. সিরিয়াবাসীর ইমাম আওযাঈ রহ. মদীনাবাসীর ইমাম মালিক রহ. মিশরবাসীর ইমাম লায়স ইবনে সা'দসহ ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতো তারকাগণ তাঁর ছাত্র। সহীহ বুখারীকে যেমন আসাহহুল কুতুব—হাদীসের সর্বাধিক বিশুদ্ধগ্রন্থ বলা হয় অনুরূপভাবে مالك عن نافع عن ابن عمر কে বলা হয় 'আসাহহুল আসানীদ'—সর্বাধিক বিশুদ্ধ সনদ।

[১] তাযকিরাতুন নুমান—১৭১ পৃ.; আসারুল হাদীস—২ :২৬০; ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—২৩৫ পৃ.; ড. মুহাম্মদ কাসিম আবদুহু আলহারেসী, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বায়নাল মুহাদ্দিসীন—৭৭ পৃ.।

নাফে রহ. বলেছেন, তিরিশ বছর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সান্নিধ্যে ছিলাম। আর ইবেন ওমর ছিলেন নবীজির সুন্নাতের অনুসরণে সর্বাধিক যত্নবান বলে বিখ্যাত! অন্যদিকে হযরত ইবনে ওমর নাফেকে তাঁর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'বিশেষ দান' বলতেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ খলীফা হওয়ার পর নাফেকে মিশরের শিক্ষক করে পাঠান।[১]

হযরত নাফে রহ. তিরিশ বছর হযরত ইবনে ওমরের সঙ্গে থেকে তিনে তিনে সঞ্চয় করেছেন যে জ্ঞানভাণ্ডার, আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীস হযরত আবু হুরায়রা ও উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা এবং উম্মে সালামা থেকে আহরণ করেছেন যে নববী বাণী ও শিক্ষা ইমাম আবু হানীফা সেই সব সুধা শুষে নিয়েছেন হযরত নাফে রহ. থেকে। হাদীসের বিখ্যাত সকল গ্রন্থই অলঙ্কৃত এই নাফের নামে। কী বুখারী কী মুসলিম আর কী মুয়াত্তা—নাফে আন ইবনি ওমর—ছাড়া সবই যেন ফিকে।

আবূ ইসহাক আসসাবিঈ রহ.

নাম আমর ইবনে আবদুল্লাহ। ওফাত ১২৭ হি.। প্রখ্যাত সাহাবী যায়েদ ইবনে আরকাম, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আদি ইবনে হাতিম, জাবের ইবনে সামুরা, জারীর বাজালী এবং বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অনেক সাহাবীর ছাত্র। তিনশর অধিক তাঁর হাদীসের শিক্ষক। তন্মধ্যে সাহাবী আটত্রিশজন। কাতাদা, সুলায়মান তাইমী, ইমাম আ'মাশ, শু'বা, সুফিয়ান সাওরী, যায়েদা, শরীক এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার মতো তারকা মুহাদ্দিসগণ তাঁর ছাত্র। ইমাম আবু দাউদ তায়ালিসী রহ. বলেছেন, আমরা হাদীস পেয়েছি চার ব্যক্তির মাধ্যমে। ইমাম যুহরী কাতাদা আবু ইসহাক সাবিঈ এবং ইমাম আ'মাশ রহ.। তিনি আবু ইসহাক সাবিঈ সম্পর্কে আরও বলেন—

اعلم بحديث علي وابن مسعود

[১] সিয়ারু আলামিন নুবালা, তাযকিরাতুল হুফফাজ ও তাহযীবুত তাহযীবসহ প্রভৃতি গ্রন্থের সূত্রে—আসারুল হাদীস—২ : ২৬১; ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—২৩৫; মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বায়নাল মুহাদ্দিসীন—৭৯ পৃ.।

হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে সবচে' ভালো জানতেন আবু ইসহাক।

স্মরণযোগ্য কথা হলো—হাদীসশাস্ত্রের উল্লিখিত চার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের সকলেই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর উসতাদ।[১] তারপরও কেউ যদি মনে করে ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীসজগতের উল্লেখযোগ্য কেউ ছিলেন না—তাহলে তার মস্তিষ্ক সম্পর্কে সন্দেহ না করে উপায় থাকে কি?

ইমামুল হারাম আমর ইবনে দীনার রহ.

প্রখ্যাত তাবেঈ। ওফাত লাভ করেছেন ১২৬ হি. সালে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের, আবু হুরায়রা এবং হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর মতো খ্যাতিমান সাহাবীগণের ছাত্র। পক্ষান্তরে তাঁর ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা, সুফিয়ান সাওরী, হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইবনে জুরাইজ, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান, ইমাম আওযাঈ এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার মতো জগদ্বিখ্যাত নক্ষত্রগণ।

রিজালশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. বলেন—আমাকে হযরত শু'বা নিজে বলেছেন—আমর ইবনে দীনারের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস আর দেখি নি। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না রহ.—বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস যাঁর সনদে বর্ণিত তিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা এই একটিমাত্র কথা বলে আমাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিলেন—

هذا أعلمهم بحديث عمرو بن دينار

আমর ইবনে দীনারের হাদীস সম্পর্কে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সবচে' বড় জান্তা এই সুফিয়ান .....'

ইমাম বুখারীর উসতাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ. বলেছেন—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন তাঁর ছয় শিষ্য। যথা—সাঈদ ইবনে জুবায়ের, আতা ইবনে আবু রাবাহ, ইকরিমা, জাবের, যায়েদ এবং তাউস। এই ছয় মনীষীর ইলমের উত্তরাধিকারী হয়েছেন হযরত আমর ইবনে দীনার রহ.। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস পড়েছেন এই আমর ইবনে দীনারের কাছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, হাদীসের বিখ্যাত ছয় ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজা—সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে আমর ইবনে দীনারের সূত্রে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন।[১]

[১] আসারুল হাদীস—২ : ২৬৩; ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—২০৯ পৃ.; মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বায়নাল মুহাদ্দিসীন—৮০॥

আবুয যুবায়ের মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম আল মাক্কী রহ.

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট উসতাদ। ওফাত : ১২৬ হি.। ইতোপূর্বে আমরা আতা ইবনে আবু রাবাহ রহ. এর ব্যক্তিত্বের কথা বলে এসেছি। তিনি হাদীসশাস্ত্রের এই মহান ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমের প্রশংসায় বলেছেন—আমরা সকলে মিলে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রহ. এর কাছে হাদীস পড়তে যেতাম। পড়ার পর ঘরে এসে পরস্পর পাঠ পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখতাম হাদীস সবচে' বেশি মুখস্থ থাকত আবুয যুবায়েরের। ইমাম আইয়ুব আসসাখতিয়ানী তার সনদে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে পরে বলতেন—এই হাদীস আমাদেরকে আবুয যুবায়ের বর্ণনা করেছেন। আর আবুয যুবায়ের তো আবুয যুবায়েরই! সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে প্রখ্যাত চার আবদুল্লাহর চারজনই তাঁর শিক্ষক। তাছাড়া হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা, হযরত জাবের এবং হযরত আবুত তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর গুণমান ছাত্র ছিলেন তিনি।

আর তাঁর শিষ্যত্বের তালিকা উজ্জ্বল করেছেন হাদীস জগতের বিদিত নক্ষত্র ইমাম যুহরী, ইমাম আ'মাশ, হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলআনসারী, সুফিয়ান সাওরী এবং সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার মতো ব্যক্তিগণ। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর বিশিষ্ট ছাত্র তিনি। হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা রহ. হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসের বেশির ভাগ তাঁর কাছেই পড়েছেন এবং

[১] আসারুল হাদীস—২ ; ২৬৩; ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—২৩৯-২৪১ পৃ.॥

তাঁর সনদেই বর্ণনা করেছেন। কিতাবুল আছার-এ ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এইভাবে লিখেছেন—

أبو حنيفة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم[১]

হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের অবিসংবাদিত সম্রাটগণের পরশে বড় হয়েছেন ইমাম আবু হানীফা রহ.। এই সম্রাটগণের তালিকাও অনেক দীর্ঘ। আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. তো বলেছেন—

له أربعة آلاف شيخ من التابعين، فما بالك بغيرهم

তাঁর তাবেঈ উসতাদই ছিলেন চার হাজার। অন্য উসতাদের সংখ্যা কত হবে ভেবে দেখ।[২]

ইবনে হাজার মক্কী জগদ্বিখ্যাত শাফিঈ আলেম। সুতরাং তার কথার গুরুত্ব আছে। আরেক খ্যাতিমান শাফিঈ মুহাদ্দিস ও সব্যসাচী লেখক ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিখ্যাত উস্তাদগণের তালিকা দিতে গিয়ে ৭৬ জনের নাম উল্লেখ করেছেন।[৩]

সুতরাং এ এক অন্তহীন দরিয়া। জগতে খুব কম ভাগ্যবানই সৌভাগ্যের এতটা বর্ষণে সিক্ত হতে পেরেছেন। সেইসব মহামতি শিক্ষকদের জ্ঞানধারা তাঁর জীবনে এসে সৃষ্টি করেছিল এক অপার সমুদ্র। সেই সমুদ্র যেমন অগণিত তৃষিতকে তৃপ্ত করে অবারিত হাতে তেমনি বয়ে চলে শ্রেষ্ঠধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের স্মারক হয়ে। আর গেয়ে যায় নিত্য সংকটের দীপ্ত সমাধানের গজল। পবিত্র ধর্ম ইসলামের চিরতরুণ ও নিত্যসবুজ এই বৈশিষ্ট্য এক আবু হানীফায় এসে যেভাবে হাজার বছর ধরে দীপ ছড়িয়ে চলেছে—এতো তাঁর তারকাতুল্য শিক্ষকগণের অকৃপণ জ্ঞানের ফসল। নমুনা হিসাবে কয়েকজনের মুখ আমরা তুলে ধরেছি এখানে। রচনার ক্ষুদ্র আয়তনে তারকার বিশাল মেলার অবকাশ কোথায়। আর দুইজন উস্তাদের কথা বলেই এই অধ্যায়ের ইতি টানব।

---

[১] ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—২৪২; ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস—১৯৮ পৃ.।

[২] আলখায়রাতুল হিসান, মাওলানা আশেক ইলাহীর তা'লীকসহ—৫০ পৃ.।

[৩] তাবয়ীযুস সহীফা—২১ পৃ.।

ইমাম যুহরী রহ.

ওফাত ১২৪ হি.। শুরুতে সহীহ বুখারী থেকে যে তিনটি হাদীস আমরা উদ্ধৃত করেছি এই তিনটির দুটির সনদেই ইমাম যুহরীর নাম রয়েছে। তাঁকে 'আলামুল হুফফাজ' হাফেযে হাদীসগণের মধ্যেও সেরা বলা হতো। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, সাহ্ল ইবনে সাদ এবং আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুমসহ অনেক বড় বড় তাবেঈর ছাত্র। সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. এর সান্নিধ্যে প্রায় আট বছর থেকেছেন। ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিক ও ইমাম আওযাঈর মতো নক্ষত্রগণ তাঁর ছাত্র। ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ. বলেন—

لم يبق أحد أعلم بسنة ماضية من الزهري

অতীত সুন্নত সম্পর্কে যুহরীর চাইতে ভালো জানে এমন কেউ বেঁচে নেই।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ রহ. এর আদেশে হাদীস সংকলনে মনোনিবেশ করেছেন। সংকলনের পর সংকলন করে খলীফার সমীপে প্রেরণ করেন। খলীফা তাঁর শাসনাধীন বিভিন্ন শহরে তা প্রেরণ করেন। এভাবে সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংকলনের মহতি প্রয়াসে ইমাম যুহরী কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেন।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী রহ. বলেছেন—ছেকা ও নির্ভরযোগ্য রাবীদের ইলম হেজাজে যুহরী ও আমর ইবনে দীনার, বসরায় কাতাদা ও ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর, কুফায় আবু ইসহাক সাবিঈ ও আ'মাশের বাইরে নয়। অধিকাংশ সহীহ হাদীস এই ছয় রাবীর বাইরে যায় না।

আমাদের জানা মতে উল্লিখিত ছয়জনের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর ছাড়া অবশিষ্ট পাঁচজনের কাছেই ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস পড়েছেন। উকূদুল জুমানে তাঁদের নাম সংরক্ষিত আছে।

মিশরের ইমাম হযরত লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন—আমি ইমাম যুহরীর মতো এতটা বিপুল জ্ঞানের অধিকারী কাউকে দেখি নি। তারগীব ও তারহীব বিষয়ক হাদীস হোক, আরব বংশ কেন্দ্রিক বর্ণনা হোক, কোরআন সুন্নাহর কথা হোক কিংবা হালাল-হারামের বিধান হোক—দেখেছি সবই তার নখদর্পনে; সবকিছুতেই তিনি অগ্রণী! ইমাম যুহরী নিজেই বলেছেন—

ما استودعت قلبي شيئا فنسيته

এমন হয় নি—আমি আমার মনের সিন্দুকে কিছু সংরক্ষণ করেছি তারপর তা ভুলে গেছি।

স্মৃতির এই শাণিত বলেই তিনি ছিলেন কালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। আমর ইবনে দীনার বলেছেন—

ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري

হাদীসের হুবহু বর্ণনায় যুহরীর চাইতে শক্তিমান কাউকে দেখি নি।

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শাণিত স্মৃতি আর প্রতীক্ষিত ভবিষ্যতের জন্যে তো এমন শিক্ষকের সান্নিধ্যই কাম্য ছিল। দয়াময় প্রভুর অপার কৃপায়, সেই ধনে ধন্য হয়েছেন আমাদের ইমাম রহ.।[১]

হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান

এই সব নক্ষত্রসম মনীষীগণের জ্ঞানঝর্ণায় স্নাত হলেও ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত যার নাম—তিনি হলেন হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রের অনন্য ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান রহ.। ১২০ হিজরি সনে তাঁর ওফাত হয়। সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ছাত্র। ইবরাহীম নাখাঈ রহ. এর কাছে ফেকাহ পড়েছেন। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা ও সুফিয়ান সাওরী রহ. তাঁর হাদীসের ছাত্র।

ইবরাহীম নাখাঈ রহ. ছিলেন হযরত আলকামা ও মাসরূক রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র। ওফাত ৯৬ হি.। বিখ্যাত তাবেঈ। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ইলমী আসনে সমাসীন হন অসামান্য দক্ষতায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস যেমন কুফাবাসীকে বলতেন—তোমাদের মাঝে সাঈদ ইবনে জুবায়ের [ওফাত : ৯৫ হি.] থাকতে আমাকে মাসআলা জিজ্ঞেস কর কেন? তেমনি সাঈদ ইবনে জুবায়ের রহ. বলতেন—তোমাদের মাঝে ইবরাহীম নাখাঈ থাকতে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?

[১] ড. খালেদ মাহমূদ, আসারুল হাদীস—২ : ২৬১; সুয়ূতী, তাবঈযুস সহীফা—আশেক এলাহী বারনীর টীকাসহ—৩৮-৩৯ পৃ.।

হযরত হাম্মাদ রহ. পরবর্তী সময়ে এই ইবরাহীম নাখাঈর আসনে সমাসীন হন। আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এই মাসউদী আসন অলঙ্কৃত করেন হযরত হাম্মাদের ওফাতের পর! হযরত হাম্মাদের সনদে ইমাম মুসলিমও তদীয় সহীহ গ্রন্থে হাদীস সংকলন করেছেন।[১]

ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ বলেন : ইমাম আবু হানীফা রহ. চার হাজার হাদীস বর্ণনা করতেন। এর মধ্যে দুই হাজার হযরত হাম্মাদ রহ. থেকে আর অবশিষ্ট দুই হাজার অন্য সকল উসতাদের সূত্রে।[২]

সারকথা, ইমাম আবু হানীফা রহ. বেড়ে উঠেছেন তারার মেলায়। জ্ঞানের আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের হিরক পরশে কেটেছে তাঁর শিক্ষাজীবন। অতঃপর এই আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে ওই যে জ্বলেছেন—আজো জ্বলছেন সমান আলো ছড়িয়ে। যেমন গাছ তেমন ফল কিংবা যেমন গুরু তেমন শিষ্যের প্রচলিত প্রবাদ এতটা দীপিত রূপে ইতিহাসে হাসতে পেরেছে তার উপমা আমরা আর কোথায় খুঁজব!? অতঃপর তাঁর পরশে এসে হীরা হয়েছেন যারা সেও আরেক বিস্ময়! যখন ভাবি—এই আবু হানীফা আমাদের ইমাম—বুকটা গর্বে গৌরবে তৃপ্তিতে আস্থায় আকাশ ছুঁয়ে যায়। নাদান বালকদের উড়ন্ত ধুলো পড়ে থাকে পায়ের নিচে। ফাজাযাহুল্লাহ আহসানা মা ইয়াজযি বিহি ইবাদাহুস সালিহীন। আমীন!!

ফলেই যখন বৃক্ষের পরিচয়

হাদীসশাস্ত্রের নক্ষত্রপুরুষ ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন—

لا أحصي ما دخلت الكوفة في طلب الحديث

হাদীস আহরণের উদ্দেশ্যে আমি কুফা নগরে কতবার গিয়েছি বলতে পারব না।[৩]

হাদীসশাস্ত্রের এই সাধক ইমাম যে শহরে বারবার ফিরে আসেন সেই শহরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ.। এভাবেও বলতে পারি—যে শহরের প্রথম শিক্ষক প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম—১৪১; আসারুল হাদীস—২ : ২৫৭।
[২] ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস :২০১।
[৩] ফিকহু আহলিল ইরাক ... : ১৪৭ পৃ.।

ওয়াসাল্লাম এর প্রিয়সঙ্গী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই শহরের এবং সেই কুরসীর চতুর্থ শিক্ষক ইমাম আবু হানীফা রহ.! হাদীস ও ফেকাহ উভয় শাস্ত্রে এই মহান ইমামের ব্যক্তিভুবনে প্রবেশের আগে তাঁকে বাইরে থেকে আরেকবার দেখে নিতে চাই। কথায় আছে—'ফলেই বৃক্ষের পরিচয়।' ইমাম আবু হানীফার বৃক্ষসত্তা, তাঁর নির্মাণ বৃত্তান্ত এবং গভীরে প্রোথিত শেকড় সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করেছি! এখন আলোচনা করতে চাই সেই ছায়াপ্রসারিত মহান মহীরুহের ফুল ও ফল সম্পর্কে।

আমরা জেনে এসেছি ইমাম আবু হানীফা রহ. ইলম আহরণ করেছিলেন চার হাজার উসতাদের কাছ থেকে। জগতের সেরাদের সঞ্চিত জ্ঞানরস শুষে যখন বসেছেন শিক্ষকতার মহান কুরসীতে তখন আহরিত ঐশী জ্ঞানের বিমল জ্যোতি আর মদির সৌরভ আলোকিত সুরভিত করেছে চারপাশ। আলোর টানে আর সৌরভের মোহন আকর্ষণে চাতকের মতো ছুটে এসেছে তৃষ্ণাকাতর শিক্ষার্থীর কাফেলা। তাঁদের সংখ্যা কত—নির্ণয় করা কঠিন।

ড. মুহাম্মদ কাসেম আবদুহু আলহারেসী! একালের গবেষক। পাকিস্তানের জামিয়াতুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া থেকে ডক্টরেট করেছেন। তাঁর অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল—

مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين

সরল কথায়—ইমাম আবু হানীফা ও হাদীসশাস্ত্র!

তিনি প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার এই গবেষণাপত্রে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিষ্যদের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার এক নাতিদীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করার পর লিখেছেন—

> يتبين لنا ان مأة رجل من الثقات او يزيد رووا عن الإمام الأعظم—رحمه الله تعالى—وهم من الثقات الذين لم يقدح فيهم أحد من الثقات المعروفين، بل كلهم قيل فيهم : ثقة، واغلبهم من الثقات الحفاظ الأعلام

আমাদের কাছে স্পষ্ট—একশ কিংবা তারও বেশি এমন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাঁদের কারো সম্পর্কেই পরিচিত নির্ভরযোগ্য

কোনো ইমাম নেতিবাচক সমালোচনা করেন নি। বরং তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই বলা হয়েছে—সেকা—নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। আর তাঁদের অধিকাংশই বিশ্বস্ত বিশিষ্ট হাফেযে হাদীস ...।[১]

হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কে যার সামান্যতম পড়াশোনা আছে তিনি বুঝবেন— একশরও বেশি যাঁর বিশিষ্ট মানিত ও হাদীসশাস্ত্রে 'হাফেয' উপাধিতে ভূষিত ছাত্র আছে– তাঁকে এই শাস্ত্রের অগ্রপথিক না মানার অর্থ নিজের মস্তিষ্ক সম্পর্কে অন্যের মনে সংশয় উৎপাদন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাস্যকর হলেও সত্য—ইতিহাসের কতিপয় মেধাবী মানিক এই কর্মটি করেছেন! বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে আমরা উপমা হিসাবে এখানে ইমাম আজম রহ. এর কয়েকজন শিষ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি!

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.

নাম ইয়াকুব। উর্ধ্বতন চতুর্থ পুরুষ সাদ ইবনে বুজায়র রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন প্রিয় নবীজির সাহাবী। ওহুদ যুদ্ধের দিন নবীজির সামনে তাঁকে উপস্থিত করা হলে ছোট বলে ফিরিয়ে দেন। ইমাম আবু ইউসুফ জন্মগ্রহণ করেছেন কুফায় ১১৩ হিজরিতে। তাবেঈনের এক কাফেলা তাঁর শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রহ. ছাড়াও হিশাম ইবনে উরওয়া, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আ'মাশ, আতা ইবনুয যারির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাগাজির প্রখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকও তাঁর উসতাদ। তার ছাত্রসংখ্যাও প্রচুর। তন্মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, বিশর ইবনুল অলিদ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম মুহাম্মদের মতো তারকা ব্যক্তিরাও রয়েছেন।[২]

দীর্ঘ সতের বছর থেকেছেন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সান্নিধ্যে। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের বিখ্যাত তিন ইমাম—ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইয়াহইয়া ইবেন মাঈন ও আলী ইবনুল মাদিনী রহ.—তাঁকে সেকা—

---

[১] মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বায়নাল মুহাদ্দিসীন—১৮৯ পৃ.।

[২] হাফেয যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা ওয়া সাহিবাইহি—আল্লামা যাহেদ কাওসারীর টীকাসহ : ৪৯-৫২ পৃ.।

নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস মনে করতেন। তাঁদের তিনজনের প্রথম দুইজন তো ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র আর তিনজনই ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উসতাদ। হাফেয যাহাবী রহ. তাকে হাফিযুল হাদীসগণের মধ্যে গণ্য করেছেন। তাছাড়া হাদীসশাস্ত্রে শুদ্ধাশুদ্ধির ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বিচারক মানতেন সেই ইমাম আহমদ বলেছেন—'আমার ভেতর যখন হাদীস শেখার প্রেরণা সৃষ্টি হয় সর্বপ্রথম আমি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর সান্নিধ্যে যাই।' এ থেকে অনুমিত হয় হাদীসশাস্ত্রে তাঁর খ্যাতি ও মর্যাদা কোথায় ছিল! ইমাম নাসাঈ ও ইমাম বায়হাকী রহ. তাঁকে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস বলেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন [হি. ২৩৩] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সমকালীন অন্যতম নক্ষত্র মনীষী। তাঁর ছাত্রদের তালিকায় রয়েছেন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আবু যুরয়ার মতো হাদীসের মানিত ইমামগণ। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন—আমাদের মধ্যে রিজালশাস্ত্র—মুহাদ্দিসগণের জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন।

ইমাম বুখারীর একান্ত কাছের উসতাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ. বলেছেন—

لا نعلم أحدا من لدن ادم عليه السلام كتب من الحديث ما كتب

يحى بن معين

> হযরত আদম আ. থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের সমান হাদীস লিখেছেন এমন কাউকে আমরা জানি না।

তাই ইমাম আহমদ বলেছেন—

> ইয়াহইয়া যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয়।

ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন—

> আমি আমাকে আর কোনো আলেমের সামনে এতটা ক্ষুদ্র ভাবি নি যতটা ক্ষুদ্র ভেবেছি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের সামনে।

এই ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. শুধু ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্রই ছিলেন না—তাঁকে হাদীসের ইমাম মনে করতেন এবং ফকীহগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী এবং 'আসবাত ফিল হাদীস' বলতেন। মজার বিষয় কি—'ইমাম বুখারী যার সামনে এসে নিজেকে অতি তুচ্ছ মনে করতেন, ইমাম আহমদ যেখানে বলেছেন—ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই নয়—সেই ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন হানাফী ফেকাহর অনুসারী ছিলেন এবং ইমাম আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন।[1]

এই ইমাম আবু ইউসুফ রহ. যাঁর দীর্ঘ সতের বছর অবিরাম তত্ত্বাবধানের ফসল সেই স্বর্ণপ্রসবী বৃক্ষের নামই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ইমাম আবু হানীফা রহ.! অতঃপর তাঁদেরই আমরণ সাধনার নির্যাসিত ফল হানাফী মাজহাব। সুতরাং তারপরও কি বলা যাবে—হানাফী মাজহাব হাদীসঘনিষ্ট নয়? ইনসাফ ও সততা আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় নেয়ামত।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.

হাদীসশাস্ত্রে সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস—হাদীসসম্রাট! আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. (হি. ১১৮-১৮১) সেই মহাজ্ঞানী সম্রাটগণের অন্যতম। শাস্ত্রীয় ধারণা যাঁদের আছে, তাদের কাছে ইবনুল মুবারকের মর্যাদা প্রমাণের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট—হাদীসশাস্ত্রের তারকা মনীষী সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা, ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে বিশ্বস্ত ইমাম মেনেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন—ইবনুল মুবারকের কালে তাঁরচে' অধিক হাদীস পিপাসু কেউ ছিল না।

হাদীসশাস্ত্রের আরেক প্রবাদপ্রতীম সম্রাট শু'বা রহ.। রিজাল শাস্ত্রের প্রথম ইমাম শু'বা। চারশর মতো তাবেঈর শিষ্য। সুফয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারকও তার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইরাকে হাদীসের জোতি ছড়িয়েছে তাঁর মাধ্যমেই। তিনি বলেছেন—ইবনুল মুবারকের মতো কেউ আমাদের কাছে আসে নি। জগত আলোকরা মুহাদ্দিস ও ওলি ফুযায়েল ইবনে ইয়াজ রহ. বলেছেন—ইবনুল মুবারক রহ. চলে গেছেন, কিন্তু তার

[1] মারবিসালাতুল মুসতাতরিফা ১০৫ পৃষ্ঠা এর সূত্রে, আসারুল হাদীস—২ : ২৮৬-২৮৭ ও ৩০০ পৃ.।

মতো আর কাউকে রেখে যান নি। আবু ইসহাক ফাযারীর মতো মুহাদ্দিস বলেছেন—ইবনুল মুবারক ছিলেন ইমামুল মুসলিমীন।

ইসমাঈল ইবনে আয়্যাশ রহ. বলেছেন—আল্লাহ তায়ালা জগতে যত কল্যাণগুণ সৃষ্টি করেছেন তার সবগুলোই ইবনুল মুবারককে দান করেছেন। হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর মানিত রূপ উপলব্ধির জন্যে আমাদের সুপরিচিত হাদীসের বিখ্যাত ছয় কিতাবই যথেষ্ট! এই ইবনুল মুবারকের নামের অলঙ্কার ছাড়া সবই ফিকে মনে হবে। বুজুর্গিও ছিল প্রবাদের মতো। একবার এক অন্ধের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্ধ অনুরোধ করে বসল—আমার জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করে দিন। দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তার নয়নে আলো ছড়িয়ে দিলেন।[১]

হাদীস ফেকাহ ভাষা সাহিত্য যুহদ তাকওয়া এবং জিহাদ ও বীরত্বেও ছিলেন ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ। ইমাম নববী রহ. বলেছেন—আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ছিলেন আমাদের ইতিহাসের অবিসংবাদিত ইমাম ও মনীষী। একবার এক মজলিসে এক ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করতে গিয়ে 'আলিমুল মাশারিক' পূর্বপৃথিবীর বিজ্ঞজন বললে ইমাম সুফিয়ান সাওরী রহ. প্রতিবাদ করে উঠেন। বলেন—কী বিপদ! পূর্বপৃথিবীর আলেম বলছ! 'আলিমুশ শারকি ওয়াল গারব'—পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞজন ইবনুল মুবারক। আর হবেন নাই বা কেন? চার হাজার শিক্ষকের কাছে ইলম শিখেছেন। তন্মধ্যে এক হাজার মুহাদ্দিসের সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী বলুন আর সহীহ মুসলিমই বলুন—ইবনুল মুবারকের হাদীস ছাড়া পূর্ণতা পাবে না। জ্ঞানের আকাশে উজ্জ্বল এই নক্ষত্রপুরুষ যাঁর স্নেহ ও শিক্ষা-দীক্ষার ফসল তিনিই উম্মাহর মানিত ইমাম আবু হানীফা রহ.। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. কিভাবে দেখতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ শিক্ষক আবু হানীফা রহ. কে—তার ভাষায়ই শুনুন! বলেছেন—আমরা যখন ইমাম আবু হানীফার সামনে বসতাম তখন মনে হতো বাজপাখির সামনে বসা ক্ষুদ্র পাখি। তিনি এও বলেছেন—

لولا أن الله أغاثني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس

[১] টীকা—তাবঈযুস সহীফা, মাওলানা আশেক ইলাহী মুহাজিরে মাদানী : ৬০ পৃ., আসারুল হাদীস—২:২৯৫; ফিকহু আহলিল ইরাক—১৭২ পৃ.।

আল্লাহ তায়ালা যদি আমাকে আবু হানীফা এবং সুফিয়ান সাওরী দ্বারা সাহায্য না করতেন তাহলে আমি আর দশজনের মতোই হতাম।[১]

কথায় বলে—ফলেই বৃক্ষের পরিচয়! তাছাড়া মাদার গাছে কি আম ধরে? কূপ থেকে কি উৎসারিত হয় অথৈ সাগর? বালক যখন বলে—ইমাম আবু হানীফা ভালো হাদীস জানতেন না—তখন করুণায় 'হাস্য' করা ছাড়া আর উপায় থাকে কি?

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ.

হাদীস শাস্ত্রের খ্যাতিমান নক্ষত্র। ইমাম বুখারীর প্রখ্যাত উসতাদ হুমায়দী এবং মুসাদ্দাদ রহ. এর মতো মুহাদ্দিসের অন্যতম শিক্ষক। হাফেয যাহাবীও তাঁকে হাদীসশাস্ত্রের অবিসংবাদিত হাফেযগণের মধ্যে শুমার করেছেন। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযাঈ, হিশাম ইবনে ওরওয়াহ এবং সুলায়মান আলআ'মাশ এর মতো খ্যাতিমানদের বিখ্যাত শিষ্য। সুফিয়ান সাওরীর ওফাতের পর তাঁর আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁর শিষ্যের তালিকাকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন জগতের খ্যাতিমান দুই ইমাম। ইমাম শাফিঈ রহ. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। তাছাড়া ইমাম বুখারীর খ্যাতিমান উসতাদ আলী ইবনুল মাদিনী এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ও তাঁর শিক্ষক সুফিয়ান সাওরী তাঁর সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাবনত ছিলেন যখন তাঁর সনদে কোনো হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন—এই হাদীস আমাকে এমন এক ব্যক্তি শুনিয়েছেন তোমাদের চোখ যাঁর মতো কাউকে দেখে নি!

শুধু ইলমই নয়। আমলেরও ছিলেন জীবন্ত ছবি। তাঁর ছাত্র প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম রহ. বলেছেন—আমি প্রবাসে নিবাসে দীর্ঘদিন হযরত ওয়াকী রহ. এর সঙ্গে থেকেছি, দেখেছি সর্বদা রোজা রাখতেন। আর প্রতি রাতে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন—

[১] আসারুল হাদীস—২: ২৯৬; মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস, নু'মানী—৯৪; সীরাতুন নু'মান শিবলী নু'মানী—২১৫।

ما رأت عيني مثل وكيع قط، يحفظ الحديث ويذاكر الفقه

'আমার চোখ ওয়াকীর মতো কাউকে দেখে নি। হাদীস মুখস্থ করতেন আর ফেকাহর আলোচনা করতেন।'

তাঁর এই শাস্ত্রীয় অসামান্য ইলমের সুবাদে হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ছয় কিতাবসহ হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থের পাতায় পাতায় ফুটে আছে তাঁর নাম, জন্ম হি. ১২৯ সনে আর ওফাত হি. ১৯৭ সনে। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদিনী, ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ, আহমদ ইবনে মানী' ও ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম রহ. এর মতো জগত আলোকরা মুহাদ্দিসগণ যাঁর শিষ্য তিনি শিষ্য হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর! ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেছেন– ওয়াকী রহ. ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাছে অনেক হাদীস পড়েছেন। এবং ইমাম আবু হানীফার মতের অনুকরণ করে ফতোয়া দিতেন।[১]

তারীখে বাগদাদে তাঁর পরিচয়ে লেখা হয়েছে—

كان يفتي بقول أبي حنيفة وكان قد سمع منه شيئا كثيرا

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন ব্যক্তি-সমালোচনায় মানিত কষ্ঠিপাথর! হাদীসের সনদ বিশ্লেষণে তাঁর মত পাথরে লিখিত সত্যের মতো মেনে চলেন হাদীসের ইমামগণ। তিনিও বলেছেন—

ما رأيت احدا يحدث لله تعالى غير وكيع وما رأيت احفظ منه

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে হাদীসশিক্ষাদানে ওয়াকীর মতো কাউকে দেখি নি আর তাঁর চাইতে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারীও কাউকে দেখি নি।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ছড়িয়ে আছে যাঁর অসংখ্য বর্ণনা, হাদীসশাস্ত্রের যিনি একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব তিনি যখন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাছে পড়ার পর তাঁর মত অনুসরণ করে ফতোয়া দেন এবং ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের ভাষায়—

وكان (وكيع) يفتي برأي أبي حنيفة وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من أبي حنيفة حديثا كثيرا...

[১] আসারুল হাদীস—২: ২৯৭॥ জামিউ বায়ানিল ইলমি ২ : ১৪৯ এর সূত্রে, ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—৪০৮ পৃ.॥ সীরাতুন নু'মান—২১৭ পৃ.॥

ওয়াকী ইমাম আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। তাঁর সনদে বর্ণিত সকল হাদীস ছিল ওয়াকীর মুখস্থ এবং তাঁর কাছে অনেক হাদীস পড়েছেন...॥[১]

তখন ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং তাঁর এই নক্ষত্রকাফেলার অধীনে সংকলিত ফেকাহ যে হাদীস নির্যাসিত পথের দিশা তাতে আর সংশয়ের অবকাশ থাকে না। আর হাদীসের বিখ্যাত ইমাম ওয়াকী রহ. যাঁর কাছে বিপুল হাদীস পড়েছেন তাঁকে হাদীস 'কম' জানেন বলে লোক হাসানোর কাজও যে কোনো বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত মানুষ করতে পারে না—সেও বোধ হয় কোনো জটিল কথা নয়!

ইমাম মুহাম্মদ রহ.

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নির্ভরযোগ্য ছাত্র। তাঁর কলমের ভেতর দিয়েই সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে হানাফী মাজহাব। জন্ম হি. ১৩২ সালে। ওফাত হি. ১৮৯ সালে। তাঁর শিক্ষকের তালিকায় রয়েছেন– মিসয়ার ইবনে কিদাম, ইমাম আওযাঈ, ইমাম মালিক এবং সুফিয়ান সাওরীর মতো হাদীসশাস্ত্রের নক্ষত্র মনীষীগণ। আর তাঁর ছাত্রের তালিকায় রয়েছেন– আবু উবায়দ কাসিম, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং ইমাম শাফিঈর মতো তারকা আলেমগণ। ইমাম মালিক রহ. এর সান্নিধ্যে তিন বছর থেকে মুয়াত্তা পড়েছেন। ফলে কুফায় ফিরে যাওয়ার পর যখন হাদীস পড়াতে শুরু করেছেন তখন হাদীসশিক্ষার্থীগণ পঙ্গপালের মতো মুয়াত্তা পড়ার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইমাম শাফিঈ দীর্ঘ দিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকেছেন, বলেছেন—

قد كتبت عنه حمل بختي

আমি তাঁর থেকে এক উট পরিমাণ কিতাব লিখেছি।[২]

ইমাম মুহাম্মদ নিজেই বলেছেন—'আমার বাবা তিরিশ হাজার দেরহাম রেখে গিয়েছেন। আমি আরবি ব্যাকরণ ও কবিতার পেছনে পনের হাজার দেরহাম খরচ করেছি। আর পনের হাজার খরচ করেছি হাদীস ও ফেকাহর

[১] তাবয়ীযুস সহীফার টীকা—৭৫ পৃ. আসারুল হাদীস—২:২৮১॥

[২] হাফেয যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম ...— ৬৭-৬৯॥

পেছনে।[১] ফলে ভাষা সাহিত্যে তার প্রতিভা ছিল শানিত ও মানিত। এ কারণেই ইমাম শাফিঈ রহ. বলতে পেরেছেন—ইমাম মুহাম্মদের চেয়ে বড় কোরআনের কোনো আলেম আমি দেখি নি।

لو اشاء ان اقول : ان القران نزل بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته

> আমি চাইলে ভাষা সাহিত্যে তার প্রাঞ্জলতার কারণে-এও বলতে পারি, কোরআন মুহাম্মদ ইবনুল হাসানের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত ইমাম শাফিঈ রহ. এও বলেছেন—হালাল-হারাম, ইলাল এবং নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনুল হাসানেরচে' বেশি জানেন এমন কাউকে আমি দেখি নি![২]

এর আগে আমরা পড়ে এসেছি—ইমাম বুখারীর প্রিয় শিক্ষক ইমাম আহমদ ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মুগ্ধ শিষ্য। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি—ইমাম আহমদ রহ. এর প্রিয় শিক্ষক ইমাম শাফিঈ রহ. ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর দীর্ঘ দশ বছরের বিমুগ্ধ শিষ্য! কথা কি এখানেই শেষ! আমরা ভুলি নি নিশ্চয়—ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের কথা। হাদীস ও রিজালের মানিত ইমাম। ইমাম আহমদ বলেছেন—ইয়াহইয়া যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীস নয়। ইমাম বুখারীর এত বড় উসতাদ—বুখারী রহ. বলেছেন—আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের সামনে যতটা তুচ্ছ মনে হতো আর কারও সামনে ততটা তুচ্ছ মনে হতো না।[২] সেই ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেছেন—

كتبت عن محمد بن الحسن الجامع الصغير

> আমি মুহাম্মদ ইবনুল হাসান থেকে (তদীয় গ্রন্থ) জামে' সগীর লিখেছি।[৩]

শুধু যে লিখেছেন তা নয়। পড়েছেন এবং মেনে চলেছেন। এই সূত্রেই তিনি মিশে যান ইমাম আবু হানীফার জ্ঞানদরিয়ায়। তাই ফতোয়া দিতেন ইমাম

---

১ তারিখে বাগদাদ ও আখবারু আবী হানীফার সূত্রে—টীকা : তাবঈযুস সহীফা—৬৭-৬৮ পৃ.।

২ আসারুল হাদীস—২ : ৩০০।

৩ মানাকিব—ঐ : ৬৯।

আবু হানীফার মতানুসারে। এটা কার শান বলব—ইমাম মুহাম্মদের না তার উসতাদ ইমাম আবু হানীফার? ইমাম বুখারীর আরেক শিক্ষক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। আল্লামা হারাবী বলেন—আমি একবার ইমাম আহমদকে বললাম—এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা আপনি কোত্থেকে বলেন? বললেন—ইমাম মুহাম্মদের কিতাব থেকে![১]

আমরা শুধু এইটুকু যুক্ত করতে চাই—ইমাম আহমদ তো নিয়েছেন ইমাম মুহাম্মদের কিতাব থেকে আর ইমাম মুহাম্মদ নিয়েছেন ইমাম আবু হানীফার বক্ষ থেকে! আর ইমাম বুখারী যে তাঁর সহীহ বুখারীর তারাজিমে ফেকাহর বিদ্যুৎ ছড়িয়েছেন তা নিয়েছেন কোথা থেকে? হয়তো এর একটা আলোক ইশারাও এখানে লুকিয়ে আছে! আমরা শুধু বলতে চাই—হাদীস ও ফেকাহর এই মদির সুরভিত পুষ্প যে বৃক্ষের নন্দিত ফসল তিনি জগতের ইমাম আবু হানীফা রহ.!

আলী ইবনে আসেম ওয়াসেতী রহ.

'ইরাকের মুসনিদ' হিসাবে বিখ্যাত এই অনন্য হাদীসবিশারদ আবুল হাসান আলী ইবনে আসেম (হি. ১০৫-২০১) এর পাঠদান মজলিসে তিরিশ হাজারেরও বেশি ছাত্র সমবেত হতো। তার যোগ্যপুত্র ইমাম আবুল হুসাইন আসেম ইবনে আলী ইমাম বুখারীর অন্যতম উসতাদ। বুখারী শরীফেও তাঁর সনদে হাদীস সংকলন করেছেন। পুত্রের কাছে এক লাখেরও বেশি ছাত্র হাদীস শোনার জন্য সমবেত হতো। বাবা আলী ইবনে আসেমের ক্লাসে বড় বড় মনীষী উপস্থিত হতেন হাদীস পড়ার জন্যে। তাঁদের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলি, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইয়াকুব ইবনে শায়বা এবং হারিছ ইবনে আবু উসামা রহ. প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলী ইবনে আসেম নিজেই বলেছেন—আমার বাবা আমাকে এক লাখ দেরহাম দিয়ে বলেছিলেন—এক লাখ হাদীস শিখে ঘরে এসো। তার আগে তোমার মুখ দেখতে চাই না। পুত্র পিতার কথার ইজ্জত রেখেছিলেন। তীক্ষ্ণ মেধা, শানিত স্মৃতিশক্তি আর অবিশ্রান্ত সাধনায় নিজেকে এমন উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—কালের জহুরীগণ তাঁকে মুসনিদুল ইরাক এবং আলইমামুল হাফিয উপাধিতে স্মরণ করেছেন।

---

১ আসারুল হাদীস—২ : ২৮৮।

হাদীসশাস্ত্রের এই অনন্য ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ. এর একান্ত ছাত্রগণের একজন। হাদীস ও ফেকাহর বেশির ভাগ ইলম ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কাছ থেকেই অর্জন করেছেন। সদরুল আইম্মা মুওয়াফফাক ইবনে আহমদ (৫৬৮ হি.) তদীয় 'মানাকিবুল ইমামিল আযম' গ্রন্থে লিখেছেন—

وعلى بن عاصم هذا امام اهل واسط في الحديث والفقه وانواع العلوم، اكثر عن ابي حنيفة رواية الحديث والفقه

এই আলী ইবনে আসেম! হাদীস ফেকাহ ও অন্যান্য শাস্ত্রে ওয়াসেতবাসীর ইমাম। তিনি ইমাম আবু হানীফার সূত্রে প্রচুর হাদীস ও ফেকাহ বর্ণনা করেন।

ইমাম আবু হানীফার কাছে পড়েছেন অনেক। সান্নিধ্য পেয়েছেন দীর্ঘ। তাই তার একান্ত এই উসতাদ সম্পর্কে মূল্যায়নের অধিকারও প্রশ্নাতীত। তিনি বলেছেন—

لو وزن علم أبي حنيفة بأهل زمانه لرجح علم أبي حنيفة

যদি আবু হানীফার ইলমকে তার কালের অধিবাসীদের ইলমের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার ইলমের পাল্লাই ভারি হবে।

প্রিয় উসতাদ আবু হানীফার প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের টান। হাদীস পড়াতে পড়াতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিষ্যগণ কৌশলে টেনে আনত ইমাম আবু হানীফার প্রসঙ্গ। আর অমনি সব ক্লান্তি ভুলে সজীব প্রাণে হাদীস বর্ণনা শুরু করতেন।[১]

ইয়াজিদ ইবনে হারুন রহ.

আমাদের হাদীস সংরক্ষণ ও চর্চার ইতিহাসে এক চিরভাস্বর নাম ইয়াজিদ ইবনে হারুন রহ. (হি. ১১৭-২০৬)। 'তাযকিরাতুল হুফফায' হাফিযুল হাদীসগণের চরিতাভিধান গ্রন্থে লেখক আল্লামা যাহাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। তাঁকে হাদীস শাস্ত্রের হাফেয কুদওয়া অগ্রপথিক এবং শাইখুল ইসলাম উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এই শাস্ত্রের

১ ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, টীকাসহ : ৪৯-৫০॥

যারা ছাত্র তারা জানেন এসব উপাধির ওজস্বিতা! সুবিখ্যাত এই মুহাদ্দিস মনীষী নিজেই বলেছেন—

حفظ أربعة وعشرين الف حديث باسناده ولا فخر

আমার সনদসহ চব্বিশ হাজার হাদীস মুখস্থ আছে। এতে কোনো অহংকার নেই।

পড়েছেন আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা, সুফিয়ান সাওরী, হুমায়দ আততবীল, আসিম আহওয়াল এবং হুসাইন আলমুয়াল্লিমের মতো নক্ষত্রগণের কাছে। আর তাঁর শিষ্যের তালিকায় আছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইবনে রাহাওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, আলী ইবনুল মাদিনী এবং যুহলীর মতো জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ। তাঁর ছাত্র ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ. তাঁকে 'সেকা-নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস' বলেছেন। বলেছেন—আমি ইয়াজিদ ইবনে হারুনের চেয়ে বড় কোনো হাদীসের হাফেয দেখি নি। রিজালশাস্ত্রের ইমাম আবু হাতিম রাযী রহ. বলেছেন—

ثقة امام، لا يسأل عن مثله

নির্ভরযোগ্য ইমাম। তাঁর মতো ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায় না।

ইবনে সা'দ বলেছেন—كان ثقة كثير الحديث 'নির্ভরযোগ্য এবং হাদীসের ভাণ্ডার ছিলেন।' ইবনে হিব্বান রহ.ও তাঁকে নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণের চরিতাভিধান—কিতাবুস সিকাত—এ উল্লেখ করেছেন।

শুধু শব্দ বর্ণনা নয়। হাদীসের রঙে রেঙে উঠেছিল তার জীবন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আলী ইবনে আসেম রহ. বলেছেন—ইয়াজিদ সারা রাত নফল ইবাদতে ডুবে থাকতেন। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ইশার অজু দিয়ে তিনি ফজর নামাজ পড়েছেন। পাঠক হয়তো আপন আত্মার গভীরে শুনতে পাচ্ছেন নিঃশব্দ অনুরণন—'এতো আমাদের ইমামের ছবি।' হ্যাঁ, তিনি আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র। শুধু ছাত্র মাত্র নন! সুবিনীত অনুরক্তদের একজন। প্রিয় উস্তাদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলতেন—

كان أبو حنيفة تقيا نقيا زاهدا عالما صدوق اللسان احفظ اهل زمانه.

আবু হানীফা ছিলেন আল্লাহভীরু পবিত্রস্বভাব দুনিয়াবিমুখ সত্যবাদী এবং তার কালের হাদীসের সবচে' বড় হাফেয।[১]

এই হলো আবু হানীফা নামক বৃক্ষের ফুল ও ফল! এই ফুলের ঘ্রাণে যখন মাতোয়ারা সমগ্র পৃথিবী, এই ফলের স্বাদে রসে যখন আপ্লুত মুসলিম বিশ্ব—সবিশেষ এই ফুল ও ফলের চয়িত ফসলে যখন সমৃদ্ধ সভ্যপৃথিবীর সমূহ লাইব্রেরী– তখন যদি কেউ সরাসরি গাছটি সম্পর্কেই আপত্তি তুলতে চায় তখন তার মানসিক সুস্থতা নিয়ে সংশয় জাগাই কি স্বাভাবিক নয়? ভয়ের কথা হলো—এই বালক উন্মাদের কথায় যারা তালি বাজায় তাদের আমরা কোথায় পাঠাব?

মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ.

ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন জ্ঞানের অথৈ সাগর। সাগরের বহতা জল ও তার সীমানা মাপা যায় না। শাফিঈ মাজহাবের প্রখ্যাত মনীষী মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ সালেহী দিমাশকী রহ. জীবনী লিখেছেন সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর। তাঁর জ্ঞানের বিভায় উজ্জ্বল শহরগুলোর তালিকায় মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দামেশক, বসরা, ওয়াসেত, মুসেল, জাযিরা, মিসর, ইয়েমেন, বাহরাইন, বাগদাদ, কিরমান, ইস্পাহান, নিশাপুর, বুখারা, সমরকন্দ, তিরমিজ, হারাত, সাজিস্তান, হিমস ও মাদায়েনসহ বহু শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন—ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের তালিকা প্রণয়ন সে এক অসম্ভব ব্যাপার।[২]
তাই সকলেই উপমা হিসাবে কিছু নাম ও পরিচয় উল্লেখ করেন। সেও যারা বিশালকায় গ্রন্থ রচনা করেন তাদের কথা। প্রবন্ধের এই ক্ষুদ্র পরিসরে উপমার মতো করেও উপমা দেয়া সম্ভব নয়। বৃক্ষের স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করে এমন একটু ইঙ্গিত আমরা দিতে চেয়েছি এখানে। সেই ইঙ্গিতের বাহক আরেকটি তারকানাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ.। জাফর সাদেক, ইবনে জুরাইজ এবং ইমাম মালিক রহ. এর ছাত্র। জীবন ছিল তারকার মতোই। বলেছেন—

---

[১] ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস—টীকাসহ: ৫১; তাবঈযুস সাহীফা টীকাসহ: ৭৭পৃ.।

[২] তাবঈযুস সহীফা—টীকা : ৪৯।

حججت ستين حجة وتزوجت ستين امرأة وكتبت عن سبعة عشر نفر من التابعين، ولو علمت ان الناس يحتاجون الي لما كتبت دون التابعين عن احد.

আমি ষাট বার হজ করেছি, ষাট জন নারীকে (পর্যায়ক্রমে) বিয়ে করেছি। সতের জন তাবেঈর সান্নিধ্যে থেকে হাদীস লিখেছি। যদি জানতাম—আমাকে মানুষের প্রয়োজন পড়বে তাহলে তাবেঈ ছাড়া কারও কাছ থেকে লিখতাম না।

হাদীস শাস্ত্রের এই মহান স্তম্ভের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা সদরুল আইম্মা মক্কী রহ. লিখেছেন—

هو مكى بن ابراهيم البلخى– امام بلخ، دخل الكوفة سنة اربعين ومائة، ولزم أبا حنيفة رحمه الله تعالى وسمع منه الحديث والفقه، واكثر عنه الرواية.

মক্কী ইবনে ইবরাহীম বলখের ইমাম। ১৪০ সালে কুফায় এসেছেন। ইমাম আবু হানীফাকে নিয়মিত শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে হাদীস ও ফেকাহ পড়েছেন। হযরত ইমামের সনদে বিপুল হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাফেয যাহাবী রহ. তদীয় তাযকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে লিখেছেন—

مكى بن ابراهيم الحافظ الامام شيخ خراسان ابو السكن التميمى الحنظلى.

মক্কী ইবনে ইবরাহীম হাদীসের হাফেয ইমাম খুরাসানের শায়েখ।

একবার অতীতের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন—ষাটবার হজ করেছি, দশ বছর মক্কার পবিত্র হেরেমের পরিবেশে কাটিয়েছি এবং সতেরজন তাবেঈ থেকে হাদীস লিখেছি!

তাঁর শিষ্যের তালিকায় আছেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং ইমাম যুহলীর মতো নক্ষত্র। আর এ কালের পাঠক সমাজের কাছে সবচে' সহজ পরিচয় হলো—ইমাম বুখারী রহ. তাঁর একান্ত শিষ্য।

এখানে এও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—হাদীসশাস্ত্রে সনদের উচ্চতা এক অসামান্য প্রার্থনীয় বিষয়। বরং ব্যক্তির মর্যাদার ভিত নির্মিত হয় সনদের শক্তি ও উচ্চতায়। যে মুহাদ্দিস ও হযরত রাসূলের করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাঝে সূত্র-মাধ্যম যত কম তার সনদ তত উচ্চ তত মর্যাদাশীল। আমাদের কাছে বিখ্যাত হাদীসের ছয় কিতাবে সর্বোচ্চ যে সনদের সন্ধান পাওয়া যায় তাহলো—'সুলাসী'। যে মুহাদ্দিস ও নবীজির মাঝে তিনজন উস্তাদ আছেন—যথা তাবে তাবেঈ, তাবেঈ, সাহাবী অতঃপর হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—তাকে সুলাসী হাদীস বলে। বিখ্যাত ছয় কিতাবে এই ধরনের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ সনদের হাদীস শুধু বুখারী, ইবনে মাজা, আবু দাউদ ও তিরমিযীতে আছে। মুসলিম ও নাসাঈতে কোনো সুলাসী হাদীস নেই। আর যেসব কিতাবে আছে তাও সামান্য। যথা—সহীহ বুখারীতে ২২টি, সুনানে ইবনে মাজায় ৫টি, সুনানে আবু দাউদে ১টি আর জামে তিরমিযীতে ২টি! মজার কথা কি, যে পাঁচজন উসতাদের সনদে ইমাম বুখারী রহ. এই বাইশখানা সুলাসী হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন—মক্কী ইবনে ইবরাহীম—১১টি; আবু আসেম আননাবীল—৬টি; মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী—৩টি; খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া আলকূফী—১টি এবং ইমাম আসেম ইবনে খালিদের সনদে ১টি। শেকড়ছেড়া মাতাল বালকদের বিচলিত হবার মতো কথা হলো—সহীহ বুখারীতে সর্বোচ্চ সনদে বর্ণিত ২২টি হাদীসের সতেরটিই সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র-মক্কী ইবনে ইবরাহীম এবং আবু আসিম নাবীলের সনদে বর্ণিত। এও স্মরণযোগ্য, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী হলেন ইমাম যুফার এবং ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র। তাই তিনিও পরোক্ষভাবে ইমাম আবু হানীফারই শিষ্য। সুতরাং উন্মাদকে যদি ধুলো ওড়াবার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে নিভে যাবে সহীহ বুখারীর সর্বোচ্চ ২২ খানা প্রদীপের বিশটি। সাবধান- হে তালিবাদক সম্প্রদায়!

উস্তাদও শুধু প্রথাগত গুরুর মতো নয়। মক্কী ইবনে ইবরাহীম রহ. বলেছেন—প্রতি নামাযের পর এবং যখনই মনে পড়ে ইমাম আবু হানীফার জন্যে কল্যাণের দোয়া করি। কারণ—

لأن الله تعالى ببركته فتح لي باب العلم

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বরকতেই আমার জন্যে ইলমের কপাট খুলে দিয়েছেন।

তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. কে তাঁর কালের সবচে' বড় আলেম বলতেন—

كان اعلم اهل زمانه

জ্ঞান বিশ্বাস ও ভালোবাসায় কতটা মুগ্ধ ছিলেন তার একটা উদাহরণ দিই—

মুহাদ্দিস ইসমাঈল ইবনে বিশর বলেন—একবার আমরা ক্লাসে উপস্থিত! তিনি হাদ্দাছানা আবু হানীফা বলে হাদীস পড়াতে শুরু করলেন। মজলিসে এক অপরিচিত লোক বলে উঠল—

حدثنا عن ابن جريج ولاتحدثنا عن ابي حنيفة

আবু হানীফা নয়—আমাদেরকে ইবনে জুরাইজের হাদীস বলুন!

ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন হযরত মক্কী। চেহারা বিবর্ণ হয়ে উঠল। বললেন—

انا لا أحدث السفهاء حرمت عليك ان تكتب عني قم من مجلسي

আমরা বেকুবদের হাদীস পড়াই না। তোমার জন্যে আমার সনদে হাদীস লেখা হারাম। উঠে যাও আমার মজলিস থেকে।

দেখা গেছে যতক্ষণ সে মজলিসে ছিল তিনি হাদীস বলেন নি। তাকে মজলিস থেকে বহিষ্কার করে দেয়ার পর আবার হাদ্দাছানা আবু হানীফা বলে হাদীস পড়াতে শুরু করেন! এই হলো ইমাম বুখারীর সর্বোচ্চ শিক্ষক এবং ইমাম আবু হানীফার ভক্ত শিষ্য।[1]

এই পূর্ণিমার জোছনা অনন্ত

এই আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ আবু আবদুর রহমান মুকরীর কথাই যদি ধরি—ইমাম বুখারী রহ. এর প্রথম সারির উস্তাদ। অথচ তাঁর সম্পর্কে

[1] তাবঈযুস সহীফা—টীকাসহ-৭২ পৃ.; ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস, ৩১০ পৃ.; ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস—১৯১ পৃ.; শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. মুকাদ্দিমা লামিউদ দারারী, মাকতাবা আশরাফিয়া দেওবন্দ : পৃ.৩০।

কারদারী রহ. লিখেছেন—তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে নয়শ হাদীস শুনেছেন।[1]

তাঁর সম্পর্কে এও বর্ণিত আছে—

كان إذا حدث عن أبي حنيفة قال : حدثنا شاهنشاه

> যখন ইমাম আবু হানীফার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন—এই হাদীস আমাদেরকে 'শাহানশাহ' শুনিয়েছেন![2]

হাদীসশাস্ত্রে হাফেজ ও শীর্ষ পথিকৃত তিনি যাঁর ছাত্র, তিনি যাকে হাদীসের শাহানশাহ—মহান সম্রাট বলেছেন দেখে শুনে সান্নিধ্যে থেকে হাজার বছর পর কি সেখানে কথা বলা যায়?

ইমাম যুফার রহ.

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর তারকা শিষ্য ইমাম যুফার রহ.। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পর তিনিই তাঁর আসনে সমাসীন হন। তারপর ইমাম আবু ইউসুফ। ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে আমরা জেনে এসেছি—হাদীস ও ফেকাহর মানিত ইমাম। ইমাম আবু হানীফার ওফাতের পর ইমাম যুফার হন তাঁর জ্ঞান পিপাসার আশ্রয়। বলেছেন—

ما نفعني مجالسة احد مثل ما نفعني مجالسة زفر

> যুফারের সঙ্গে ওঠাবসা আমাকে যা দিয়েছে অন্য কারো সঙ্গ তা দেয় নি।

তিনি ওফাত লাভ করেছেন হি. ১৫৮ সালে![3] ইমাম আবু ইউসুফ ওফাত লাভ করেছেন ১৮২ সালে। ইমাম মুহাম্মদ ওফাত লাভ করেছেন ১৮৯ সালে। ইমাম আবু হানীফার ছাত্র ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ ওফাত লাভ করেছেন ২০৪ সালে। হাসান ইবনে যিয়াদ বলেছেন—

كتبت عن ابن جريج عشر الف حديث، كلها يحتاج اليها الفقهاء

---

[1] ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস—২৩ পৃ.।

[2] মাওলানা সরফরাজ খান সফদর, মানাকিবু আবী হানীফা, ... ১১১পৃ.।

[3] তাবঈযুস সহীফা : ৫৬।

আমি এক ইবনে জুরাইজ থেকে দশ হাজার এমন হাদীস লিখেছি যেগুলো ছাড়া ফকীহগণের চলে না।[1]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের জন্মেরও আগে

আমরা এও জানি—ইমাম মালিক এই দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদীস ও ফেকাহর কেন্দ্রীয় পুরুষ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এক আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব এক লাখ হাদীস মুখস্থ পড়াতেন। তাই দ্বিতীয় শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার আগেই—বরং ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের জন্মের আগেই ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের শিষ্যগণ অবিরাম পাঠদান আর মনযোগী রচনাবলির মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীকে হাদীস ও ফেকাহয় পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাই হাদীসের বিখ্যাত ছয় কিতাবের সম্মানিত সংকলকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই দুই ইমামের শিষ্য কিংবা শিষ্যের শিষ্যদের থেকেই হাদীস আহরণ করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন।[2]

বিষয়টি আমরা এভাবেও আরেকটু স্পষ্ট করতে পারি—বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পঠিত ও মানিত হাদীসশাস্ত্রের গ্রন্থাবলি কখন সংকলিত হয়! যারা একেবারে প্রাথমিক এবং সাধারন পাঠক—হাদীসের ছাত্র নন—তাদের অনেকেরই হয় তো ধারনা, বিখ্যাত ছয় কিতাব—বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিযী নাসাঈ এবং ইবনে মাজাই হাদীসের প্রাচীনতম সংকলন। যারা হাদীসের ছাত্র তারা জানেন বিষয়টি বাস্তবে এমন নয়। তাছাড়া মহান এই সংকলকগণ তো তৃতীয় শতাব্দীর পুরুষ। আর তাঁদের কাল মূলত হাদীস সংকলনের দ্বিতীয় কাল। আধুনিক কালের খ্যাতিমান গবেষক আলেম ড. খালেদ মাহমুদ তাঁর বিখ্যাত রচনা আসারুল হাদীস গ্রন্থে হাদীস সংকলনের প্রথম কালের বিখ্যাত দশটি সংকলনের তালিকা উল্লেখ করেছেন এইভাবে—

১. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা রহ.(ওফাত: ১৫০ হি.)

যদিও ইমাম আজম রহ. এর মূল গবেষণা ও চর্চার বিষয় ছিল ফেকাহ তারপরও প্রসঙ্গক্রমে হাদীসও বর্ণনা করতেন। পরে তাঁর সনদে তাঁর

---

[1] ইমাম ইবনে মাজা... ৩১২-৩১৩।

[2] ঐ—৩১৩।

শিষ্যগণ সেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী কালের হাদীসমনস্ক আলেমগণ সেগুলো গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন। এভাবে গ্রন্থাকারে মুসনাদে আবু হানীফা নামে সংকলিত পনেরখানা গ্রন্থকে একসঙ্গে সংকলন করেছেন আল্লামা খাওয়ারেযমী রহ. (৬৬৫হি.)! সমৃদ্ধ এই সংকলনের নাম 'মাসানীদু আবী হানীফা রহ.'। এই বিশাল সংকলনে পত্রস্থ হাদীসগুলো ইমাম আজম রহ. থেকে সরাসরি বর্ণনা করেছেন—ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আজম রহ. এর সুযোগ্য পুত্র হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা এবং ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ রহ.। এই সকল সংকলনের মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মুসা ইবনে যাকারিয়া হাসকাফী রহ. এর সংকলনটিকে সবচে' চমৎকার মনে করা হয় এবং এটি মুসনাদে আবু হানীফা নামে সারা বিশ্বে পরিচিত। এই সংকলনটি মিশর ভারত এবং পাকিস্তান থেকে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রহ. 'সানাদুল আনাম ফী শরহিল ইমাম' নামে এর ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেছেন!

২. মুয়াত্তা মালিক রহ. (ওফাত : ১৭৯ হি.)

ইমাম মালিক রহ. কর্তৃক সংকলিত হাদীসের ভাণ্ডার। এই সংকলনটি সম্পাদনার পর ইমাম মালিক রহ. সত্তরজন ফকীহের সামনে পেশ করেন। তাঁরা সকলেই একে সপ্রশংস সমর্থন করেন। সকলের ঐকমত্যে মানিত বিধায় এর নাম রাখা হয় 'মুয়াত্তা'। কথা হলো, হাদীসের সংকলন সম্পাদিত হওয়ার পর মদীনার সম্মানিত ইমাম তা মুহাদ্দিসগণের সামনে না রেখে ফকীহগণের সামনে কেন পেশ করলেন? কারণ, সেকালে ফকীহগণকেই হাদীসের মূল বোদ্ধা এবং প্রকৃত আমীন ও সংরক্ষক মনে করা হতো। এই সংকলনে নবীজির হাদীসের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে ইজামের বক্তব্য ও ফতোয়াও স্থান পেয়েছে। এই কিতাবে ৮২২টি মারফু এবং ২৪৪টি মুরসাল হাদীস রয়েছে। এই সংকলন সম্পর্কে ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন—

ما على ظهر الارض كتاب بعد كتاب الله اصح من كتاب مالك.

> কোরআনের পর ইমাম মালিকের এই কিতাবের চাইতে বিশুদ্ধ আর কোনো কিতাব পৃথিবীতে নেই।

মনে রাখতে হবে—ইমাম শাফিঈ যখন এই কথা বলেছেন তখন হয় তো ইমাম বুখারীর জন্মই হয় নি। তাছাড়া রাবীর দোষে এই গ্রন্থের কোনো

হাদীসকে কেউ দুর্বলও বলে নি। ইমাম মালিক থেকে প্রায় এক হাজার মুহাদ্দিস এই কিতাব বর্ণনা করেছেন।[১]

৩. কিতাবুল আছার—ইমাম আবু ইউসুফ রহ. (ওফাত : ১৮২ হি.)

মূল সংকলক হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.। তাঁর থেকে বর্ণনাকারী হযরত ইমাম আবু ইউসুফ। আর এ সুবাদেই একে ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল আছার বলা হয়। তাঁরও মূল গবেষণা ও চর্চার বিষয় ছিল ফেকাহ। তারপরও তিনি ছিলেন সমকালীন অবিসংবাদিত মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফেকাহশাস্ত্রের বিন্যাসে সংকলিত এই কিতাবুল আছার। অধিকাংশ বর্ণনা গ্রহন করেছেন ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে। তাঁর এই কিতাব 'মাতবা ইহ্ইয়াউল মায়ারিফিন নু'মানিয়া' ভারত থেকে ১২৫৫ঈ. সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. কিতাবুল আছার—ইমাম মুহাম্মদ রহ. (ওফাত : ১৮৯হি.)

এটাও ইমাম আবু হানীফা রহ. কর্তৃক সংকলিত। তাঁর সনদে রেওয়ায়েত করেছেন ইমাম মুহাম্মদ রহ.। ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর এই কিতাব মিশর ও ভারত থেকে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। অনেকেই এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুফতী মাহদী হাসান রহ. তিন খণ্ডে এর চমৎকার ভাষ্য লিখেছেন!

৫. মুয়াত্তা মুহাম্মদ রহ. (ওফাত : ১৮৯হি.)

এটা মূলত ইমাম মালিক রহ.এর মুয়াত্তা-ই। তবে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এতে উল্লেখযোগ্য সংযোজনও করেছেন। উল্লেখ্য, ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ওফাতের পর তিনি ইমাম মালিক রহ. এর কাছে তাঁর মুয়াত্তা পড়েছেন। তাঁর এই কিতাব বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান আফগানিস্তান ও তুরস্কসহ পৃথিবীর বহু দেশে পাঠ্য।

৬. মুসনাদে ইমাম শাফিঈ রহ. (ওফাত : ২০৪ হি.)

হযরত ইমাম শাফিঈ রহ.ও ফেকার লোক। প্রাসঙ্গিকভাবে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তাঁর আমলে নানা ধরনের ফেতনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

[১] আসারুল হাদীস—২ : ১৫৭-১৫৮ পৃ.।

তাই তিনি রাবীদের বাছবিচারের প্রতি মনযোগ দিয়েছেন বেশি। চলতি ও প্রচলিত আমলের চাইতে সনদের বিশুদ্ধতার প্রতি জোর দিয়েছেন বেশি। তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীসগুলো গ্রন্থাকারে সংকলন করেছেন আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আলআসাম (৬৪৬হি.) রহ.। আল্লামা সুয়ূতী রহ. এর ব্যাখ্যা লিখেছেন—যা খুবই প্রসিদ্ধ।

৭. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক রহ.

আবদুর রাযযাক ইবনে হাম্মাম রহ. (ওফাত : ২১১ হি.) হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র। তাছাড়া ইবনে জুরাইজ, মিসয়ার ইবনে কিদাম, ইমাম আওযাই এবং সুফিয়ান সাওরীর কাছেও পড়েছেন। অন্যদিকে ইমাম আহমদ, ইসহাক, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, যুহলীর মতো বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ তাঁর ছাত্র।[১] তাঁর এই সংকলন হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত ছয় কিতাবের মতোই বিখ্যাত। ১১খণ্ডে বৈরূত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. এর ছাত্র বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাবীবুর রহমান আযমী রহ. এর তাহকীক ও তা'লীক করেছেন।

৮. মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী রহ. (ওফাত : ২২৪হি.)

মুসনাদের বিন্যাসে সংকলিত। দায়েরাতুল মায়ারিফ হায়দারাবাদ থেকেও ১৩৩২হি. সালে প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীতে ফেকাহর বিন্যাসেও প্রকাশিত হয়েছে। এই কিতাবে এমন অনেক হাদীস আছে যা অন্য কিতাবে নেই।

৯. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা রহ. (ওফাত : ২৩৫হি.)

কিতাবের পূর্ণ নাম: الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار মজলিসে ইলমী দায়েরাতুল মায়ারিফিল উসমানিয়্যার চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল খালেক আফগানীর তাহকীকসহ তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৩৮ হিজরীতে। পরে মাওলানা হাবীবুর রহমান আযমীর তাহকীকসহ হযরত আবদুল হাফীজ মক্কীর তত্ত্বাবধানে পুরো কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামার সম্পাদনায় ২৬ খণ্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

---

[১] তাযকিরাতুল হুফফায—১ : ৩৬৪।

১০. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. (ওফাত : ২৪১হি.) এর এই কিতাব পৃথিবীময় পরিচিত। কাজী শাওকানী রহ. লিখেছেন—ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এই কিতাবের যে হাদীস সম্পর্কে নীরব থেকেছেন সেটা প্রমাণযোগ্য! প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়েখ আহমদ শাকের এর তাহকীকসহ ২২ খণ্ডে মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৩৭৭ হি. সালে।[১] বর্তমানে শুআইব আরনাউত কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ৫২ খণ্ডে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর আসে বিখ্যাত ছয় কিতাবের সংকলকগণের কাল। আমরা এখানে ধারাবাহিকভাবে তাদের শুধু ওফাতকালটা উল্লেখ করছি, তাহলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যথা—

১. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী রহ.—ওফাত : ২৫৬ হি.।
২. ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী রহ.—ওফাত :২৬১ হি.।
৩. ইমাম আবু দাউদ রহ.—ওফাত :২৭৫ হি.।
৪. ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী রহ.—ওফাত : ২৭৯ হি.।
৫. ইমাম নাসাঈ রহ.—ওফাত : ৩০৩ হি.।
৬. ইমাম ইবনে মাজা রহ.—ওফাত : ২৭৩ হি.।

উল্লিখিত তালিকা থেকে দুটি বিষয় সকলেই বুঝতে পারি। যথা—

১. বিখ্যাত ছয় কিতাবের পূর্বেও গ্রন্থাকারে হাদীস সংরক্ষিত পঠিত ও পরিচিত ছিল। সেকালের হাদীসের ইমামগনের পাঠদানের ফলে মক্কা-মদীনা থেকে শুরু করে সুদূর মিশর পর্যন্ত হাদীসের চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকতায় পৌঁছে গিয়েছিল। পরবর্তী কালের ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সেই আলোকেই নিজেদের আলোকিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

২. চার মাজহাবের প্রধান দুই ইমামের মৃত্যুর সময় ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের জন্মও হয় নি! সুতরাং তাঁদের কাল ও রচনা দিয়ে অন্তত ইমাম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালিক রহ. কে বিচার করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হলো—তাঁদের অবিরাম সাধনা যদি হাদীস ও ফেকাহকে প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিকতায় পৌঁছে না দিত তাহলে বুখারা নিশাপুরে জ্বলত না হাদীসের প্রদীপ!

---

[১] ড. খালেদ মাহমূদ, আসারুল হাদীস : ১৫৯-১৬২।

তারপরও কেউ যদি মনে করে ইমাম আবু হানীফা কিংবা ইমাম মালিক কি হাদীস জানতেন? বলি—বুদ্ধিমান! এই চকলেটটি মুখে পুরে চুষতে থাকো—'কার উসিলায় শিন্নি খাইলি মোল্লা চিনলি না।'

অবাককরা জীবন

মানুষের ভালোমন্দ বিচারের কষ্টিপাথর তার চরিত্র। আমাদের নবীজির প্রশংসায় মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন—

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ ﴾

নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রবান। |কলম : ৬৮ : ৪|

আর আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق!

আমি প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যে।[১]

এই আখলাকের বিচারে কেমন ছিল ইমাম আবু হানীফা রহ. এর যাপিত জীবন—এর উত্তর আমরা পাই তাঁর দীর্ঘ সতের বছরের শিষ্য ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের প্রাণপ্রিয় শিক্ষক ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর কণ্ঠে। একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ তাঁর কাছে আবদার করলেন—আমাকে ইমাম আবু হানীফার আখলাক সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বললেন—'খোদার কসম—আমি যতটুকু জানি—তিনি হারামের ব্যাপারে ছিলেন চরম কঠোর। দুনিয়াদার থেকে দূরে থাকতেন। সদা চিন্তামগ্ন থাকতেন। বেশির ভাগ সময় চুপ থাকতেন। বেশি কথা বলতেন না। কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জানা থাকলে উত্তর দিতেন। আমীরুল মুমিনীন! আমি তাঁকে জানি- তিনি তাঁর ব্যক্তি ও দীনের ক্ষেত্রে ছিলেন নিশ্ছিদ্র যত্নবান। কারো সম্পর্কে বললে তার ভালোটাই বলতেন!' হারুনুর রশীদ বললেন—এই তো নেক লোকদের আখলাক![২]

ভেতরের এই গুণের ওপর ছিল রূপের দীপ্তি। বদনখানা ছিল কান্তিময়। মুখে ছিল নয়নকাড়া শ্মশ্রু। বসন হতো মনোহর। সুবাস ছড়াতো অনুক্ষণ।

[১] মুসনাদে আহমাদ, ২: ৩৮১ এর সূত্রে মুহিউদ্দীন আওয়ামা—হাদীস : ২৯।

[২] হাফেয যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা—১২ পৃ.।

কথা ছিল মাধুর্যময়। ভাষা ছিল প্রাঞ্জল। কণ্ঠ ছিল স্পষ্ট ঋজু এবং উচ্চ। অতি জটিল বিষয়কেও জলের মতো সরল করে বলতে পারতেন।[১]

কারো প্রসঙ্গ মুখে এলে তা কেবল শুভতায়ই সীমিত থাকতো—এ কোনো সাধারণ গুণ নয়। ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল হামীদ হিম্মানী তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন—'একবার আমি আবু হানীফার দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল—সুফিয়ান সাওরীকে শুনলাম আপনার সমালোচনা করে! আপনার দোষ বলে। আবু হানীফা রহ. সঙ্গে সঙ্গে বললেন—আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন, সুফিয়ানকেও ক্ষমা করুন। সুফিয়ান যদি ইবরাহীম নাখাইর কালেও হারিয়ে যেতেন তাহলেও মুসলমানগণ তাঁর শূন্যতা উপলব্ধি করতো।'[২]

নিজের সমালোচক সম্পর্কে দোয়া করা অতঃপর অকপটে তার ব্যক্তিত্বের কথা স্বীকার করার এই গল্প বলা যায়, লেখা যায়—কিন্তু নিজের জীবনপাতায় আঁকা যায় না সহজে! জীবন যাঁদের আকাশের উচ্চতায় লিখিত হয় আল্লাহর আরশে তাঁরাই পারেন এমন কঠিনকে সহজ করে মানতে! আর এ পথকে সহজ করে তুলে হৃদয়ে লালিত আল্লাহর ভয় এবং দিবসে নিশিতে সাধিত অবিরাম ইবাদতের রস।

এই পৃথিবীর প্রাণ বাইতুল্লাহ। সায়্যিদুনা আবু হানীফা রহ. এই বাইতুল্লাহর ছায়ায় একাধারে ১৩০-১৩৭ হি. প্রায় সাত বছর কাটিয়েছেন। জীবনে হজ করেছেন পঞ্চান্ন বার। ইলমের নূর আরশের রহমত আর শ্রেষ্ঠ মনীষীগণের পরশে মক্কা-মদীনার আলোক ছায়ায় বেড়ে উঠেছে তাঁর অতুল মনীষা![৩]

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইবাদত-বন্দেগী ছিল প্রবাদজয়ী। ফলে সাধারণ রুটিনে অভ্যস্ত অনেকের কাছেই তা অবিশ্বাস্য। অবিশ্বাস্য মনের অসঅসায় এখানে কুপোকাত হতে দেখি আল্লামা শিবলীর মতো পণ্ডিতপুরুষকেও! তাই আমরা সাধারণ কোনো জীবনীকার নয়—ইতিহাসের প্রবাদপ্রতীম নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস হাফেয যাহাবী রহ. (৬৭৩-৭৪৮ হি.) এর সূত্রে কতিপয় ঘটনা উল্লেখ করছি! আমরা স্মরণ করিয়ে দিই, আল্লামা সুয়ূতী রহ. ذيل طبقات الحفاظ এ লিখেছেন : একালের মুহাদ্দিসগণ—হাদীসশাস্ত্রের চরিত ও অন্যান্য বিষয়ে চার ব্যক্তির কাছে

[১] ঐ—১১; আল্লামা শিবলী, সীরাতুন নু'মান—৫৫ পৃ.।

[২] হাফেয যাহাবী—ঐ: ৩৭ পৃ.।

[৩] উকূদুল জুমানের সূত্রে—টীকা তাবঈযুস সহীফা—২৩পৃ.।

পোষ্যতুল্য আর তাঁরা হলেন—মিযযী, যাহাবী, ইরাকী এবং ইবনে হাজার আসকালানী রহ.। তাই শুধু নিজেদের কিংবা নিজেদের কালের দিকে তাকালে অসম্ভব মনে হয় এমন সংশয়তাড়িত যুক্তিতে মানিত মনীষীদের লিখিত কথাকে অস্বীকার করার কোনো অর্থ হয় না।

প্রথমেই হযরত খারিজা ইবনে মুসআবের কথা বলি। তিনি বলেছেন—মুসলমানদের চার ইমাম এক রাকাতে পুরো কোরআন পড়তেন। তাঁরা হলেন, হযরত উসমান ইবনে আফফান, হযরত তামীম আদদারী, হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর ও হযরত আবু হানীফা—রাদিয়াল্লাহু আনহুম! আর হযরত ইয়াহইয়া ইবনে নাসার রহ. বলেছেন : কখনও কখনও আবু হানীফা রহ. রমজান মাসে ষাটবার কোরআন খতম করতেন। হযরত কাসেম ইবনে মা'ন রহ. বলেছেন—

> একরাতে ইমাম আবু হানীফা রহ. নামাযে দাঁড়িয়ে এই আয়াত—
> ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴾ পড়ছিলেন কাঁদছিলেন আর কাঁদছিলেন। অবশেষে ভোর নেমে আসে![1]

মিসয়ার ইবনে কিদামের পরিচয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা এবং সুফিয়ান সাওরী যাঁকে হাদীসশাস্ত্রে বিচারের মানদণ্ড মানতেন। তিনিও বলেছেন—

> رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة
>
> আমি আবু হানীফাকে এক রাকাতে পুরো কোরআন পড়তে দেখেছি।

হযরত মিসয়ারেরই আরেকটি ঘটনা। তিনি বলেন—আমি একবার মসজিদে ঢুকে দেখি এক ব্যক্তি নামাজ পড়ছে। তার পড়াটা খুবই মিষ্টি লাগল। দাঁড়িয়ে গেলাম। এক টানে কোরআনের এক সপ্তাংশ পড়ে ফেললেন। ভাবলাম এই বুঝি রুকু করবেন। না! পড়ে ফেললেন এক তৃতীয়াংশ। মনে মনে বললাম—এখন রুকু করবেন। অর্ধেক পড়া শেষ করলেন। তারপর পড়তেই থাকলেন। এবং এক রাকাতেই পুরো কোরআন পড়ে শেষ করলেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখি—আবু হানীফা রহ.![2]

---

[1] হাফেয যাহাবী, মানাকিবু আবী হানীফা : ১৮॥

[2] ঐ—১৭ ও ১৯ পৃ.॥

হাদীসশাস্ত্রের সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেছেন—ইমাম আবু হানীফা রহ. দীর্ঘদিন একই অযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েছেন। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর পুত্র হাম্মাদ রহ. বলেছেন—হাসান ইবনে উমারা রহ. যখন আমার বাবাকে গোসল দান করেন তখন বলেন : আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তিরিশ বছর ধরে আপনি লাগাতার রোজা রেখেছেন। চল্লিশ বছর ধরে শয্যা গ্রহণ করেন নি। আপনি আপনার উত্তরসূরিদের কষ্টকর পন্থায় ছেড়ে গেছেন এবং কোরআনের হাফেযগণকে লজ্জিত করে গেছেন।[1]

ভুল ভাঙল আওযাঈর

আল্লাহভীতি ও পরকালচিন্তার জীবন্ত ছবি ছিল ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবন। আমানত ও সততায় তিনি ছিলেন ইতিহাসের প্রবাদ পুরুষ। হাদীসশাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণও জানেন—হাদীস বর্ণনা কিংবা দীনি ইলমের ব্যাখ্যাকার হওয়ার জন্যে এই সব গুণের অধিকারী হওয়া প্রথম শর্ত। সততা সত্যবাদিতা এবং আল্লাহভীরুতায় রিক্ত যারা তারা আর যাই হোক দীনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে বরিত হতে পারে না। ইমাম আবু হানীফা রহ. ছিলেন প্রার্থিত এইসব গুণের উজ্জ্বল ছবি। তাই তাঁর গ্রহনযোগ্যতাও ছিল প্রশ্নাতীত। বরং সততা সত্যবাদিতা আল্লাহভীতি আর ইবাদতবন্দেগীর এই অনুপম সাধনাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল অনুপম উচ্চতায়। আর এই উচ্চতায় পুড়েছে অনেক প্রাণ হিংসার অনলে! হিংসার আগুনে পুড়েছে মন আর তার ধোঁয়া সৃষ্টি করেছে সংশয়ের কালো জাল। অনেক সরলজন আটকে মরেছে ওই সংশয়ের জালে!

মজার একটা ঘটনা বলি। হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আওযাই রহ. (১৫৭ হি.)। হাফেয যাহাবী রহ. তাঁকে শাইখুল ইসলাম ও হাফেয উপাধিতে স্মরণ করেছেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিরিয়াবাসী তাঁর তাকলীদ করেছে। হাদীস ও চরিতশাস্ত্রের অন্যতম প্রধান ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন— হাদীসের কেন্দ্রীয় চার ইমামের একজন আওযাঈ। মানিত চার ইমামের মতো তিনিও দীর্ঘকাল অনুসৃত ইমাম হিসাবে বরিত ছিলেন।[2]

---

[1] ঐ—১৯ পৃ.॥

[2] খালেদ মাহমুদ : আসারুল হাদীস—২; ২৮২ পৃ.॥

ঘটনাটি এই ইমাম আওযাঈ রহ. এর। ইমাম আবু হানীফার রহ. এর ছাত্র এবং আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন—আমি আওযাঈর সঙ্গে দেখা করতে সিরিয়া গেলাম। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বৈরুতে। আমাকে দেখামাত্রই বললেন—এই খুরাসানী! বল তো, কুফায় আবির্ভূত এই বেদয়াতি লোকটি কে—যাকে আবু হানীফা বলা হয়!? আমি তাকে কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। এসে হযরত আবু হানীফার গ্রন্থাবলি পড়তে শুরু করলাম। ভালো দেখে কিছু মাসআলা চয়ন করতে লাগলাম। তিনদিন কেটে গেল এভাবে। তৃতীয় দিন গেলাম আওযাঈর কাছে—মসজিদে। তিনি মহল্লার মসজিদের মুয়াজ্জিন এবং ইমাম। আমার হাতে সংকলিত গ্রন্থ। দেখেই বললেন—এটা কি বই? আমি তার হাতে তুলে দিলাম। একটি মাসআলায় চোখ ফেললেন। আমি তাতে লিখে রেখেছি— নুমান বলেছেন ...। আজানের পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্রন্থের শুরুর অংশটা পড়ে ফেললেন। তারপর গ্রন্থটি আস্তিনে রেখে একামত দিলেন। নামাজ পড়ালেন। নামাজ শেষে বইটি বের করে পড়ে শেষ করলেন। শেষ করার পর আমাকে বললেন—খুরাসানী! এই নুমান ইবনে সাবেত লোকটা কে? বললাম—একজন শায়েখ, ইরাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে! বললেন—এতো এক মহান শায়েখ! যাও, তার কাছে গিয়ে আরো কিছু শিখো। আমি বললাম—

هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه

ইনিই আবু হানীফা- যার সান্নিধ্যে যেতে আপনি বারণ করেন!

আরেকটি বর্ণনায় আছে—আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেছেন—তারপর আওযাঈর সঙ্গে দেখা হয় মক্কা মোকাররমায়। দেখি আওযাঈ সেই মাসআলাগুলো নিয়ে আবু হানীফার সঙ্গে কথা বলছেন। আর আমি যা লিখেছিলাম হযরত ইমাম তা আরও বিশদভাবে তুলে ধরছিলেন। তাদের বৈঠক ভাঙার পর আমি আওযাঈকে বললাম—আবু হানীফাকে কেমন দেখলেন? বললেন—

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله، واستغفر الله تعالى، لقد كنت في غلط ظاهر، الزم الرجل، فإنه بخلاف ما بلغني عنه

তাঁর বিপুল জ্ঞান আর বিস্তীর্ণ বুদ্ধিমত্তায় ঈর্ষান্বিত হয়েছি। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আমি খোলামেলা ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি তাঁর সঙ্গ ছেড়ো না। তাঁর সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি বাস্তবে তিনি তার বিপরীত।[1]

বলার অপেক্ষা রাখে না, ইমাম আওযাঈর মতো দক্ষ মুহাদ্দিসকে যাঁর বিপুল ইলম ঈর্ষান্বিত করেছে তাঁর জ্ঞান-গভীরতা নিয়ে তর্ক চলে না। এও সত্য ঈর্ষাকাতর এবং হিংসাদগ্ধ অনেকেই এই তর্ক জন্ম দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন যুগে যুগে। সবিশেষ হাদীসশাস্ত্রে হযরাতুল ইমামের প্রতিষ্ঠাকে হিংসার অনলে ছাই করার চেষ্টা হয়েছে ভয়াবহ। কিন্তু কথা হল কি—ওই যে আল্লামা হারিরী রহ. বলেছেন না—

فما على التِّبرِ عارٌ ... في النَّارِ حينَ يُقلَّبُ

খাঁটি সোনাকে যতই আগুনে পোড়া হোক তাতে লজ্জার কিছু নেই। বরং যতই পোড়া হয় ততই তার শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়। ভস্ম হয় আরোপিত সব কলঙ্ক!

উম্মাহর শাহানশাহ

স্মরণ করি হাদীসশাস্ত্রের মহান ইমাম আবু দাউদ রহ.কে। জন্ম ২০২ হি. সালে আর ওফাত লাভ করেছেন ২৭৫ সালে। বিখ্যাত ছয় কিতাবের মহান দুই ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ তাঁর ছাত্র। তিনি এবং ইমাম বুখারী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছাত্র। ইবনে হিব্বান রহ. বলেছেন—

كان احد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانا

ইলম, ফেকাহ, হিফয, তাকওয়া, ইবাদত, ইতকান ও শাস্ত্রীয় নৈপুণ্যে পৃথিবীর মানিত ইমামগণের একজন ছিলেন।

হাফেয ইবনে মানদাহ রহ. বলেছেন—সহীহ ও সূত্র প্রতিষ্ঠিত হাদীসকে ত্রুটিপূর্ণ হাদীস থেকে আলাদা করে দিয়েছেন চার ব্যক্তি। তাঁরা হলেন বুখারী ও মুসলিম আর তাঁদের পরে আবু দাউদ ও নাসাঈ! তাছাড়া হাকেম আবু আবদুল্লাহ রহ. বলেছেন—

ابو داود امام اهل الحديث في زمانه بلا مدافعة

[1] মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ : ১২৪-১২৫ পৃ.।

আবু দাউদ তাঁর কালের মুহাদ্দিসগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম।[১] উম্মতের এই অবিসংবাদিত ইমাম আমাদের ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেছেন—

رحم الله أبا حنيفة كان اماما

আল্লাহ আবু হানীফার প্রতি রহম করুন—তিনি তো ইমাম ছিলেন।[২]

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি—ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম বুখারীর উস্তাদ শাইখুল ইসলাম হাফেয আবু আবদুর রহমান মুকরী যখন ইমাম আবু হানীফার সনদে হাদীস বর্ণনা করতেন তখন বলতেন—حدثنا شاهنشاه—এই হাদীস আমাদেরকে মহান সম্রাট বর্ণনা করেছেন। মহান এই মুহাদ্দিস ইমাম আবু হানীফা থেকে নয়শ হাদীস শুনেছেন।[৩]

হাদীসের এই সংখ্যা কারো কাছে সামান্য মনে হতে পারে। তাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—এই যে এখন আমরা লাখালাখি হাদীসের সংখ্যা শুনি এটা মূলত সনদের বিচারে। মূল বাণী ও মতনের বিচারে হাদীসের প্রকৃত সংখ্যা কি—সুফিয়ান সাওরী, শু'বাতুবনুল হাজ্জাজ, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে—

ان جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرار اربعة الاف واربع مأة حديث

পুনরাবৃত্তি ছাড়া সহীহ হাদীসের সংখ্যা চার হাজার চারশ।

তাছাড়া পুনরাবৃত্তি বাদ দিলে সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমের হাদীস সংখ্যাও সাড়ে তিন হাজারের বেশি নয়।[৪]

---

[১] মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী, হায়াতে ইমাম আবু দাউদ রহ.—৯-২৫ পৃ.॥
[২] মাওলানা আবদুর রশীদ নু'মানী, মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস—২১ পৃ.॥
[৩] মাকালাতে হাবীব—৩: ১২২॥
[৪] মুহাম্মদ আলী কান্দালবী, ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—৩১৭ পৃ.॥

কালের সঙ্গে সূত্র যতই প্রলম্বিত হয়েছে হাদীসের সংখ্যা সনদ ও তরীকের বিচারে ততই বেড়েছে। আর পেছনে স্বর্ণকালের দিকে উঠে গেলে সনদের মূল্য যেমন বেড়ে যায় কমে যায় তেমনি সংখ্যা। সুতরাং ইমাম আবু হানীফার মতো তাবেঈ ইমাম ও মুহাদ্দিসের সনদে নয়শ হাদীসের ভাণ্ডার সে এক মহা সঞ্চয়—যা ইমাম বুখারীর মতো মুহাদ্দিসের উসতাদের পক্ষেই মানায়!

হাদীস হযরাতুল ইমামের কতটা নখদর্পণে খেলা করত তার একটা চমৎকার উপমা দিই। ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে ফররুখ আলফারসী রহ. ইমাম মালিক রহ. এর ছাত্র এবং মালিকী মাজহাবের মানিত ইমাম। একই সঙ্গে তিনি ইমাম আজম রহ. এরও শিষ্য। ইমাম আবু হানীফার কাছ থেকে তিনি প্রায় দশ হাজার মাসআলা লিখেছেন। তাঁর জীবনীতে আছে—তিনি নিজেই বলেছেন—'একদিন আমি আবু হানীফার সান্নিধ্যে বসা ছিলাম। এমন সময় ঘরের উপর থেকে একটি ইট আমার মাথায় পড়ে যায়। রক্ত বেরিয়ে পড়ে। তখন তিনি আমাকে বলেন—চাইলে তুমি এর জরিমানা নিতে পার, আবার চাইলে তিনশ হাদীসও নিতে পার। আমি বললাম—হাদীসই আমার জন্য উত্তম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তিনশ হাদীস শুনিয়ে দেন।' এ হলো হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উপস্থিত শক্তি।[১]

ইমাম বুখারীর আরেক উসতাদ ইয়াহইয়া ইবনে আদম রহ.। বুখারী শরীফেও তার সনদে হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—কোরআনের মতো হাদীসেও নাসেখ মানসুখ রয়েছে। আবু হানীফা নুমান রহ. তার শহর কুফার সকল হাদীস সংগ্রহ করেছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ আমল মাফিক যে হাদীস তিনি সেটাই গ্রহণ করেছেন আর তিনি ছিলেন এ বিষয়ে প্রাজ্ঞজন।[২]

আমরা ভুলে যাই নি, ইমাম বুখারীর প্রথম সারির শিক্ষক এবং ইমাম আবু হানীফা রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্র মক্কী ইবনে ইবরাহীম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

كان أبو حنيفة زاهدا عالما راغبا في الأخرة صدوق اللسان أحفظ اهل زمانه.

---

[১] মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ : ১৭৪ পৃ.॥
[২] ঐ, আসারুল হাদীসিশ শরীফ : ১৭৯ পৃ.॥

আবু হানীফা ছিলেন পরহেজগার আলেম আখেরাতের প্রতি উন্মুখ আর দুনিয়াবিরাগী সত্যবাদী এবং সমকালীনদের মধ্যে সবচে' বড় হাদীসের হাফেয।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ.ও আবু হানীফাকে 'আহফাযু আহলি যামানিহি—তাঁর কালের সেরা হাফেযে হাদীস' বলেছেন।[1]

সনদের উচ্চতায় অনন্য তিনি

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সনদের উচ্চতা গৌরব ও সম্মানের প্রতীক। এই সম্মান ও গুরুত্ব দুই কারণে। প্রথমত হাদীসের সনদ ও সূত্র যত ছোট হবে ততই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্য সাধিত হবে। যেমন তাবেঈ কথাটি সাহাবীর কাছে শুনেছেন, তিনি শুনেছেন নবীজির কাছে। ঠিক এই কথাটিই যখন কোনো একজন তাবেতাবেঈর শিষ্য বর্ণনা করতে যান তখন তাঁকে বলতে হয়—আমি অমুক তাবেতাবেঈর কাছে শুনেছি, তিনি অমুক তাবেঈর কাছে শুনেছেন, তিনি শুনেছেন অমুক সাহাবীর কাছে। আর সেই সাহাবী শুনেছেন প্রিয়তম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। কথা কত দূরে চলে গেল। দূরে ও কাছের এই রহস্য লুকিয়ে আছে সনদে। সনদ দীর্ঘ হলে কথা চলে যায় দূরে, সনদ ক্ষুদ্র হলে কথা চলে আসে কাছে। দ্বিতীয়ত সনদ যত ক্ষুদ্র হয়, স্বল্পমাধ্যমবিশিষ্ট হয় তার যাচাই ও বিচার যেমন সহজ হয়, ভুলত্রুটির আশঙ্কাও থাকে কম। এ কারণেই হাদীসশাস্ত্রের গবেষকদের চোখে সনদের উচ্চতা অসামান্য মর্যাদার বিষয়।

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সৌভাগ্য হলো—জগত আলোকরা বিখ্যাত চার ইমামের মধ্যে একমাত্র তিনিই শুধু সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যম হয়ে দরবারে নবীর ছাত্র।[2] আমরা পূর্বেই উল্লেখ করে এসেছি—তিনি একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য ছিলেন। কথা হলো, তিনি কোনো সাহাবী থেকে কোনো হাদীস শুনেছেন কিনা এবং তা বর্ণনা করেছেন কিনা—এ বিষয়ে গেল শতাব্দীর খ্যাতিমান হাদীসশাস্ত্রজ্ঞ বরিত গবেষক মনীষী মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ. চমৎকার আলোচনা করেছেন।

---

[1] মাকালাতে হাবীব—৩: ১২২।

[2] মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ., ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস—১৯৪ পৃ.।

তথা যুক্তি ও চিন্তার বিচারে অনন্য তাঁর বক্তব্যটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি—"স্মরণযোগ্য, ইমাম আবু হানীফা রহ. সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনার বিষয়টি—আমরা যতটুকু জানি—সর্বপ্রথম অস্বীকার করেছেন দারাকুতনী রহ. (ওফাত : ৩৮৫হি.)। তারপর আরও কেউ কেউ করেছেন। দারাকুতনীর ভাষায়—

لم يلق ابو حنيفة احدًا من الصحابة، إلا أنه رأى انسًا بعينه ولم يسمع منه.

আবু হানীফা কোনো সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি তবে তিনি হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নিজ চোখে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর মুখে কোনো হাদীস শুনেন নি।[1]

দারাকুতনীর পর খতীব বাগদাদী 'তারিখে বাগদাদ' গ্রন্থে দারাকুতনীর বাণীটিই আবৃত্তি করেছেন। দেখা গেছে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ নিশাপুরীর চরিতাংশে হযরত ইমাম অবু ইউসুফ রহ. এর সূত্রে ইমাম আজম রহ. এর একটি হাদীস সনদসহ বর্ণনার পর—যাতে স্পষ্ট বলা আছে, হাদীসটি ইমাম আজম রহ. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সরাসরি শুনেছেন—খতীব লিখেছেন :

لا يصح لأبي حنيفة سماع من انس بن مالك

হযরত ইমাম আবু হানীফা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস শোনার বিষয়টি ঠিক নয়।[2]

আর ইমাম আবু হানীফা রহ. এর চরিত বর্ণনায় লিখেছেন—

رأى ابو حنيفة انس بن مالك

আবু হানীফা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছেন।[3]

পরবর্তীকালে শাফিঈ মাজহাবের আলেমগণের অনেকেই এই দুইজনের কথার ভিত্তিতে সাধারণত একথাই লিখে দিয়েছেন। এমন কি যায়নুদ্দীন ইরাকী এবং ইবনে হাজার আসকালানীও এ ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে সুর

---

[1] হাফেয সুয়ূতী রহ., তাবঈযুস সহীফা—৫ পৃ.।

[2] খতীব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ—৯ : ১১১।

[3] ঐ— ১৩ : ৩২৪।

মিলিয়েছেন। কিন্তু দারাকুতনী এবং খতীব—হযরত আবু হানীফা সম্পর্কে যে মন্দ ধারনার শিকার তার আলোকে বিচার করলে তাদের মতামতের মূল্য আর অস্পষ্ট থাকে না। বিশেষ করে হাদীসশাস্ত্রের বড় বড় ইমামগণ যখন তাদের বিপরীতে হযরত ইমাম আজমের পক্ষে ফয়সালা দিয়েছেন। দেখুন এই ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন—মালিকুল হুফফায—হাফেযে হাদীসগণের সম্রাট, জারহ্ ওয়া তা'দীল—চরিত ও বিচারশাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম এবং হাদীসশাস্ত্রের স্তম্ভপুরুষ! তিনি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে লিখেছেন—

ان ابا حنيفة صاحب الرأى سمع عائشة بنت عجرد، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اكثر جند الله فى الارض الجراد، لا اكله ولا احرمه. [لسان الميزان ترجمة عائشة بنت عجرد]

নিঃসন্দেহে সাহিবুর রায়—আবু হানীফা হযরত আয়েশা বিনতে আজরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে একথা বলতে শুনেছেন—আমি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক সংখ্যক বাহিনী হলো টিড্ডি। আমি এগুলো খাইনা এবং হারামও বলি না।[1]

লক্ষ করুন, এখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—ইমাম আবু হানীফা রহ. এই হাদীস হযরত আয়েশা বিনতে আজরাদের কাছে শুনেছেন। তাছাড়া হিলয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থের লেখক হাফেয আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহ. (ওফাত : ৪৩০হি.)—হাদীসশাস্ত্রে খতীব বাগদাদীও যাঁর ছাত্র—স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—ইমাম আবু হানীফা নিম্নোক্ত সাহাবীগণকে দেখেছেন এবং তাঁদের মুখ থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁরা হলেন— ১. আনাস ইবনে মালিক ২. আবদুল্লাহ ইবনুল হারেস আযযাবিদী এবং ৩. আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহুম।[2]

---

[1] লিসানুল মিযানে سمعت رسول الله পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে। হাদীসের বাণীটি আমরা অন্য কিতাব থেকে উদ্ধৃত করেছি—নুমানী।

[2] সাবাত ইবনুল জাওযী, আলইনতিসার ওয়াততাওযীহ লিলমাযহাবিস সহীহ, মিশর—১০-১১ পৃ.।

খতীব বাগদাদীর সমকালীন আলেম হাফেয ইবনে আবদুল বার আন্দালুসী রহ. জামিউ বায়ানিল ইলম গ্রন্থে[1] ইমাম আবু ইউসুফের সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন—যাতে ইমাম আবু হানীফা রহ. স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে বলেছেন—এই হাদীসটি তিনি উল্লিখিত সাহাবী থেকে শুনেছেন শুনেছেন যে এর প্রমানে তিনি লিখেছেন—

ذكر بن سعد كاتب الواقدى ان ابا حنيفة رأى انس بن مالك وعبد الله بن الحارث بن جزء.

ওয়াকেদীর কাতেব ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন—আবু হানীফা আনাস ইবনে মালিক এবং আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে দেখেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উল্লিখিত হাদীসটি একই সনদে হাফেয আবু বকর জিয়াবী রহ. (ওফাত : ৩৫৫হি.) তদীয় বিখ্যাতগ্রন্থ 'আলইনতিসার লিমাযহাবি আবী হানীফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তারপর লিখেছেন—হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস আযযাবিদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হি. ৯৭ সালে ওফাত লাভ করেছেন।[2] মনে রাখতে হবে, হাফেয আবু বকর জিয়াবী রহ. ইলালে হাদীস এবং রিজাল শাস্ত্রের মানিত ইমাম ছিলেন। চার লাখ হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। দারাকুতনীও তাঁর কাছে হাদীস পড়েছেন। হাফেয যাহাবী রহ. 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থে তাঁর সবিস্তার জীবনী লিখেছেন।

পরবর্তীকালের আলেমগণের মধ্যে এবং হাফেয ইরাকী ও ইবনে হাজার আসকালানীর সমকালীনদের মধ্যে তহাবীর ব্যাখ্যাকার হাফেয আবদুল কাদের কুরাশী ও সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাকার হাফেয বদরুদ্দীন আইনী রহ. অনেকগুলো বর্ণনার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন—ইমাম আবু হানীফা রহ. একাধিক সাহাবীর মুখে হাদীস শুনেছেন।

যাই হোক—এটা বাস্তব, ইমাম আবু হানীফা রহ. একাধিক সাহাবীর কাল পেয়েছেন। তাঁদের কেউ কেউ তাঁর যৌবনের সূচনা পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনকে তিনি দেখেছেনও। সবিশেষ হযরত আনাস রা. এর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি এতটাই অকাট্য—দারাকুতনী এবং খতীবের মতো

---

[1] প্রকাশক মাকতাবা মুনিরিয়া, মিশর—১ : ৪৫।

[2] সদরুল আইম্মা, মানাকিবুল ইমামিল আযম—১ : ২৫-২৬।

গোঁড়া লোকদের পক্ষেও অস্বীকার করার সাহস হয় নি। তাছাড়া তাঁর খান্দানে শিশুদেরকে সাহাবায়ে কেরামের দরবারে নিয়ে যাওয়ার প্রতিও বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁর বাবা সাবেতও শিশুকালে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দরবারে হাজির হয়েছিলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সাবেত এবং তার খান্দানের জন্যে কল্যানের দোয়া করেছিলেন।[১] এই পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা রহ. যদি সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে কিছু হাদীস শুনে থাকেন তা অস্বীকার করার কী আছে? অথচ ইমাম মুসলিম রহ. এর মতে কোনো সমকালীন মুহাদ্দিস যদি অপর সমকালীন ব্যক্তির সনদে ((عن)) শব্দে হাদীস বর্ণনা করেন তাহলে মনে করতে হবে তিনি তার উসতাদ থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। এই সনদও মুত্তাসিল—অবিচ্ছিন্ন বলে বিবেচিত হবে। অবশ্য ইমাম বুখারী রহ. এর দৃষ্টিতে সনদ মুত্তাসিল হওয়ার জন্যে তাদের উভয়ের জীবনে অন্তত একবার সাক্ষাৎ প্রমানিত হতে হবে।

বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা রহ. সাহাবী থেকে সরাসরি হাদীস বর্ণনার বিষয়টি অনেক মুহাদ্দিস বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাফেয ইবনে আবদুল বার এবং হাফেয জিয়াবী যে সনদ বর্ণনা করেছেন সে সম্পর্কে কোনো ধরনের জারহ—আপত্তির কথাও শোনা যায় নি। বলার অপেক্ষা রাখে না—এসকল বর্ণনা যদি প্রমানিত না হতো তাহলে হাদীসশাস্ত্রের এই স্তম্ভপুরুষ—ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, হাফেয আবু বকর জিয়াবী হানাফী, হাফেয আবু নুয়াইম ইস্পাহানী শাফিঈ এবং হাফেয ইবনে আবদুল বার মালিকীর মতো ব্যক্তিগণ কোনোভাবেই ইমাম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে স্পষ্টভাষায় বলতেন না—তিনি সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনেক হাদীস শুনেছেন।"[২]

ফলবান বৃক্ষ বলে...

ইমাম তিরমিযীকে পৃথিবীর কে না জানে! ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু দাউদ রহ. এর সর্বাধিক খ্যাতিমান শিষ্য। তাঁর সংকলিত জামে হাদীসশাস্ত্রের অবিসংবাদিত ভাণ্ডার। তারপরও আল্লামা ইবনে হাযাম

[১] তারিখে বাগদাদ, ইমাম আবু হানীফার চরিত দ্র.।

[২] মাওলানা নুমানী, ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, মাকতাবা বুশরা, টীকা : ১৯৫-১৯৭ পৃ.।

জাহেরী রহ. (৪৭৫ হি.) এর মতো পণ্ডিত মানুষ তাঁকে মাজহুল - অজ্ঞাত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।[১] তাই বলে কি উড়ে গেছেন ইমাম তিরমিযী রহ. মজার বিষয় হলো—একালের পাঠকদেরকে ইবনে হাযাম চেনাতে হয়তো অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হবে অথচ ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সামান্য সখ্য আছে এমন যে কেউ ইমাম তিরমিযীকে চিনেন! বিষয়টি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ক্ষেত্রে ঘটেছে আরও ঘটা করে! এটা কেন? এর সহজ উত্তর দিয়েছেন আল্লামা আইনী রহ.। তাঁর ভাষায়—

ولكن لا يرمى الا شجر فيه ثمر

ফলবান বৃক্ষেই তো ঢিল ছোড়া হয়।

এই ইমাম দারাকুতনীর কথাই ধরি! উম্মাহর প্রবাদপ্রতীম ইমামগণ যাঁকে হাদীসশাস্ত্রের হাফেয ও ইমাম অভিধায় ভূষিত করেছেন দারাকুতনী সেই মহাকালের শ্রেষ্ঠ ইমামকে যঈফ-দুর্বল বলে দিয়েছেন সরল শিশুর নামতা পাঠের মতো। মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ. এর দুটি উত্তর দিয়েছেন। ১. যারা ইমাম আবু হানীফাকে ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ধন্য হয়েছেন যেমন—ইবনুল মুবারক, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, শু'বা এবং আবদুর রাযযাক—তাদের তুলনায় কী মূল্য আছে দারাকুতনীর? ২. তাছাড়া খোদ দারাকুতনী তার সুনান গ্রন্থে বিপুল পরিমাণে দুর্বল মুনকার মা'লুল এমনকি মাওযু হাদীসও সংকলন করেছেন উদার চিত্তে! তদীয় الجهر بالبسملة গ্রন্থে জেনে শুনে প্রচুর যঈফ হাদীস উল্লেখ করেছেন। জনৈক মুহাদ্দিস যখন তাকে এ বিষয়ে কসম করতে বললেন তখন দারাকুতনী স্বীকার করে বলেছেন—ليس فيه حديث صحيح আমার এই রচনায় কোনো সহীহ হাদীস নেই।[২] এই যার মুখ তিনিই বলেন আবু হানীফা দুর্বল! হায়, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

রহস্যের সন্ধানে

এটা কি কোনো খেদের ফসল? হতেও পারে। খালাফ ইবনে আইয়ুব রহ.। ইমাম মুহাদ্দিস এবং ফকীহ—বলেছেন হাফেয যাহাবী। আরও বলেছেন—

[১] আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস—২ : ৩২১।

[২] নুমানী, মাকানাতু আবী হানীফা ফিল হাদীস- ১৩৩-১৩৫ পৃ.।

মাশরিক অঞ্চলের মানিত মুফতী। পরহেজগার। বলখের সেরা আলেম। ফকীহ হয়েছেন ইমাম আবু ইউসুফের সান্নিধ্যে থেকে। হাদীস পড়েছেন ইবনে আবু লায়লা, আওফ আরাবী, মা'মার ইবনে রাশেদের মতো মুহাদ্দিসগণের কাছে। আওলিয়া-সম্রাট ইবরাহীম ইবনে আদহামের সান্নিধ্য পেয়েছেন দীর্ঘ। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতো হাদীস ও চরিত শাস্ত্রের স্তম্ভপুরুষগণ তাঁর ছাত্র! তিনি এ সুবাদে একটা চমৎকার কথা বলেছেন—

صار العلم من الله تعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صار الى اصحابه، ثم صار الى التابعين، ثم صار الى أبي حنيفة واصحابه، فمن شاء فليرض، ومن شاء فليسخط.

ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে। তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরামের কাছে। তাঁদের থেকে তাবেঈনে ইজামের কাছে। তাদের থেকে আবু হানীফা এবং তার শিষ্যদের কাছে। এতে যার ইচ্ছা খুশি হোক আর যার ইচ্ছা ক্ষুব্ধ হোক।[1]

অবশ্য এই খেদ ক্ষোভ ও হিংসার একটা যুক্তিগ্রাহ্য কারণ লিখেছেন হাদীসশাস্ত্রের বিদগ্ধ পুরুষ আল্লামা যাহেদ কাওসারী রহ.। তাঁর ভাষায়—

لكن ذنب أبي حنيفة- ان اكثر القضاة الذين امتحنوا الرواة في عهد المامون كانوا على مذهبه، فانتقموا منهم بالنيل من امامهم، سامحهم الله.

'আবু হানীফার অপরাধ হলো এই—বাদশাহ মামুনুর রশীদের যুগে যারা বিচারপতি ছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন ইমাম আবু হানীফার মাজহাবের অনুসারী। সেকালের মুহাদ্দিসগণকে তাঁরা পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিলেন। তাই তারা বিচারপতিদের ইমামকে আঘাত করে তার প্রতিশোধ নিয়েছেন—আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন।'[2]

[1] ঐ—৩৩-৩৬।

[2] টীকা—মানাকিবু আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি—৩৯ পৃ.।

একজন অতি সাধারণ মানুষও বুঝেন—এম বি বি এস না করে কেউ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ কিংবা বিজ্ঞানী হতে পারে না। ফিকহ ও ইজতিহাদের বিষয়টিও অনুরূপ। কোরআন ও হাদীসে গভীরতর পাণ্ডিত্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি ইজতিহাদের পথে পা বাড়াতে পারে না। তাছাড়া ডক্টরেট করে যিনি ইউনিভার্সিটির স্যার হয়েছেন তার কাছে মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক কাগজ চাওয়ার মতো বোকামি কি কোনো শিক্ষিত মানুষ করে?

শাফিঈ মাজহাবের জগদ্বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস আলআল্লামাতুস সিকাহ মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আসসালেহী তার কালজয়ী গ্রন্থ উকূদুল জুমানে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—

اعلم رحمك الله- ان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى من كبار حفاظ الحديث، وذكره الحافظ الناقد ابو عبد الله الذهبي في كتابه الممتع صفات الحفاظ المحدثين منهم. ولقد اصاب واجاد، ولو لا كثرة اعتنائه بالحديث ما تهيأ له استنباط مسائل الفقه، فانه أول من استنبط من الأدلة.

শোন—আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন! ইমাম আবু হানীফা রহ. হলেন হাদীসের প্রধান হাফেযগণের অন্যতম। প্রাজ্ঞ সমালোচক হাফেয যাহাবী রহ. তাঁকে তাবাকাতুল হুফফাযিল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে হাফিযুল হাদীস হিসাবেই উল্লেখ করেছেন। তিনি ঠিক বলেছেন এবং ভালো বলেছেন—হাদীসের সঙ্গে যদি তাঁর সযত্ন বন্ধন না থাকত তাহলে ফেকাহর মাসায়েল উদ্ভাবন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না। তিনিই তো কোরআন হাদীস চষে সর্বপ্রথম মাসায়েল আবিষ্কার করেছেন।[1]

তাছাড়া যাঁরা কোনো শাস্ত্রে সেই শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের বিচারে বরিত ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোন তাঁদের সম্পর্কে উত্তরসূরিদের তর্ক করারও অধিকার থাকে না। কথাটি ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ. তদীয় 'জমউল জাওয়ামে' গ্রন্থে বলেছেন এভাবে—'আমরা বিশ্বাস করি- আবু হানীফা,

[1] নুমানী, মাকানাতু আবী হানীফা ফিল হাদীস—৬৮ পৃ.।

মালিক, শাফিঈ, আহমদ, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আওযাঈ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, দাউদ যাহেরী, ইবনে জারীর এবং মুসলমানদের অন্য সকল ইমাম আকীদা ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত! তাদের সম্পর্কে কে কী বলল তা দেখার বিষয় নয়!'

শাইখুল ইসলাম আবু ইসহাক শিরাজী শাফিঈ রহ. লিখেছেন—'সারকথা হলো—রাবী হয় আদালত ও বিশ্বস্ততায় প্রসিদ্ধ হবে কিংবা ফাসেক হিসাবে প্রসিদ্ধ হবে অথবা এমন হবে তার ফিসক ও আদালত অজ্ঞাত। যদি তার বিশ্বস্ততা প্রসিদ্ধ হয় যেমন সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম অথবা শীর্ষ তাবেঈন যেমন হাসান বসরী আতা শু'বা নাখাঈ কিংবা মহান ইমামগণ যথা—মালিক, সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক এবং তাঁদের সমপর্যায়ের যারা—তাঁদের সনদে বর্ণিত হাদীস অবশ্যই গ্রহণ করা হবে এবং তাঁদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে খোঁজাখুঁজির কোনো প্রয়োজন নেই।'[১]

উম্মাহর কেউ কেউ এই অপ্রয়োজনীয় কাজটাই করেছেন। করতে গিয়ে আবার লালদাগ স্পর্শ করে আহত করেছেন নিজের মর্যাদাকে। ইমাম নাসাঈর কথাই বলি। ইমাম আবু হানীফাকে যঈফ রাবীর সারিতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি—ইমাম নাসাঈ ইমাম আবু দাউদের ছাত্র। ইমাম আবু দাউদ ইমাম আবু হানীফাকে ইমাম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি আরেকটু উপরে যাই তাহলে ইমাম আবু দাউদ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ছাত্র। তিনি ইমাম আবু ইউসুফের একান্ত ভক্ত এবং ছাত্র। আর ইমাম আবু ইউসুফ 'ইমাম' হয়েছেন আবু হানীফার সান্নিধ্যে থেকে! তারপরও কথা হলো ইমাম নাসাঈ ইমাম আবু হানীফাকে দুর্বল হিসাবে উল্লেখ করেছেন কেন? শাফিঈ মাজহাবের প্রখ্যাত উকিল হাফেযুদদুনিয়া ইবনে হাজার আসকালানী এর উত্তরে বলেছেন—

النسائى من ائمة الحديث، والذى قاله انما هو بحسب ما ظهر له
وأداه اليه اجتهاده، وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله.

[১] মাকালাতে হাবীব—৩: ১৩২-১৩৩।

নাসাঈ হাদীসের ইমাম। আর আবু হানীফা সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন এবং তার ইজতেহাদ ও সাধনায় যা লাভ করেছেন তা বলেছেন। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির সকল কথা গ্রহণযোগ্য হয় না।[১]

সুতরাং মহান মনীষী সম্পর্কে কোনো কথা শোনামাত্রই তা চোখ বুজে মুখে তুলে নাও অতঃপর চলুক 'বমনক্রিয়া'—এর অবকাশ নেই! অবশ্য মত ও রুচির ভিন্নতার কারণেও হয়তো অনেকে বাঁকা চোখে দেখেছেন। অতঃপর মত প্রকাশ করতে গিয়ে হয় তো ভেঙে ফেলেছেন ইনসাফের দেয়াল। যেমন নাসীর ইবনে ইয়াহইয়া আলবালখীর কথাই ধরি। তিনি একবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে বললেন—আপনি এই ব্যক্তির (ইমাম আবু হানীফার) সমালোচনা করেন কেন? বললেন—রায় ও কেয়াসের কারণে। বললেন—এই যে মালিক—তিনিও তো কেয়াস করেন! আহমদ বললেন—হ্যাঁ, তবে আবু হানীফার মত ও কেয়াস গ্রন্থাদিতে হাজির হয়ে গেছে। বললেন—মালিকের মত ও কেয়াসও গ্রন্থে ঠাঁই করে নিয়েছে। বললেন—আবু হানীফা মালিকের চেয়ে অনেক বেশি কেয়াস করেছেন! নাসীর বললেন—

فهلا تكلمتم في هذا بحصته و هذا بحصته؟ فسكت.

তাহলে প্রত্যেকেরই তার কেয়াসের অনুপাতে সমালোচনা করছেন না কেন? একথা বলার পর ইমাম আহমদ চুপ হয়ে যান।[২]

দেখুন—রায় ও কেয়াস হলো ইজতিহাদের বুনিয়াদ এবং কোরআন ও সুন্নাহর দীপিত নূর। এর বিভায় যুগে যুগে পথ পেয়েছে উম্মাহ। তাত্ত্বিক আলোচনা নয়। একটি সরল ঘটনা বলি—ইমাম আ'মাশ রহ. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর শিষ্য। বিখ্যাত তাবেঈ। আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস শু'বা সুফিয়ান সাওরী ওয়াকী ইমাম আবু হানীফা প্রমুখ তাঁর ছাত্র। সত্যবাদিতায় ছিলেন প্রবাদতুল্য। মানুষ তাকে মুসহাফ (কোরআন) বলে ডাকতো। সত্তর বছর নামাযে তাকবীরে উলা ফওত হয় নি। মুহাদ্দিস সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা তার সম্পর্কে বলেছেন—

أقرءهم لكتاب الله واحفظهم للحديث واعلمهم بالفرائض

[১] মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ : ১৭২।
[২] যাহাবী, মানাকিব—৩৫ পৃ.।

কোরআনের সবচে' বড় কারী। হাদীসের সবচে' বড় হাফেয এবং ফারায়েযের সবচে' বড় আলেম।[১]

আবু নুয়াইম হিল্‌য়া গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—এই আ'মাশ বলেছেন :

قال لى حبيب بن أبى ثابت—وهو كوفى أيضا—أهل الحجاز وأهل مكة أعلم بالمناسك. قال—الاعمش—فقلت له : فأنت عنهم—أى: تكون نائبا عنهم فى المناظرة—وأنا عن أصحابى—أى: أهل الكوفة—لاتأتى بحرف الا جئتك فيه بحديث!

কুফার আরেক অধিবাসী হাবীব ইবনে সাবিত একবার আমাকে বললেন : হেজাজ ও মক্কাবাসী 'মানাসিক' সম্পর্কে সবচে' ভালো জানে। আ'মাশ বলেন—আমি তাকে বললাম : তাহলে তুমি তাদের পক্ষে প্রতিনিধি হও আর আমি আমার কুফাবাসীর পক্ষে। বিতর্ক করব। তুমি যে কোনো বিষয়ে একটি অক্ষরও যদি বল আমি সে সম্পর্কে একটি হাদীস শুনিয়ে দেব।[২]

ঘটনাটি হাদীস ও কেরাত শাস্ত্রের এই তাবেঈ মনীষির। একবার তার সান্নিধ্যেই উপবিষ্ট ইমাম আবু হানীফা রহ.। তাঁকে মানুষ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করছে—এই বিষয়ে আপনি কি বলেন, এই বিষয়ে আপনি কি বলেন? ইমাম আবু হানীফা উত্তর দিচ্ছেন। ইমাম আবু হানীফা উত্তর দিচ্ছেন—আমি এই বলি, আমি এই বলি। আ'মাশ তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন—এগুলো তুমি কোথা থেকে বল? হযরত ইমাম তখন তাকে বললেন—

أنت حدثتنا عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، وعن أبي إياس عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من دل على خير كان له مثل أجر عمله .

---

[১] ড. খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস—২ : ২৬৫॥
[২] মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ—১৭৮ পৃ.॥

وحدثنا عن أبى صالح، عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال له رجل : يا رسول الله كنت أصلى فى داري فدخل علي رجل وأعجبنى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم: لك أجران: أجر السر وأجر العلانية.

وحدثنا عن الحكم، عن أبى مجلز، عن حذيفة، عنه صلى الله عليه وسلم....

وحدثنا عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعا....

وحدثنا عن أبى الزبير، عن جابر مرفوعا....

وحدثنا عن يزيد الرقاشي، عنأنس مرفوعا....

فقال الأعمش: حسبك، ما حدثتك فى مئة يوم حدثتني في ساعة، ما علمت أنك تعمل بهذه الأحاديث، يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، وأنت أيها الرجل أخذت بكلا الطرفين.

অর্থাৎ আপনি আমাকে বর্ণনা করেছেন আবু সালেহ থেকে তিনি আবু হুরায়রা থেকে ... এভাবে হযরত আ'মাশের সূত্রে প্রাপ্ত হাদীসের এক বিশাল ফিরিস্তি মুখের উপর শুনিয়ে দেন—যার আলোকে তিনি এতক্ষণ—আমি এই বলি— বলে মাসআলা বলছিলেন।

অবাক আ'মাশ তখন বললেন—'থাক থাক! আমি একশ দিনে তোমাকে যা শুনিয়েছি তুমি মুহূর্তে তা শুনিয়ে দিয়েছ! আমি জানতাম না, তুমি এই সব হাদীস থেকে এভাবে মাসআলা বয়ান করছ! হে ফকীহসমাজ শোন! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা হলাম ফার্মাসিস্ট। আর তুমি জয় করেছ উভয় তরফ।'[১]

কথা হলো—এরই নাম রায় ও কেয়াস! আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন—

---

[১] ঐ—১২২-১২৩ পৃ.॥

لا تقولوا: رأي أبي حنيفة رحمه الله، ولكن قولوا: انه تفسير الحديث.

তোমরা আবু হানীফার রায় বলো না, বল—হাদীসের তাফসীর।[1]

বলি—এমন জ্বলন্ত সাক্ষীর পর আর কার কি বলার থাকে?

কেয়াসের প্রথম শত্রু

এ কালের মাজহাববিরোধি সমাজ কথায় কথায় আমাদের সম্মানিত ইমামগণকে রায় ও কেয়াসের কথা বলে খোটা দেন এবং বিকৃত স্বাদ অনুভব করেন। অথচ আমাদের সচেতন পাঠকগণ জানেন, সর্বপ্রথম কেয়াসকে এবং নবতর সংকটের প্রেক্ষিতে ইজতেহাদ করাকে অস্বীকার করেছিল ইবরাহীম নাজ্জাম। প্রিয় নবীজির সম্মানিত সহচর—সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও যেহেতু কেয়াসের আলোকে ফতোয়া দিয়েছেন তাই নাজ্জাম তাঁদেরও সমালোচনা করেছে। তাঁদের সম্পর্কে অসঙ্গত কথা বলেছে।[2]

এখনও যারা কেয়াসের বিরোধিতা করেন, কেয়াসের নাম করে বিরোধিতা করেন মুসলিম উম্মাহর মানিত ইমামগণের তাদের এই বিরোধিতার স্বরূপ জানতে হলে এই ইবরাহীম নাজ্জামকেও জানতে হবে।

আমরা মুতাজেলা সম্প্রদায়ের নাম জানি। এও জানি তারা একটি ভ্রান্তশ্রেণি। ভ্রান্ত ভ্রষ্ট এই মুতাজেলা সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত মনীষী আবুল হুজাইল। আর আবুল হুজাইলের ভাগ্নে এই আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে সায়্যার আননাজ্জাম। বসরার বাজারে পুঁতির মালা গাঁথা ছিল তার পেশা। তাই মানুষ তাকে 'নাজ্জাম' বলে ডাকত। মূলত সে ছিল নিকৃষ্টতর মুরতাদদের একজন। তরবারীর ভয়ে মুতাজেলা সেজে বেড়াত এই চতুর দুশমন। সুমানিয়া তথা বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে ছিল তার সখ্যতা। বিশেষ করে—ব্রাহ্মণ্যবাদের নবুওয়াত অস্বীকারের বিষয়টির প্রতি তার ছিল অপার মুগ্ধতা। তরবারীর ভয়ে সে তার এই মত ও চিন্তাকে প্রকাশ করতে সাহস পেত না। তবে কায়দা করে কোরআনে কারীমের শাব্দিক মু'জেযাকে

[1] ঐ—১৩৩ পৃ.।

[2] আল্লামা কাওসারী, ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম : ১৫ পৃ.।

অস্বীকার করেছে। আরও অস্বীকার করেছে আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করণ, তাঁর হাতে পাথরের তাসবীহ পাঠ, তাঁর আঙুল থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়াসহ বিভিন্ন মু'জেযাকে। উদ্দেশ্য—এর ভেতর দিয়ে তাঁর নবুওয়াত অস্বীকারের পথ তৈরি করা। শরীয়তের সবিস্তার বিধানাবলিকে ভার মনে করত সে। কিন্তু তবে তা অস্বীকার করতে পারে নি। কৌশলে ওইসব বিধানাবলির উৎস দলিলগুলোকে অস্বীকার করেছে। এই সূত্রেই সে—১. ইজমার প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করেছে; ২. ইসলামের ধারাবাহিক বিধানাবলির উৎস কেয়াসকে অস্বীকার করেছে আর—৩. যেসব হাদীস দ্বারা অকাট্য কোনো কথা প্রমাণিত হয় না—তার প্রামাণ্যতাকেও অস্বীকার করেছে।

মজার কথা কি, অধিকাংশ মুতাজেলা তাকে কাফের বলেছে। তার মামা আবুল হুযাইল—মুতাজেলা সম্প্রদায়ের বড় গুরু—তিনিও তাকে কাফের বলেছেন। সাহাবায়ে কেরাম এবং ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনের এই হতভাগা দুশমন শিয়া খারেজী এবং নাজ্জারিয়াদের সুরে সুর মিলিয়ে বরাবর সমালোচনা করেছে। আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাতের বিপুলসংখ্যক মনীষী তাকে কাফের বলেছেন। আল্লামা যাহেদ কাওসারী রহ. তার সম্পর্কে লিখেছেন—

هو كثير الوقيعة في اهل الحديث، وهو اول من نفى القياس والاجماع وبتشغيباته فيهما انخدع الخوارج والظاهرية والشيعة، توفي في حدود ٢٣١، اخزاه الله وبوأه المكان اللائق به.

আহলুল হাদীসের কাছে বিপুল বিতর্কিত সে। সেই সর্বপ্রথম কেয়াস ও ইজমাকে অস্বীকার করে। কেয়াস ও ইজমার বিরুদ্ধে তার ক্ষুব্ধ-লড়াইয়ের কারণে তার সম্পর্কে প্রতারণার শিকার হয়েছে খারেজী জাহেরী এবং শিয়া সম্প্রদায়। হি. ২৩১ এর দিকে মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করুন এবং তার উপযুক্ত স্থানে তাকে আবাস দান করুন![1]

[1] আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, টীকা—ফিকহু আহলিল ইরাক : ১৫-১৬ পৃ.।

সুতরাং যারা চোখ বন্ধ করে কেয়াসের বিরুদ্ধে অনর্গল বলে যাওয়াকে হাদীস ও সহীহ হাদীসের খাঁটি নূরানি সেবা মনে করেন—তাদের ভেবে দেখা উচিত তারা কোন মানিকের পথে হাঁটছেন!

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর দীপক কীর্তি

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর উজ্জ্বল কীর্তি হলো কিতাবুল আছার। সদরুল আইম্মা মুয়াফফাক ইবনে আহমাদ আলমাক্কী রহ. ইমামুল আইম্মা বাকর ইবনে মুহাম্মদ যিরানজারী (ওফাত ৫১২ হি.) এর সূত্রে লিখেছেন—

انتخب ابو حنيفة رحمه الله كتاب الآثار من اربعين الف حديث

চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে তিনি কিতাবুল আছার সংকলন করেছেন।

সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে—ইমাম আজম রহ. বলেছেন—

عندي صناديق الحديث ما اخرجت منها الا اليسير الذي ينتفع به

আমার কাছে সিন্দুকে সিন্দুকে হাদীস রয়েছে। মানুষের উপকারে লাগবে এমন সামান্যই আমি বের করেছি।

হাফেয আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহ. মুসনাদে আবু হানীফায় সনদসহ উল্লেখ করেছেন—ইয়াহইয়া ইবনে নাসার বলেন—আমি একবার কিতাববোঝাই একটি ঘরে আবু হানীফার সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম—এগুলো কি? বললেন—এসবই হাদীসের পাণ্ডুলিপি। আমি এ থেকে মানুষের উপকারে আসে এমন সামান্য পরিমাণ বর্ণনা করেছি।[১]

এও স্মরণযোগ্য, বিভিন্ন বিষয়ে সুবিন্যস্তরূপে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ হাদীসসংকলন এই কিতাবুল আছার। এর আগে মুহাদ্দিসগণ হয়তো অবিন্যস্তরূপে উসতাদের শিরোনামে সংকলন তৈরি করেছেন কিংবা বিশেষ কোনো একটি বিষয়ে। একই মলাটে বহুবিষয়ে বিষয়বিন্যাসে সংকলনের ধারা প্রথম প্রবর্তন করেন ইমাম আবু হানীফা রহ.। মুয়াত্তাসহ পরবর্তীকালের সকল সংকলনের তাই পথরেখা এই কিতাবুল আছার। এক কথায়, ইমাম আবু হানীফা জ্ঞানের এক অথৈ সাগর। এই সাগরের তীরে

[১] মাকালাতে হাবীব—৩: ১২৩-১২৪ পৃ.॥

এসে উম্মাহর দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি ভাগ্যবান কাফেলা শীতল করেছে প্রাণ, আঁজলা ভরে নিয়েছে পথের পাথেয়। আবু হানীফার মশাল হাতে নির্বিঘ্নে চলেছে পথ। এই পথ সোজা গিয়ে মিশেছে পবিত্র মক্কায় এবং প্রাণের মদীনায়। আর প্রাণ-শীতলকরা এই দীর্ঘ কাফেলা দেখে হিংসায় পুড়েছে আবার কেউ কেউ। মুহাদ্দিস ইবনে দাউদ আলখুরায়বী রহ. যথার্থই বলেছেন—

الناس في ابي حنيفة حاسد وجاهل

মানুষ আবু হানীফা সম্পর্কে হয় মূর্খতার শিকার অথবা হিংসার।[১]

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেন—আমি হাসান ইবনে উমারাকে দেখেছি ইমাম আবু হানীফার উটের রশি ধরে হাঁটছেন আর বলছেন—খোদার কসম! ফেকায় আপনার চাইতে প্রাঞ্জল গভীর স্থির ও প্রত্যুৎপন্নমতি আর কাউকে আমরা পাই নি। আপনি আপনার কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেরা বাগ্মী। মানুষ হিংসার কারণেই আপনার সমালোচনা করে।[২]

ইসলামে ফেকাহ'র মূল্য

ইমাম আবু হানীফা প্রসঙ্গের সবচাইতে চুম্বক দিক তাঁর ফেকাহ! এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাতের ভেতর দিয়েই ইতি টানব এই মধুময় প্রসঙ্গের।

ইসলামের নাম বলে যারা ইসলামের শেকড় কাটে অনুক্ষণ তাদের স্লোগানগুলো খুবই বর্নিল। একজন সাদামনের মানুষকে মুহূর্তেই সংশয়াবিষ্ট করে। মানুষের মনে এই সব সংশয় ও অসঅসা সৃষ্টি করা খুব ভালো কাজ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣ مِن
شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٤ ٱلَّذِى يُوَسْوِسُ فِى صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥
مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦﴾

বলুন! আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির এবং মানুষের মাবুদের কাছে—আত্মগোপনকারী

[১] নুমানী, মাকানাতু আবী হানীফা—১২৭ পৃ.॥
[২] যাহাবী, মানাকিব—৪১ পৃ.॥

(শয়তান) কুমন্ত্রনাদাতার অনিষ্ট থেকে—সে কুমন্ত্রনা দেয় মানুষের অন্তরে—জিন ও মানুষের মধ্য থেকে। [নাস : ১১৪ : ১-৬]

কুমন্ত্রনা কুমন্ত্রনাই। সময় পরিস্থিতি ব্যক্তি ও স্থান ভেদে তার রঙ বদলায়, ভাষা বদলায়, বদলায় প্রকাশ ভঙ্গি।

একটা রসিকতার গল্প বলি। আমাদের দক্ষিণ এশিয়ার পথিকৃত মনীষী, তাফসীর হাদীস ফেকাহ দর্শন ও সাহিত্যের বিদগ্ধ শিক্ষক এবং প্রবাদপ্রতীম বুজুর্গ মুফতী মাহমুদ হাসান গঙ্গুহী রহ. (ওফাত : ১৯৯৬ ঈ.)। ঘটনাটি তাঁর। তিনি বলেছেন—একবার (১৪০৩হি. ১৯৮৩) আমি আফ্রিকার একটি মাহফিলে অতিথি হয়ে গেলাম। নানা মত ও চিন্তার মানুষের সমাবেশ। কথিত আহলে হাদীস, মুনকিরীনে হাদীস—হাদীস অস্বীকারকারী দল, চিকিৎসক ও প্রকৌশলীসহ নানা অঙ্গনের মানুষ সেখানে উপস্থিত। আমাকে বলা হলো—আমরা আসলে আপনাকে ওয়াজ শোনার জন্যে দাওয়াত করি নি। আমরা আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব আপনি তার উত্তর দিবেন। বললাম, ঠিক আছে। শুরুতেই এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল—'মানবজাতির হেদায়েতের জন্যে যখন কোরআন আছে তখন আবার হাদীসের কী প্রয়োজন?' আমি বললাম : মানুষের হেদায়েতের জন্যে তো আল্লাহই আছেন! আবার রাসূলের কি দরকার? জনাব চুপ! বললাম—কোরআনের শান হলো— هدى للناس মানুষের জন্যে পথপ্রদর্শক! আর রাসূলের শান হলো—بيان للناس মানুষের জন্যে বিশদ ব্যাখ্যাতা। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন—

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾﴾

এবং তোমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছি—মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে—যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে—যাতে তারা চিন্তা করে। [নাহল : ১৬ : ৪৪]

তারপর বললাম : আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—কোরআনে কারীমে তো আদেশ করা হয়েছে 'তোমরা যথাযথভাবে নামাজ আদায় করো।' এখন মাগরিব তিন রাকাত ইশা চার রাকাত ফজর দুই রাকাত ইত্যাদি কোথা থেকে জানলাম আমরা? হাদীস থেকেই তো! কোরআন বলেছে— 'তোমরা জাকাত দাও।' এখন উটের নেসাব এই, ছাগলের নেসাব এই, সোনারূপার নেসাব এই আর জাকাত ফরজ হওয়ার জন্যে

বছর পূর্ণ করার শর্ত এবং সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ জাকাত দেয়ার বিধান আমরা কোথায় পেলাম? কোরআনের কোথাও এসব কথা সবিস্তারে লেখা নেই! আমরা চিন্তা করলেই বুঝব—হাদীসকে উপেক্ষা করে কোরআনকে মানা সম্ভব নয়। তাছাড়া হাদীসকে বাদ দিয়ে কোরআন ও রাসূলকে মেনে নেয়ারও সুযোগ নেই। কোরআন যে আল্লাহর কালাম এবং নবীজির প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এসব কথা সবিস্তারে হাদীসের মাধ্যমেই আমরা জেনেছি!

এবার সে বলল—আচ্ছা, ঠিক আছে—কোরআন থাকা সত্ত্বেও যদি হাদীস ছাড়া না চলে তাহলে সেটা না হয় মানলাম! কিন্তু এই 'ফেকাহ' আবার কোন আপদ? এই আপদ এলো কোত্থেকে? আমি বললাম—আপদ না, নেয়ামত। ফেকাহ অর্থ দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

﴿يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে 'হিকমত' দান করেন এবং যাকে হিকমত দান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যান দান করা হয় এবং বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষাগ্রহন করে। [বাকারা : ২: ২৬৯][১]

আর হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ তায়ালা যার কল্যান চান তাকে দীনের ফেকাহ বুঝ ও জ্ঞান দান করেন।[২]

সুতরাং ফেকাহ বিপদ কিংবা আপদ নয়। বরং আমরা চিন্তা করলেই বুঝতে পারব ফেকাহ ছাড়া হাদীস মানাও সম্ভব নয়।[৩]

---

[১] আর যাবতীয় বিষয়বস্তুকে সঠিক জ্ঞান দ্বারা জানাকে হিকমত বলা হয়। টীকা—ই ফা বা। শরীয়ত ও আহকাম—কাশশাফ ১ : ১৭৫।

[২] সহীহ বুখারী, হাদীস : ৭১; তিরমিজি—১ : ১৪৫।

[৩] মালফুজাতে ফকীহুল উম্মত—১ : ১২৬।

এ ছিল হযরাতুল উসতাদ মুফতী মাহমূদ রহ. এর মজলিসি কথা। যদি কোরআনের দিকে তাকাই সেখানেও আছে ফেকাহর প্রতি উদাত্ত আহ্বান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন—

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ ﴾

'মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়। তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না—যাতে তারা দীন সম্পর্কে—তাফাক্কুহ—জ্ঞানানুশীল করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যখন তারা এদের কাছে ফিরে আসবে—যাতে তারা সতর্ক হয়। |তাওবা : ৯ : ১২২|

উল্লিখিত আয়াতে 'ফিক্হ' ধাতুমূল থেকে উৎসারিত শব্দ 'তাফাক্কুহ' তথা দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জনের লক্ষ্যে একটি অংশকে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে। সুতরাং ফিকাহকে উপেক্ষা করে কি কোরআন মানার দাবি করা যাবে? তাছাড়া আমাদের নবীজির বাণীতেও ফেকাহ যে অর্থে আকর সেকথা বর্ণিত হয়েছে হাদীসের ভাষায়। লক্ষ করুন—হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي، فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَا فِقْهَ لَهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও প্রাণময় রাখুন যে আমার কথা শুনেছে, আত্মস্থ করেছে অতঃপর তা শুনে নি এমন ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এমন অনেক ফেকাহবাহক আছে যার মধ্যে ফেকাহ নেই আবার এমন ফেকাহবাহকও আছে যে তার চাইতে বড় ফেকাহবিদের কাছে তা পৌঁছে দেয়।[১]

---

[১] মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১৬৭৩৮; সুনান ইবনে মাজা, হাদীস : ২৩১; কাশফুল খাফা ওয়া মুযিলুল ইলবাস, হাদীস : ২৮১৩।

মজার কথা কি—ফেকাহর নাম শুনতেই যাদের চন্দ্রমুখ মেঘভারাক্রান্ত হয় তাদের অগ্রপথিক পণ্ডিত নাসিরুদ্দীন আলবানীও এই হাদীসখানাকে 'সহীহ' বলেছেন।[১] হাদীসে নবীজি তাঁর বাণীবাহকদের জন্যে আশীর্বাদ করেছেন। সঙ্গে এও বলে দিয়েছেন—তাঁর এই বাণী এমনজনও গভীর শ্রদ্ধায় অনন্ত সতর্কতায় বয়ে বেড়াবে—যে কেবল তার বাইরের বাণীটাই হয় তো বুঝবে। গভীরে নিহিত মনিমুক্তা থাকবে তার অধরা। অতঃপর তার মাধ্যমে এই বাণী পৌঁছে যাবে গভীরদৃষ্টি জহুরীর হাতে। জহুরী বাণীর গভীরে ডুব দিয়ে তুলে আনবে সুপ্ত গুপ্ত মনিমুক্তা! আমরা এখানে স্মরণ করতে পারি—ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রিয় শিক্ষক আমের শা'বীকে। হাদীস সংকলনের স্তম্ভ পুরুষ ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন—জগতে এখন আলেম আছেন চার জন। পবিত্র মদীনায় সাঈদ, কুফায় শা'বী, বসরায় হাসান বসরী আর শামে মাকহুল রহ.। এই কিংবদন্তী আমের শা'বীর পরামর্শেই ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস অধ্যয়নে সবিশেষ মনযোগী হন। তিনি নিজেই বলেছেন—

انا لسنا بالفقهاء، ولكنا سمعنا الحديث فروينا الفقهاء.

আমরা ফকীহ নই। তবে হাদীস শুনেছি অতঃপর তা ফকীহগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছি।[২]

ইমাম শা'বীর এই বাণী উল্লিখিত হাদীসেরই ব্যাখ্যা। এও বলতে দ্বিধা নেই হযরত আমের শা'বী রহ. যে সকল ফকীহর কাছে হাদীস পৌঁছে দিয়ে নিজেকে দায়মুক্ত ভাবছেন ইমাম আবু হানীফা তাদের অন্যতম। তাছাড়া অনুরূপ কথা আমরা এর আগে অবিসংবাদিত মুহাদ্দিস হযরত আ'মাশ রহ. এর কণ্ঠেও শুনে এসেছি। তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ.কে অকপটে বলেছেন—

يا معشر الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة

وانت ايها الرجل! اخذت بكلا الطرفين.

---

[১] ঐ..।

[২] মাওলানা মুহাম্মদ আলী কান্ধালবী রহ. ইমাম আবু হানীফা আওর ইলমে হাদীস—১৬৮-১৬৯ পৃ.।

> হে ফকীহসমাজ! তোমরা হলে চিকিৎসক আর আমরা হলাম ফার্মাসিস্ট আর ওহে! তুমি জয় করেছ উভয় তরফ।[1]

ফেকাহশাস্ত্রের শক্তি ও গুরুত্ব সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

> শয়তানের কাছে একজন ফকীহ হাজার আবেদের চাইতেও ভার।[2]

অর্থাৎ শয়তান একজন ফকীহকে যতটা ভার ও বিপদ মনে করে একহাজার আবেদকে ততটা ভার ও বিপদ মনে করে না।

ফেকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.

ফেকাহশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত সম্রাট। বরং ফেকাহশাস্ত্র পৃথিবীতে প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করেছে তাঁর হাত ধরে। মহান দয়াময় প্রভু তাঁর অন্তরকে ফেকাহর নূরময় বিভায় এতটাই আলোকিত করেছিলেন—পৃথিবী যার দ্বিতীয় উপমা দেখে নি। তাবিঈগণের স্বর্ণকালেই তাঁর নাম বাতাসে উড়ে বেড়িয়েছে, লালিত হয়েছে উম্মাহর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধায়।

লাইস ইবনে সা'দ রহ.কে স্মরণ করতে পারি। জগতের খ্যতিমান মুজতাহিদ ইমাম এবং হাদীসশাস্ত্রের অবিসংবাদিত ইমাম। জন্ম : ৯৪ হিজরী আর ওফাত : ১৭৫ হি.। ঐতিহ্যের শহর মিশর যাঁদের জ্ঞানের মশালে একদা ছিল আলোকিত লাইস ইবনে সা'দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জ্ঞনগভীরতা পরিমাপের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট, ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন—

الليث افقه من مالك، ضيعه اصحابه

> ইমাম লাইস ইবনে সা'দ ইমাম মালিকের চে'ও বড় ফকীহ ছিলেন কিন্তু তাঁর শিষ্যগণ তাঁর ফেকাহকে ধরে রাখতে পারে নি।

আমরা ভুলে যেতে পারি না, ইমাম শাফিঈ হযরত ইমাম মালিকের সরাসরি ছাত্র। সুতরাং তাঁর এই মূল্যায়নের অর্থ গভীর। সদরুল আইম্মা মুয়াফফাক

---

[1] শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ, ১২৩।

[2] জামে তিরমিযী, হাদীস : ২৬৮১ ,সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস :২২২।

ইবনে আহমদ মক্কী রহ.—মানাকিবুল ইমামিল আযম—গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন—আমি হযরত লাইস রহ. এর কাল পেয়েছি অথচ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি নি—এই দুঃখ আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। গবেষণালব্ধ নানা বিষয়ে ইমাম মালিক রহ. এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপও আমাদের অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারের বিপুল অংশ। মিশরের এই মানিত ইমাম সম্পর্কে কাজী ইবনে খাল্লিকান ও শাইখুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী রহ. বলেছেন—তিনি হানাফী ছিলেন। কথা কি, লোকমুখে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর প্রতিভার কথা শুনে শুনে একদা ইমাম লাইসও মুখিয়ে উঠেন সাক্ষাতের জন্যে। অতঃপর তাঁর ভাষায়—

بلغني ان ابا حنيفة يريد الحج، فخرجت اليه قاصدا فلقيته بمكة، فسألته عن مسائل الخبايات...

> আমি জানতে পারলাম আবু হানীফা হজে যাচ্ছেন। আমিও তাঁর সাক্ষাতের জন্যে হজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। মক্কায় তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করলাম...

এই সফরের বিবরণীতে এও আছে—মক্কা মুকাররমায় হযরত ইমাম আবু হানীফার দরবার। সেখানে ইমাম লাইসও উপস্থিত। এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা রহ.কে প্রশ্ন করল—আমি অনেক পয়সা খরচ করে আমার ছেলেকে বিয়ে করাতে চাই। ভয় হলো, পুত্র যদি তার বধূকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে সম্পদসহ চলে যাবে। আর যদি দাসী কিনে দিই পুত্র তাকে আজাদ করে দিলে আমার পুরো অর্থই গেল। আমি কী করতে পারি? হযরত ইমাম বললেন—পুত্রকে নিয়ে বাজারে যাবে। যে দাসীর প্রতি তার চোখ পড়বে তাকে কিনে এনে তার সঙ্গে বিয়ে দিবে। যদি তালাক দেয় তোমার দাসী তোমার ঘরে চলে আসবে। আর চাইলেও সে তাকে আজাদ করতে পারবে না—কারণ সে তার মালিক নয়। এই ঘটনা বর্ণনার পর ইমাম লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন—

فوالله ما اعجبني جوابه كما اعجبني سرعة جوابه

> আল্লাহর কসম! তাঁর উত্তর আমাকে যতটা মুগ্ধ করেছে তারচে' বেশি মুগ্ধ করেছে তাঁর উত্তরের দ্রুততা!

ইমাম লাইস ছিলেন মুহাদ্দিস ফকীহ এবং মুজতাহিদ। হযরত ইমাম আবু হানীফার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাকে একনজর দেখতে পারেন নি বলে আমরণ আক্ষেপে দগ্ধ হয়েছেন হযরত ইমাম শাফিঈ রহ. তিনি মুগ্ধ ছিলেন ইমাম আবু হানীফার ফেকাহ—গভীরপাণ্ডিত্যে।[১]

আমরা আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ.কে জেনে এসেছি। আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীস—হাদীসশাস্ত্রে বরিত সম্রাট। তিনি বলেছেন—

ما رأيت في الفقه مثل ابي حنيفة رحمه الله

আমি ফেকাহর ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার মতো কাউকে দেখি নি।[২]

ওয়াকী ইবনুল জাররাহ। যাঁর সনদ ছাড়া হাদীসের ভাণ্ডার অচল। ইমাম শাফিঈ রহ. এর বিশিষ্ট উসতাদ। বলেছেন—

ما لقيت احدا افقه من ابي حنيفة ولا احسن صلاة منه

ফেকাহয় ইমাম আবু হানীফার চাইতে বড় আর নামাযে তাঁর চাইতে সুন্দর কাউকে দেখি নি।[৩]

হাদীসশাস্ত্রে মুসহাফ—লিখিতগ্রন্থ বলে মানিত ইমাম আ'মাশ। হাদীসের সমূহ ভাণ্ডারে আলোছড়ানো নাম। তাঁকে গভীর ও সূক্ষ্ম কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে প্রিয় শিষ্য ইমাম আবু হানীফার কাছে পাঠিয়ে দিতেন।[৪]

সুফিয়ান সাওরী রহ.কে আমরা জানি। বুখারী শরীফের বিপুল হাদীসের রাবী। হাদীসশাস্ত্রের মানিত সম্রাট—আমীরুল মুমিনীনা ফিল হাদীস। হয় তো এর আগেও উল্লেখ করেছি—মুহাদ্দিস আবু বকর আয়্যাশ রহ. বর্ণনা

[১] যাহাবী, মানাকিব—৩১ পৃ.; মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ., ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, ১৪২-১৪৩; আল্লামা যাহেদ কাওসারী, ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম—১৭০-১৭১; আল্লামা সুয়ূতী, তাবঈযুস সহীফা—৫০; মাওলানা আবদুল্লাহ মারুফী, গায়রে মুকাল্লিদিয়্যাত : জায়েযা ওয়া তাআরুফ, ৩১-৩৫ পৃ.।

[২] আল্লামা খাযরাজী, খোলাসাতু তাযহীবিল কামাল : ৩৪৫।

[৩] তারিখে বাগদাদ, ১৩ : ৩৪৫ এর সূত্রে মাওলানা আশেক এলাহী বারনী, আলইমামুল ইমাম আবু হানীফা রহ.: ৮ পৃ.।

[৪] তারিখে বাগদাদের সূত্রে—ঐ—৯ পৃ.।

করেন, সুফিয়ান সাওরীর ভাই ওমর মারা গেলে আমরা সমবেদনা জানাতে আসি। দেখি জনাকীর্ণ তাঁর দরবার। সেখানে মনীষী আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীসও আছেন। এমন সময় এক কাফেলাসহ উপস্থিত হলেন আবু হানীফা। সুফিয়ান তাঁকে দেখামাত্র আসন থেকে সরে পড়লেন। দাঁড়ালেন। গলাগলি করলেন। নিজের আসনে আবু হানীফাকে বসিয়ে নিজে তাঁর সামনে বসে পড়লেন। পরে আমি তাঁকে বললাম—আবু আবদুল্লাহ! আজ আপনাকে এমন একটি কাজ করতে দেখলাম—আমার কাছে বিষয়টি ভালো লাগে নি এবং আপনার শিষ্যদের কাছেও নয়। বললেন, কী? বললাম : আবু হানীফা আসলেন, আপনি দাঁড়িয়ে তার দিকে ছুটে গেলেন। আপন আসনে বসতে দিলেন। আবেগঘন আচরন করলেন। সুফিয়ান সাওরী বললেন—'এতে তোমাদের অপছন্দের কি আছে! তিনি জ্ঞানের এমন আসনে অধিষ্ঠিত—যার জন্যে দাঁড়াতেই হয়। যদি তাঁর ইলম (হাদীস) এর খাতিরে না দাঁড়াতাম তাঁর বয়সের খাতিরে দাঁড়াতে হতো। যদি বয়সের কারনে না দাঁড়াতাম ফেকাহশাস্ত্রে তাঁর উচ্চতার কারনে দাঁড়াতে হতো। যদি এই কারনেও না দাঁড়াতাম তাঁর পরহেজগারির খাতিরে তো দাঁড়াতে হতোই।' সুফিয়ান আমাকে বোকা বানিয়ে দিলেন। আমার কাছে তার কথার কোনো জবাব ছিল না।[১] এই সুফিয়ান সাওরী আরও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

كان ابو حنيفة افقه اهل الارض في زمانه.

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন তাঁর কালে পৃথিবীশ্রেষ্ঠ ফকীহ![২]

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান—জ্ঞানজগতের তারকামুখ। হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি পরখের কষ্টিপাথর। চরিতশাস্ত্রেও তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় পুরুষ। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ. বলেছেন—

ما رأيت احدا اعلم بالرجال منه.

চরিতশাস্ত্রে তাঁরচে' বড় আর কাউকে আমি দেখি নি।

[১] আল্লামা সুয়ূতী, তাবঈযুস সহীফা—১০৩-১০৪ পৃ.।

[২] আল্লামা ইবনে কাসীর, আলবেদায়া ওয়ান নেহায়া—১০ : ১০৭।

অপর দিকে হাদীস ও ফেকাহ উভয় শাস্ত্রে আবিসংবাদিত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন—

يحيى القطان اثبت الناس وما كتبت عن احد مثله.

হাদীসশাস্ত্রে ইয়াহইয়া আলকাত্তান সবচে' শক্ত পুরুষ। আমি তাঁর মতো আর কারও কাছ থেকে হাদীস লিখি নি।[১]

এই ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আলকাত্তান বলেছেন—

لا نكذب الله! ماسمعنا احسن من رأى ابى حنيفة، وقد اخذنا باكثر اقواله.

মিথ্যা বলব না—আমরা আবু হানীফার মতের চাইতে সুন্দর কিছু শুনি নি। আমরা তাঁর অধিকাংশ মতকেই গ্রহন করেছি।[২]

ইমাম শাফিঈ রহ.। উম্মাহর আকাশে চিরউজ্জ্বল নক্ষত্র। ইমাম বুখারীর অমিত শ্রদ্ধায় লালিত শিক্ষক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের শিক্ষক। অপর দিকে তিনি ছাত্র ইমাম আবু হানীফর ছাত্র মুহাম্মদ রহ. এর। এই ইমাম শাফিঈ রহ. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন—

من اراد ان يعرف الفقه فليلزم ابا حنيفة و اصحابه، فان الناس كلهم عيال عليه فى الفقه.

কেউ যদি ফেকাহ শিখতে চায় সে যেন আবু হানীফা এবং তার সঙ্গীগনের নিয়মিত সঙ্গ গ্রহন করে। কারণ সকল মানুষই ফেকাহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার পুষ্যতুল্য।[৩]

মূলত ফেকাহ হলো কোরআন ও হাদীসের মগজতুল্য। এই মগজের সন্ধান ও আবিষ্কার সকলের কাজ নয়। একটা উদ্ধৃতি দিই। অবশ্য সেটা মজার গল্পও বটে। আল্লামা রামাহরমুযী রহ. তদীয় 'আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল' গ্রন্থে লিখেছেন—ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন আবু খায়সামা এবং খালাফ ইবনে মুসলিম রহ. একসঙ্গে বসে হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করছেন। তাঁদের

[১] ড. খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস, ২ : ২৯৮।
[২] আল্লামা সুয়ূতী, তাবঈযুস সহীফা : ৯১।
[৩] ঐ—৯৯ পৃ.।

মুখে মুখে গুঞ্জরিত হচ্ছে—নবীজি এই বলেছেন, নবীজিকে একথা বলতে শুনেছি, হাদীসটি অমুক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, অমুক ছাড়া এটা আর কেউ বর্ণনা করেন নি, ইত্যাদি...। এমন সময় একজন মহিলা এসে দাঁড়াল। বলল—আচ্ছা বলুন তো, ঋতুবতী নারী গোসল করে কি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাতে পারবে? তারা সকলেই নীরব। পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করছেন। এমন সময় এদিকে আসছিলেন আবু সাওর। মহিলাটিকে বলা হলো—আগন্তুককে জিজ্ঞেস করুন। মহিলা এগিয়ে গেলেন। কাছে আসার পর প্রশ্নটি তাঁকেও করলেন। আবু সাওর বললেন—হ্যাঁ, গোসল করাতে পারবে। কারণ—উসমান ইবনুল আহনাফ কাসিমের সূত্রে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন—হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন—তোমার মাসিক তোমার হাতে লেগে রয় নি। তাছাড়া হযরত আয়েশা রা. বলেছেন—আমি ঋতুবতী অবস্থায়ও পানি দিয়ে নবীজির মাথায় সিঁথি করে দিতাম। সুতরাং পানি দিয়ে যদি জীবিত মানুষের মাথায় তিনি সিঁথি কাটতে পারেন তাহলে অবশ্যই মৃত মানুষকে গোসল দিতে পারবে।

আবু সাওরের মুখে এই সপ্রমান মাসআলা শোনার পর মজলিসের সবাই একসুরে বলতে লাগলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ... এই হাদীস অমুক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, এই হাদীস আমরা এই সনদেও জানি—বলে হাদীসের নানা সনদ ও বর্ণনায় সরব হয়ে উঠেন। তখন ওই নারী বলে উঠেন—

فاين كنتم الآن؟!

তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে?![১]

কোরআন ও হাদীসের জ্যোতির্ময় শব্দাবলির গভীরে ডুব দিয়ে যারা আহরণ করেছেন মানব জাতির চলার পথের বিন্দু বিন্দু বিদ্যুৎপাথেয় তারাই উম্মাহর সম্মানিত ফকীহসমাজ আর সায়্যিদুনা আবু হানীফা রহ. তাদের মাথার মুকুট। হাফেয যাহাবীর ভাষায়—

عى طلب الآثار ورحل فى ذلك، واما الفقه والتدقيق فى الرأى وغوامضه فاليه المنتهى والناس عليه عيال فى ذلك.

[১] আল্লামা মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ : ২০০।

ইমাম আবু হানীফা হাদীস শিক্ষায় মনযোগ দিয়েছেন, এর জন্যে দেশে দেশে ঘুরেছেন। আর ফেকাহ এবং চিন্তা ও অতলান্ত গবেষণায় তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত। ফেকাহশাস্ত্রে সকল মানুষ তাঁর কাছে ঋণী।[1]

সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই—যারা হাদীস ও ফেকাহকে আলাদা করে তারা হয় নির্বোধ না হয় চতুর প্রতারক। তারা হয় তো জানে না, মাথা ও মগজ দুটি স্বতন্ত্র বিষয় হলেও বসবাস একই অঙ্গের মতো একই সঙ্গে। মগজ ছাড়া মাথা হয় না, মাথার বাইরে মগজ পাওয়া যায় না। কোরআন হাদীস ও ফেকাহর বিষয়টিও অনুরূপ। সুতরাং যার কাছে ফেকাহ আছে তার কাছে হাদীস নেই—একথা নির্বোধের মুখেই কেবল মানায়। হ্যাঁ, হতে পারে হাদীস আছে ফেকাহ নেই—মানে মাথা আছে কিন্তু মগজের সন্ধান পায় নি—যেমনটি আমরা উপরের ঘটনায় লক্ষ করলাম। আমরা বোকাদের মাফ করতে পারি কিন্তু জেনে বুঝে যারা জলঘোলা করে বেড়ায় তারা ক্ষমার অযোগ্য।

হানাফী ফেকাহ : কতিপয় বৈশিষ্ট্য

এক. হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. সংকলন করেছেন যে ফেকাহ তাই হানাফী ফেকাহ। বলার অপেক্ষা রাখে না—যে কোনো কর্মই মান ও শক্তিতে তার কর্তা ও সম্পাদকের বিচারেই বিবেচিত হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ইলমী মাকাম—জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য ফেকাহশাস্ত্রে তাঁর এবং তাঁর শহরের অবিসংবাদিত আমলই হানাফী ফেকাহ তথা হানাফী মাজহাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দুই. দালিলিক বিন্যাস হানাফী ফেকাহর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর কর্মপদ্ধতি ও গবেষণাপন্থা সম্পর্কে নিজেই বলেছেন—যে কোনো সংকটে সমাধানের জন্যে প্রথমে দ্বারস্থ হই কোরআনের। সেখানে না পেলে নবীজির সুন্নত এবং নির্ভরযোগ্য রাবীগণের সূত্রে বর্ণিত আছার ও হাদীসের শরণাপন্ন হই। সেখানে না পেলে সাহাবায়ে

[1] হাফেয যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৬ : ৩৯২; ড. সুলায়মান আবদুল্লাহ আশকার, আলমাদখাল ইলা দিরাসাতিল মাযাহিব ওয়াল মাদারিসিল ফিকহিয়্যাত—১১৫ পৃ.॥

কেরামের মত ও সিদ্ধান্তের আলোকে সিদ্ধান্ত নিই। আর যদি তাদের পরবর্তীদের পর্যন্ত বিষয়টি গড়ায়—যেমন ইবরাহীম নাখঈ শা'বী হাসান আতা—তাহলে তারা যেমন ইজতিহাদ করে বলেছেন আমিও তেমনি ইজতিহাদ করি।[1]

আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই, এই সেই আবু হানীফা এবং তাঁর গবেষণাপদ্ধতি যাঁর সম্পর্কে আলী ইবনে আসেম রহ. বলেছেন—

لو وزن علم ابى حنيفة بعلم اهل زمانه لرجح.

যদি আবু হানীফার ইলমকে তার কালের সকলের ইলমের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে তার ইলমের পাল্লাই ভারি হবে।[2]

আমরা ভুলে যাই নি নিশ্চয়—এই সেই আবু আসিম যাকে তাঁর কালের আলেমগণ মুসনিদুল ইরাক এবং আলইমামুল হাফিয উপাধিতে ভূষিত করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী এবং আব্দ ইবনে হুমায়দের মতো জ্ঞানের পাহাড়গণ যাঁর ছাত্র। তিনি যখন হাদীস পড়াতে বসতেন তখন তাঁর ক্লাসে একই সঙ্গে তিরিশ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী হাদীস পড়তে বসতেন। পাঠকের নিশ্চয় মনে আছে—ফেকাহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রে তিনি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র।[3]

সন্দেহ নেই, কোরআন ও হাদীসের শব্দাবলীর গভীর থেকে আইনের বাণী আহরণ করার জন্যে মাথা চাই, বুদ্ধি চাই! এই মাথা বুদ্ধি আকল ও বিবেকের বিচারে কেমন ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.—বলেছেন তাঁর আরেক নক্ষত্রশিষ্য ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ.। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদিনী রহ. বলেছেন—ইয়াযিদ ইবনে হারুনের চাইতে বড় হাফেযে হাদীস আমি দেখি নি। প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আবু শায়বা রহ. বলেছেন : স্মৃতিশক্তির পরিপক্বতায় ইয়াযিদের চাইতে দক্ষ কাউকে দেখি নি। প্রতিষ্ঠা ও গ্রহনযোগ্যতায় ছিলেন ঈর্ষণীয়। যখন হাদীস পড়াতে বসতেন প্রায় সত্তর হাজার শিক্ষার্থী তাঁর ক্লাসে বসতেন। ইমাম আবু হানীফার এই প্রবাদপ্রতীম শিষ্য তাঁর সম্পর্কে বলেছেন—

[1] আল্লামা যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা ও সাহিবাইহি—২৮ পৃ.॥
[2] ঐ—২৭ পৃ.॥
[3] মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী, ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস—৪৯ পৃ.॥

لم أر اعقل، ولا افضل، ولا اورع من ابى حنيفة.

আমি আবু হানীফার চাইতে অধিক বুদ্ধিমান অধিক মর্যাদাবান এবং অধিক পরহেজগার কাউকে দেখি নি।[1]

আর আলী ইবনে আসিম বলেছেন—

لو وزن عقل ابى حنيفة بعقل نصف اهل الارض لرجح لهم.

আবু হানীফার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতাকে যদি অর্ধপৃথিবীবাসীর আকলের সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে তাঁর আকল বুদ্ধিই বেশি হবে।[2]

সুতরাং ইমাম আবু হানীফার কর্ম ও কর্মপদ্ধতিকে তাঁর ব্যক্তিপ্রতিভা এবং শানিত যোগ্যতার নিরিখেই বিচার করতে হবে।

তিন. হানাফী ফেকাহর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—বোর্ডভিত্তিক সংকলন ও সম্পাদনা। এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর জীবনীকার আল্লামা কারদারী রহ. এর ভাষ্যটি ভাব ও ভাষায় অনন্য। তিনি লিখেছেন—

وضع الامام ابو حنيفة مذهبه شورى بينهم، ولم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه فى الدين و مبالغة فى النصيحة لله ورسوله وللمسلمين، فكان يطرح مسألة ثم مسألة لهم يسأل ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم فى كل مسئلة شهرا او اكثر، ويأتى بالدلائل انور من السراج الازهر، ثم يثبتها الامام ابو يوسف فى الاصول بعد ما تلقاه الفحول بالقبول، فاذا كان كذلك كان المذهب الذى وضع شورى بين الأئمة اولى واصوب، والى السداد والاستقامة والصحة اقرب، والقلوب اليه اميل واسكن واطيب— من مذهب انفرد بوضع مذهبه لنفسه ورجع فيه الى رأيه.

[1] মাওলানা নুমানী—ঐ, ৫১পৃ.: আল্লামা যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা—৩৭পৃ.।

[2] আল্লামা সুয়ূতী, তাবঈয়ুস সহীফা : ১০৩ পৃ.।

ইমাম আবু হানীফা রহ. তাঁর মাজহাবের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন 'পরামর্শক বোর্ড' এর উপর। স্বীয় গবেষনার উপর নির্ভর করে অন্যদের এড়িয়ে যান নি তিনি। আর তিনি এটা করেছিলেন আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং মুসলামনগণের প্রতি শুভমানসের ফলে। তিনি এই বোর্ডের সামনে একটি একটি করে বিষয় উপস্থাপন করতেন অতঃপর সে বিষয়ে তাদের মতামত চাইতেন এবং নিজের মতও পেশ করতেন। একেকটি বিষয়ে মাস, মাসাধিক কাল তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করতেন। সমুজ্জ্বল সূর্যের চাইতেও প্রোজ্জ্বল দলিল উপস্থিত করতেন। বিদগ্ধজনদের অনুমোদনের পর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সেটা মূলগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন। বোর্ডে সম্পাদিত হয় এইভাবে যে মাজহাব তা যেমন উত্তম হয় তেমনি হয় অধিক নির্ভুল। যথার্থতা স্থিতি ও শুদ্ধতায় হয় উৎকৃষ্ট। এমন মাজহাবের প্রতি অন্তর নিবিষ্ট হয়, স্বস্তিবোধ করে এবং প্রীত হয়—সেই মাজহাবের তুলনায় যা কোনো ব্যক্তির মত ও চিন্তার ফসল।[1]

অতঃপর আল্লামা যাহেদ কাওসারীর ভাষায়—

وكان احلى مميزات مذهب ابى حنيفة—انه مذهب شورى— تلقته جماعة عن جماعة الى الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين— بخلاف سائر المذاهب، فانها مجموعة آراء لأئمتها.

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মাজহাবের সবচে' উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হলো—এটা পরামর্শবোর্ডভিত্তিক মাজহাব। এই মাজহাব ধারন করেছে কাফেলা থেকে কাফেলা—একেবারে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম পর্যন্ত। অন্য মাজহাবগুলোর চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। ওইগুলো স্ব স্ব ইমামের চিন্তা ও মতসমূহের সন্নিবেশিত রূপ!

বলার অপেক্ষা রাখে না, বহুজনের মেধা চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয়ে যখন কোনো বিধান সম্পাদিত হয় তখন তা যতটা নিখুঁত শক্তিশালী ও ব্যাপক

[1] কারদারী কৃত মানাকিবু আবী হানীফা—৫৭ পৃ. এর সূত্রে—মাওলানা আশেক এলাহী বারনী, আলমাওয়াহিবুশ শরীফা—১০ পৃ.।

অর্থবহ হয় একক কোনো ব্যক্তির চিন্তার ফসল কখনও তেমন হয় না। অধিকন্তু সেই বোর্ড যদি হয় কালের শীর্ষ চল্লিশজন বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত তখন তো আর তর্ক থাকে না। চল্লিশ তারকা মনীষীর সমন্বয়ে গঠিত এই আইনকমিটির মিটিং-এ তর্ক বিশ্লেষণে ধ্বনিত হয়ে যখন কোনো বিষয় দক্ষরূপ লাভ করত তখন তাকে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে আবার সর্বোচ্চ বিধানসভায় পাঠানো হতো। এই সভায় আবু হানীফা রহ. এর সঙ্গে ছিলেন ইমাম আবু ইউসুফ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল দাউদ তাঈ আসাদ ইবনে আমর ইউসুফ ইবনে খালিদ ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবু যায়েদার মতো নক্ষত্রগণ।[1]

হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর শিক্ষকসংখ্যাই চার হাজার। ছাত্র সংখ্যাও এখান থেকেই অনুমান করতে পারি। বিশাল এই শিষ্যকাফেলা থেকে জ্ঞানের গভীরতায় এবং অভিজ্ঞতায় যারা শীর্ষ তাদেরকে নিয়েই গঠন করেছিলেন এই গবেষণাবোর্ড—পরবর্তীকালের ভাষায় ল'কাউন্সিল। ইমাম মুহাম্মদ রহ. আরবি ভাষা ও সাহিত্যে যেমন প্রবাদপুরুষ তেমনি দক্ষ শিক্ষক কাসিম ইবনে মাঈন। গবেষণা কোরআন ও হাদীসের ভাষ্য থেকে মাসায়েল আহরনে ইমাম যুফার রহ. ছিলেন অদ্বিতীয়। ইমাম আবু ইউসুফ দাউদ তাঈ ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদা আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক আর হাফস ইবনে গিয়াস ছিলেন হাদীসের আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্র এবং অবিসংবাদিত শিক্ষকসমাজ।

এমন নক্ষত্রগণের সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড যখন কোনো বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা পর্যালোচনা করে—তারপর আবার উচ্চতর নিরীক্ষাকমিটির চূড়ান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোনো বিষয় অনুমোদন করে তখন তাতে ভুল হওয়ার ঘটনা হয় বিরল। একারণেই যখন জনৈক ব্যক্তি হাদীস শাস্ত্রের বরিত ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. এর সামনে বলে ফেলে—'আবু হানীফা অমুক মাসআলায় ভুল করেছেন।' সঙ্গে সঙ্গে ইমাম ওয়াকী রহ. এই বলে গর্জে উঠেন—'ইমাম আবু হানীফা কি করে ভুল করবেন, যেখানে তাঁর গবেষণায় সঙ্গে রয়েছেন কিয়াস ও আবিস্কারে দক্ষপুরুষ কাজী আবু ইউসুফ; ইয়াহইয়া ইবনে আবু যায়েদা হাফস ইবনে গিয়াস এর মতো হাফেযে হাদীস; কাসিম ইবনে মা'ন এর মতো আরবি ভাষাবিজ্ঞানী এবং

---

[1] ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম—১৫৭পৃ.।

দাউদ তাঈ ও ফুযায়েল ইবনে ইয়াজের মতো পৃথিবীখ্যাত আল্লাহওয়ালা। যাঁর চারপাশে এমন সঙ্গী থাকে তিনি ভুল করতে পারেন না। কেননা কখনও ভুল হয়ে গেলে এঁরা সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়ে দিবেন।[1]

বড় কথা হলো, শুধু প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের অন্তর্ভুক্ত করা এবং গবেষণাবোর্ডে তাদের সমর্যাদায় সমাসীন করাই নয়। বৈঠকে কথা হতো স্বাধীনভাবে। প্রশ্নোত্তর হতো এবং তর্ক-বিতর্ক হতো। আলোচ্য বিষয়টির সম্ভাব্য সকল দিক আলোচনার পরও তড়িঘড়ি করে তা সিদ্ধান্তরূপে অনুমোদিত হতো না। লক্ষ করুন—ইমাম যুফার রহ. বলেন—আমরা ইমাম আবু হানীফার দরবারে যেতাম। আমাদের সঙ্গে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ থাকতেন। তার মুখনিঃসৃত সিদ্ধান্ত লিখে নিতাম। একদিন তিনি আবু ইউসুফকে বললেন : 'থাম, ইয়াকুব! আমার সবকথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লিখো না। আমার আজ একটা মত থাকে আবার কাল সেটা বদলে যায়। কালের মত বদলে যায় পরশু।' দেখুন কিভাবে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রন্থবদ্ধ করতে নিষেধ করছেন।[2]

তাছাড়া ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেছেন—

> ইমাম আবু হানীফার ছাত্রগণ তাঁর সঙ্গে মাসআলা পর্যালোচনায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র কাজী আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ অনুপস্থিত থাকলে আবু হানীফা বলতেন—আফিয়া না আসা পর্যন্ত চূড়ান্ত করো না। তারপর আফিয়া এলে এবং তাদের সঙ্গে একমত হলে বলতেন—এখন গ্রন্থবদ্ধ করে নাও আর দ্বিমত করলে বলতেন—গ্রন্থবদ্ধ করো না।[3]

এতটা ভেবেচিন্তে এতটা সময় নিয়ে এতজন গভীর জ্ঞানের মানুষ মিলে আর কোনো ফেকাহ সংকলন করে নি। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর অনুসৃত এই পন্থাই এখন—এই আধুনিক কালে বিশ্বময় গবেষণার সর্বজন স্বীকৃত পন্থা। গর্বের কথা হলো, সেই থেকে আজ অবধি যুগে যুগে অসংখ্য মেধাবীর সমন্বিত সাধনায় কালের পর কালকে জয় করে এগিয়ে চলেছে এই হানাফী ফেকাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহর!

---

[1] মাওলানা আবদুল কাইউম হক্কানী, দেফায়ে ইমাম আবু হানীফা—১৩১-১৩২পৃ.; জামেউল মাসানীদ, আল্লামা খাওয়ারযিমী—৩৪পৃ.।

[2] ফিকহু আহলিল ইরাক—১৬০পৃ.।

[3] ঐ: ১৫৯-১৬০পৃ.।

চার. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। জগতের মানিত চার ইমামের একজন। ইমাম বুখারীর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদিনী বলেছেন—আল্লাহ তায়ালা দুই ব্যক্তি দ্বারা ইসলামকে সম্মানিত করেছেন। ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের ফেতনার সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বারা আর খালকে কোরআনের ফেতনার সময় ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল দ্বারা। তিনি মুহাদ্দিসগণের ইমাম। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আবু দাউদ সকলেই তাঁর ছাত্র। এক লাখের মতো হাদীস তাঁর মুখস্থ ছিল। হাদীসশাস্ত্রে তাঁর সংকলিত মুসনাদ অনন্য আকরগ্রন্থ হিসাবে সর্বজন বিদিত। সাত লাখ হাদীস থেকে বাছাই করে এই সংকলন সম্পাদনা করেছেন তিনি। তাঁর জানাযায় আট লাখেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহন করেছিল। অবশ্য মাওলানা সালমান মনসূরপূরী আলবিদায়া ওয়ান নিহায়ার (১০ : ৭৯৩) সূত্রে বলেছেন—পঁচিশ লাখ মানুষ তাঁর জানাযা পড়েছেন। তাঁর এই বিশাল জানাযা দেখে বিশ হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহন করেছিল। মুহাদ্দিস ইবরাহীম হারবী বলেছেন—আল্লাহ তায়ালা ভূত-ভবিষ্যতের সকল জ্ঞানের আধার বানিয়েছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে।[১]

এই অবিসংবাদিত জ্ঞানতাপস এবং বরিত ইমাম বলেছেন—

> যদি কোনো বিষয়ে তিনজনের মত পাওয়া যায় তাহলে কারও বিরোধিতায় কর্ণপাত করা হবে না। প্রশ্ন করা হলো, তারা কারা? বললেন—আবু হানীফা আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ ইবনুল হাসান। কারণ আবু হানীফা কেয়াসের বিচারে সবচে' গভীর দৃষ্টির অধিকারী; আবু ইউসুফ হাদীসে সবচে' বড় পণ্ডিত আর আরবি ভাষায় সবচে' দক্ষ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান।[২]

আমরা বলে এসেছি—যে চল্লিশজন নক্ষত্রপুরুষের তত্ত্বাবধানে সংকলিত ও সম্পাদিত হানাফী ফেকাহ এই তিনজন তার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি।

পাঁচ. হানাফী ফেকাহর একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হলো হাদীসঘনিষ্ঠতা। উদার গভীর ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে যারা এই ফেকাহ পড়েছেন এবং মতামতদানের

---

[১] ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস : ২: ২৯১; মাওলানা সালমান মনসুরপুরী, আল্লাহ ছে শরম কিজিয়ে : ২৭৩পৃ.।

[২] মাওলানা আশেক এলাহী বারনী, তাবঈযুস সহীফার টীকা, সাময়ানীর আনসাব—৮ : ২০৪ এর সূত্রে—৬৮পৃ.।

যাদের অধিকার আছে এটা তাদের মত। আমরা হযরত ইমাম শাফিঈ রহ. কে জানি। জন্ম : ১৫০ ওফাত : ২০৪ হি.। তের বছর বয়সে ইমাম মালিক সংকলিত হাদীসের জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ মুয়াত্তা শরীফ মুখস্থ করে ইমাম মালিকের দরবারে হাজির হয়েছেন। মাত্র পনের বছর বয়সে তাঁকে তার শিক্ষক মুসলিম ইবনে খালেদ ফতোয়া লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। উসূলেফেকাহ—ফেকাহশাস্ত্রের মূলনীতির তাঁকে জনক বলেছেন অনেকেই। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস রাবী ইবনে সুলায়মান বলেছেন—

> كان صحاب الحديث لا يعرفون تفسير الحديث حتى جاء الشافعي.
>
> মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বাণী ও ব্যাখ্যা জানতেন না। ইমাম শাফিঈ এসে তাদেরকে হাদীসের বাণী ও মর্ম বুঝিয়েছেন।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন—আমি যদি ইমাম শাফিঈকে না পেতাম তাহলে হাদীসের কোনটি নাসেখ আর কোনটি মানসুখ তা জানতে পারতাম না। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্র হযরত ওয়াকি রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. তাঁর বিশিষ্ট উস্তাদ।[১]

এই ইমাম শাফিঈ রহ. এর কথা শুনুন—

> ما رأيت رجلا اعلم بالحلال والحرام والعلل والناسخ والمنسوخ من محمد بن الحسن.
>
> ইসলামের হালাল হারাম হাদীসের সূক্ষ্মত্রুটি এবং নাসিখ মানসুখ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদের চাইতে বড় আলেম কাউকে আমি দেখি নি।

মনে রাখার কথা হলো—তিনি ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর সান্নিধ্যে দীর্ঘ দশ বছর ছিলেন। এবং ইমাম মুহাম্মদের মুখনিঃসৃত ফেকাহ ও হাদীসের এক উট বোঝাই ভাণ্ডার লাভ করেছেন। অতঃপর পূর্ণ আস্থার সঙ্গে স্বীকার করেছেন—

> انفقت على كتب محمد بن الحسن ستين دينارا، ثم تدبرتها فوضعت الى جنب كل مسئلة حديثا.

---

[১] ড. আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস—২ : ২৮৮-২৯১পৃ.।

আমি ষাট দিনার খরচ করে ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থাবলির কপি তৈরি করেছি। তারপর প্রতিটি মাসআলা নিয়ে ভেবেছি। অতঃপর প্রতিটি মাসআলার পাশে একটি হাদীস লিখে রেখেছি।[1]

আমরা জানি, ইমাম মুহাম্মদ রহ.-ই ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফেকাহর সংকলক। তার সংকলিত গ্রন্থাবলি থেকেই পৃথিবী হানাফী ফেকাহ শিখেছে। সুতরাং ইমাম শাফিঈ রহ. এর উল্লিখিত বাণীই প্রমাণ করে হানাফী ফেকাহ কতটা হাদীসঘনিষ্ঠ।

ছয়. হানাফী ফেকাহ—ফেকাহর প্রাতিষ্ঠানিক উৎস। আমরা জানি, জগতে বিপুল মুজতাহিদ ইমামের আবির্ভাব হলেও আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে সংরক্ষিত হয়েছে চার ইমামের ফেকাহ ও সাধিত ফসল। তাঁরা হলেন হযরত ইমাম আবু হানীফা, হযরত ইমাম মালিক, হযরত ইমাম শাফিঈ এবং হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ! এখানে দুটি বাণী উদ্ধৃত করি। ইমাম শাফিঈ রহ. বলেছেন—

اعانى الله فى العلم برجلين، فى الحديث بابن عيينة وفى الفقه محمد بن الحسن رضى الله عنهما.

ইলম সাধনায় আল্লাহ তায়ালা আমাকে দুই ব্যক্তি দ্বারা সাহায্য করেছেন। হাদীসের ক্ষেত্রে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনা এবং ফেকাহের ক্ষেত্রে মুহাম্মদ ইবনুল হাসান দ্বারা।

আরেকবার বলেছেন—

أمن الناس على فى الفقه محمدبن الحسن

ফেকাহর ক্ষেত্রে আমাকে সবচে' বেশি ঋনী করেছেন ইমাম মুহাম্মদ রহ.।[2]

বুঝতে অসুবিধা হয় না, ইমাম শাফিঈ রহ. এর ফকীহ তথা ইমাম সত্তা নির্মাণে সর্বাধিক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে হানাফী ফেকাহর সংকলক ইমাম মুহাম্মদ ও তাঁর গ্রন্থাবলির। সুতরাং হানাফী ফেকাহ শুষেই নির্মিত হয়েছে শাফিঈ ফেকাহ!

[1] হাফেয যাহাবী, মানাকিব—৬৯পৃ.; টীকা তাবঈয়ুস সহীফা—৬৮পৃ.॥
[2] তাবঈয়ুস সহীফা, টীকা : ৬৮পৃ.॥

ইবরাহীম আল হারবী মুহাদ্দিস। বলেছেন—

سألت احمد بن حنبل — هذه المسائل الدقائق من اين لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن.

আমি একবার আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করলাম—এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা আপনি কোথায় পান? বললেন : ইমাম মুহাম্মদের গ্রন্থাবলি থেকে![1]

যাঁদের ভেতরে গরল নেই তাঁরা এভাবেই সরল স্বীকৃতি দানে পথে পথে জ্বেলে যান সত্যের মোম। সেই মোম বাতিঘর হয়ে পথ দেখায় পরবর্তীকালের সকল নাবিককে।

সাত. হানাফী ফেকায় রেওয়ায়াত তথা কোরআন ও হাদীসের পাশে রয়েছে যুক্তির উপস্থিতি। হানাফী ফেকহের গ্রন্থাবলি—সবিশেষ হেদায়া প্রভৃতি এর সবচে' উজ্জ্বল নজির। ফলে যুক্তিবাদী সমাজ খুব সহজেই আশ্রিত ও নীত হয় এখানে। তৃপ্ত চিত্তে মেনে নেয় ইসলামের বিধান।

আট. হানাফী ফেকাহ অন্যান্য ফেকাহর তুলনায় সরল। তাই মানুষ যেমন সহজে আত্মস্থ করতে পারে তেমনি মেনে চলতে পারে সহজে। নামাযের মাসআলাগুলো তুলনামূলকবিশ্লেষণ করলেই এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারব।

নয়. হানাফী ফেকাহ যেহেতু বিশাল একটি বিজ্ঞ বোর্ডের অধীনে সম্পাদিত হয়েছে তাই এতে বিষয় বৈচিত্র যেমন লক্ষনীয় তেমনি ব্যপ্তি ও বিস্তার অবাক করার মতো। মানুষের ধর্মজীবন, কৃষ্টিকালচার, লেনদেন ব্যবসা বানিজ্য থেকে রাষ্ট্রপরিচালনা এবং সবিশেষ বিচারব্যবস্থা অবধি সকল বিষয়ে পর্যাপ্ত দালিলিক ও যৌক্তিক নির্দেশনা রয়েছে এতে।

আমরা স্মরণ করতে পারি—ইমাম মালিক রহ. এর চরিত্র ছিল যা ঘটেছে সে সম্পর্কে ভাবা ও কথা বলা। ঘটে নি এমন ঘটিতব্য বিষয় নিয়ে ভাবতেন না। ফলে তার আহরিত মাসআলা—যা তাঁর মুয়াত্তায় সংরক্ষিত হয়েছে তার সংখ্যা মাত্র তিন হাজারের মতো। এটা ইমাম আবু হানীফা ও

[1] ঐ—৬৯পৃ.॥

তাঁর সঙ্গীগণের তিনমাসের গবেষণার ফসলের চাইতেও কম।[১] এর বিপরীতে ইমাম আবু হানীফা রহ. কর্তৃক আহরিত ও সংকলিত মাসআলার সংখ্যা বার লক্ষ সতের হাজার প্রায়।[২]

ফলে জীবনের সকল সংকটেই এখানে সমাধান হাজির। ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতির এই চুম্বক শক্তি ছড়িয়ে দিয়েছে এই ফেকাহকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি। সাধারণ মানুষ থেকে শাসক, চাকুরে থেকে বিচারক, ব্যবসায়ী থেকে ধ্যানমগ্ন আবেদ—সকলের জন্যেই এখানে রয়েছে পথ চলার বিপুল পাথেয়। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. বলেছেন—'রোম মাওয়ারাউননাহর—মেসোপেটমিয়া এবং পাক-ভারত বাংলাদেশের মুসলমানগণ প্রায় সকলেই হানাফী।'

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী র. লিখেছেন—'সকল দেশ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ছিলেন হানাফী ও কাজী—বিচারপতিগণও হানাফী, শিক্ষকবৃন্দ হানাফী এমনকি অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল হানাফী। আল্লামা ইবনে হাযাম আনদালূসী রহ. লিখেছেন—সূচনাতেই দুটি মাজহাব রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাজহাব আর স্পেনে মালিকী মাজহাব। ইরাক তো ছিল হানাফী ফেকাহর জন্মস্থান। পরে আফ্রিকার তারাবলুস তিউনিস আলজাযাইরকে আলোকিত করে এই ফেকাহ। আলোকিত করে মিশর সিরিয়া রাশিয়া পারস্যসহ প্রায় পুরো পৃথিবী![৩] প্রথম দিন থেকেই অনুসারীর সংখ্যা বিচারে এই ফেকাহ সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। এখনও পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান এই হানাফী ফেকাহর অনুসারী।[৪]

দশ. হানাফী ফেকহে কোরআন ও হাদীস এবং একই বিষয়ে বর্ণিত একাধিক হাদীসের ক্ষেত্রে এমনভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে—যার ফলে হাদীস এবং কোরআনের কোনো বাণীই আমলের আওতার বাইরে থাকে নি। ইমাম আবু হানীফা রহ. এবং তাঁর নক্ষত্রতুল্য চল্লিশজন ছাত্রের অধীনে আহরিত সম্পাদিত ও সংকলিত উল্লিখিত এই বৈশিষ্ট্যটির কারণে

[১] আল্লামা যাহেদ কাওসারী, বুলুগুল আমানী ফী সীরাতিল ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশশিবানী—১১-১২পৃ.।

[২] তানীবুল খতীবের (১৩০পৃ.) সূত্রে টীকা—ফিকহু আহলিল ইরাক...১৬৭পৃ.।

[৩] ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ—৯৫-৯৯পৃ.।

[৪] মাওলানা তকী উসমানী—জাহাঁ দীদাহ : ৪১ পৃ.।

সর্বিশেষ গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে আলেমগণের কাছে। একই সঙ্গে কালান্তরের ধারাবাহিকতায় আলেমগণের অবিরাম গবেষণা ও জ্ঞানসাধনায় দগ্ধ শীলিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে এই ফেকাহ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়—ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ফেকাহ যারা অনুসরন করে এসেছেন তাদের ফেকাহচর্চা—বিশেষ করে ফেকাহ পাঠদান পদ্ধতি অনন্য বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল। পৃথিবীব্যাপী সাধারণভাবে এবং আমাদের ভারতবর্ষে বিশেষভাবে দুইভাবে ফেকাহ পড়ানো হয়। সরাসরি ফেকাহ বিষয়ে লিখিত গ্রন্থাবলির পাঠদান এবং প্রতিটি মাসআলার সঙ্গে শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণি অনুপাতে দালিলিক আলোচনা। দ্বিতীয়ত সরাসরি হাদীসের পাঠদান এবং কোন হাদীসে ফেকহের কোন মাসআলা নিহিত রয়েছে তার সবিস্তার আলোকপাত। দৃশ্যত অন্য হাদীসের সঙ্গে কোনো বিরোধ পরিলক্ষিত হলে হাদীসের মূলনীতির অধীনে তার মীমাংসা—এটাই পাঠদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হাদীসকে কেন্দ্রে রেখে ফেকাহচর্চার এ অনন্য পদ্ধতিই যুগে যুগে হাদীস শরীফকে জীবনঘনিষ্ঠ করে উপস্থিত করেছে মানব সমাজে। হাদীস ও ফেকাহর এই গলাগলি চর্চায় বরাবরই হানাফী ফেকাহ ছিল অনুপম। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর কিতাবুল আসার থেকে এর সূচনা। তাঁর তারকাশিষ্য ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর মুয়াত্তা শরীফ এবং আরেক তারকাশিষ্য ইমাম আবদুর রাযযাক রহ. এর মুসান্নাফ অতঃপর ইমাম তহাবী রহ. এর 'শরহু মায়ানিল আসার' এর উজ্জ্বল নজির! সবশেষে উলামায়ে দেওবন্দ এক্ষেত্রে যে বর্ণাঢ্য অবদান রেখেছেন কালের বিচারে তা এককথায় 'অনুপম'।

এগার. এই ফেকাহর অনুসারী বিপুল সংখ্যক আলেম। যদি একেবারে সূচনাতে দেখি তাহলে অবাকই হতে হয়। প্রখ্যাত গবেষক হাফেয আবদুল কাদের কুরাশী রহ. الجواهر المضية গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

روى عن ابى حنيفة ونقل مذهبه نحو من اربعة الاف نفر

> প্রায় চার হাজার ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফার সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মাজহাব প্রচার করেছেন।

এমনকি সমকালীন শাসকদের রাষ্ট্রসীমা ইমাম আবু হানীফা রহ. এর ছাত্রদের সীমানার চাইতে প্রশস্ত ছিল না। বরং সরকারের সীমানার শেষ

অবধি ছিল তাঁর ফেকাহর চর্চা। আর সেটা বয়ে নিয়ে গেছেন কালের সেরা আলেমগণ।[১]

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ফেকাহর অনুসারী প্রচারক ও শিক্ষকের এই উজ্জ্বল তালিকাকে যারা সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে ইমাম বুখারীর শিক্ষক এবং শিক্ষকের শিক্ষকগণও রয়েছেন। হাদীসশাস্ত্রের সম্রাট আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, মুয়াল্লা ইবনে মনসূর, আবু আসেম নাবীল, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আলআনসারী, মক্কী ইবনে ইবরাহীম, নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ, হুসাইন ইবনে ইবরাহীম আশকার, ওমর ইবনে হাফস ইবনে গিয়াস, ওলিকুল সম্রাট ফুযায়েল ইবনে ইয়ায, ইমামুল জারহি ওয়াত তাদীল ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইয়াহইয়া ইবনে আকসাম, ইয়াহইয়া ইবনে সালেহ আলউহাযী, ইউসুফ ইবনে বাহলুল, জারীর ইবনে আবদুল হামীদ ইবনে কুরত, হাসান ইবনে সালিহ, হাফস ইবনে গিয়াস, দাউদ ইবনে রুশাইদ, যায়েদা ইবনে কুদামা, যাকারিয়া ইবনে আবি যায়েদা, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া, যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া, মুহাম্মদ ইবনে ফুযায়েল, মুগীরা ইবনে মিকসাম এবং ইয়াযিদ ইবনে হারুন প্রমুখ। এঁদের সকলেই হানাফী ফেকাহর ধারক ও শিক্ষক। এঁদের সনদে ইমাম বুখারী সহীহ বুখারী কিংবা তাঁর অন্য কোনো গ্রন্থে হাদীস সংকলনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এতেই হানাফী ফেকাহর মূল্য অনুমান করা যায়।[২]

সত্যি কথা কি, তাবেতাবিঈনের কল্যানের কাল থেকে গেল শতাব্দী পর্যন্ত যে বিপুল পরিমানে কালজয়ী মুহাদ্দিস মনীষী এই ফেকাহর চর্চা প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক বিষয়ে ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা এবং তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পাঠদান করেছেন—মাজহাব তো মাজহাব—পৃথিবীর কোনো মৌলিক ধর্মের ক্ষেত্রেও তা ঘটে নি। ফেকাহর শিরোনামে সংকলিত হাদীসের বিশাল বিশাল গ্রন্থ এবং ফেকাহর গ্রন্থাবলির হাদীসভিত্তিক ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ কেন্দ্রিক রচনাবলিই তার উজ্জ্বল দলিল।

[১] মাওলানা নুমানী, ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস : ৩১০-৩১১।
[২] শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ., মুকাদ্দিমা লামিউদ দারারী, ১৬-১৮।

সংশয়ের ধূম এবং সত্যের সূর্য

একটা শিবির পুরনো কাল থেকেই এই বলে একটা সংশয়ের ধূম সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে—ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস ফেলে কেয়াস করে ফিরেন। অথচ রায় ও কেয়াস সম্পর্কে তাঁর মূলনীতি কোনো কালেই অস্পষ্ট ছিল না। ইমাম আবু হানীফা তো পরিষ্কার বলেছেন—

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاء عن الصحابة اخترنا، وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা পাব তা তো শিরোধার্য। আর সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে যা পাব তাও মেনে নেব। এই দুই উৎসের বাইরে থেকে যদি কিছু হয়—তখন তো তারাও মানুষ আমরাও মানুষ!

আর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বর্ণনায় আছে—তাবিঈগণ কিছু বললে هم رجال আমরাও মতামত দেব। সুতরাং যেখানে কোরআন হাদীস কিংবা সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা নেই সেখানেই তো গবেষণা। ইজতেহাদের এই আলোকভুবনে কেয়াসের উদ্ভাবনী শক্তি নিয়েই সমাধানের পথ রচনা করেছেন সকল কালের সকল মুজতাহিদ। এখানে তো রায় ও কেয়াস অনুপেক্ষ। কথা হলো—এই অনিবার্য ক্ষেত্রে কেয়াস ও গবেষণাকে কি উম্মতের কোনো মানিত ও গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি কোনো কালে অস্বীকার করেছে? আর এই প্রয়োজন সীমার বাইরে যেখানে সেখানে কেয়াস—এ সম্পর্কে হাদীসশাস্ত্রের নক্ষত্র পুরুষ ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেছেন—

سمعت أبا حنيفة يقول: البول في المسجد أحسن من بعض القياس.

আমি আবু হানীফাকে বলতে শুনেছি—কিছু কিছু কেয়াস আছে তারচে' মসজিদে প্রস্রাব করা ভালো।

আর আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. বলেছেন চূড়ান্ত কথা—

جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة—أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي.

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সকল ছাত্র এ বিষয়ে একমত—
ইমাম আবু হানীফার মাজহাব হলো—দুর্বল হাদীসও রায় এবং
কেয়াসের চাইতে উত্তম ও অগ্রগন্য![1]

আসল কথা কি, দলিল ও বিস্তৃতির কারণে হানাফী ফেকাহ সর্বত্র ছড়িয়ে
পড়েছিল দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগেই। এটা সব যুগের সাধারণ চরিত্র—
সাধারণ মানুষ যেখনে তাদের সংকটের সমাধান পায় সেখানে ঝাঁক বেঁধে
ছুটে যায়। আর বিদ্বান ও মেধাবীরা খুঁজে যুক্তি ও দলিলের শক্তি। ইমাম
আবু হানীফা ও তাঁর চল্লিশজন তারকাশিষ্য মিলে যে ফেকাহ সংকলন ও
সম্পাদনা করেছিলেন তাতে যেমন বিষয় বৈচিত্র ছিল তেমনি ছিল যুক্তি ও
দলিলের ভিত্তি। ফলে সাধারণ দীনদার মানুষ থেকে বিচারপতি এবং
রাষ্ট্রপ্রধান—সকলের আত্মায় জেঁকে বসেছিল এই ফেকাহ। হৃদয়ে যাদের
গরল ছিল, ছিল হিংসার আগুন তারা এই গ্রহনযোগ্যতার ব্যাপ্তি দেখে পুড়ে
অঙ্গার হয়েছে। চেষ্টা করেছে কালের বুক থেকে এই ফেকাহর আলোকে
ভুল হরফের মতো মুছে ফেলতে।

একটি চমৎকার ঘটনা বলি। মার্ভো অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল হানাফী
ফেকাহর শাসন। সরাসরি ইমাম আবু হানীফার শিষ্যদের একটি বিশাল
কাফেলা এখানে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা এবং ফতোয়াদানে মশগুল ছিলেন।
আল্লামা নজর ইবনে শুমায়েল ছিলেন বসরায়। বাদশাহ মামুনুর রশীদ
আলেমগণের খুবই সম্মান করেন শুনে মরোতে চলে আসেন। তিনি ছিলেন
জাহেরী চিন্তাধারার লোক। এখানে এসে এভাবে হানাফী ফেকাহর ব্যাপক
রাজত্ব দেখে খেই হারিয়ে ফেলেন। কিছু তরুণ মুহাদ্দিসকে সঙ্গে করে এর
প্রতিরোধে নেমে পড়েন। সদরুল আইম্মা মক্কী রহ. ফাত্হ ইবনে আমর
অররাক এর সনদে বর্ণনা করেছেন—অররাক বলেন, নজর ইবনে শুমায়েল
যখন মরোতে তখন আমিও সেখানে। তারা ইমাম আবু হানীফার গ্রন্থগুলো
জোয়ারের পানিতে ধুয়ে ফেলতে শুরু করল। কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।
খালেদ ইবনে সাবীহ ছিলেন সেকালে মরোর বিচারপতি। কথাটি তার
কানেও গেল। তিনি তখন সাবীহ খান্দানের আরও কিছু লোক সঙ্গে করে
হাজির হলেন বাদশাহ মামুনুর রশীদের প্রধামন্ত্রীর দরবারে। তার নাম ফযল
ইবনে সাহ্ল। অররাক বলেন—সেকালের লোকেরা বলত, এই সাবীহ

---

[1] হাফেয যাহাবী, মানাকিবুল ইমাম আবু হানীফা ওয়া সাহিবাইহি—২৭-২৯পৃ.।

খান্দানে অন্তত পঞ্চাশজন এমন ব্যক্তি আছেন যারা সকলেই কাজী ও
বিচারপতি হওয়ার যোগ্য। খালেদের সঙ্গে ইবরাহীম ইবনে রুস্তম এবং
সাহল ইবনে মুযাহিমও ছিলেন। তারা এসে প্রধানমন্ত্রী ফযল ইবনে
সাহ্লকে বিষয়টি জানালেন। তিনি বললেন, বিষয়টি খলীফাতুল
মুসলিমীনকে না জানিয়ে আমি কিছুই বলতে পারব না। তিনি গেলেন
বাদশাহ মামুনের দরবারে। পুরো কাহিনী শোনালেন। মামুন জানতে
চাইলেন—এরা কারা? ফযল বললেন : এরা হলো—তরুণ ইসহাক ইবনে
রাহ্ওয়াইহ, আহমদ ইবনে যুহায়ের প্রমুখ। তবে তাদের সঙ্গে নযর ইবনে
শুমায়েল আছেন। এর বিপরীতে আছেন কাজী খালেদ ইবনে সাবীহ, সাহল
ইবনে মুযাহিম এবং ইবরাহীম ইবনে রুস্তম। বাদশাহ বললেন : তাহলে
আগামীকাল উভয়পক্ষকে আসতে বলুন। তাদের মুখোমুখি করি। দেখি—
কার হাতে দলিল। সামনাসামনি বসিয়ে ফয়সালা করব— সেটাই ভালো।

ইসহাক এবং তার সঙ্গীগণ বিষয়টি জানার পর পরামর্শে বসলেন। ইসহাক
বললেন—কাল মামুনুর রশীদের সামনে বিতর্কে অংশ নেবে কে? নযর
ইবনে শুমায়েল—যিনি এই নতুন পরিস্থিতির জনক—তিনি বাদশাহ
মামুনের সামনে দর্শনে দাঁড়াতে পারবেন না, হাদীসেও না। পরে সিদ্ধান্ত
হলো, তাদের পক্ষে বিতর্ক করবেন আহমদ ইবনে যুহায়ের। পরের দিন
সকাল সকাল সকলেই দরবারে হাজির। দরবারে আসতেই সালাম
কালামের পর মামুন নযর ইবনে শুমায়েলকে বললেন—আপনারা ইমাম
আবু হানীফার বইপত্র জোয়ারের জলে ধুয়ে ফেলেছেন—কথা ঠিক? নযর
তো খামোশ। আহমদ ইবনে যুহায়ের মুখ খুললেন। বললেন : আমীরুল
মুমিনীন! অনুমতি হলে আমি কিছু কথা বলব! মামুন বললেন—তুমি যদি
সুন্দরভাবে বলতে পার তাহলে তুমিই বল। আহমদ তখন বললেন—
আমীরুল মুমিনীন! আমরা এইসব বইপত্র কোরআন ও হযরত রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পরিপন্থী পেয়েছি বলেই ধুয়ে
ফেলেছি। মামুন বললেন—সেটা কিভাবে? একথা বলেই খালেদ ইবনে
সাবীহকে একটি একটি বিষয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন—এ বিষয়ে আবু
হানীফা রহ. কি বলেন? খালেদ হযরত ইমামের রায় মোতাবেক ফতোয়া
বললেন। আহমদ ইবনে যুহায়ের এর বিপরীতে হাদীস শোনাতে লাগলেন।
তার পালা শেষ হওয়ার পর বাদশা মামুন নিজে ইমাম আবু হানীফার মতের

পক্ষে একের পর এক হাদীস শোনাতে লাগলেন—যেসব হাদীস এই মুহাদ্দিসগণ এর আগে শুনেন নি। এভাবে কিছুক্ষণ বাহাস-বিতর্ক হওয়ার পর বাদশাহ মামুন বললেন—

لو وجدناه مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استعملناه...

'ইমাম আবু হানীফার ফেকাহ ও ফতোয়া যদি কোরআন এবং হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত পরিপন্থী হতো তাহলে আমরা তা কার্যকর করতাম না।'

সাবধান! ভবিষ্যতে যেন এমন কথা আর না শুনি। যদি এই বড়মিয়া (নজর ইবনে শুমায়েল) তোমাদের দলে না থাকতেন তাহলে তোমাদেরকে এমন শাস্তি দিতাম—আমরণ মনে থাকত![1]

কথা কি, এভাবে যুগে যুগে হাদীসের কথা বলে আহমদ ইবনে যুহায়ের এর মতো তরুণ ও বালকেরা ধূম সৃষ্টি করেছেন আমাদের আকাশে। কিন্তু সূর্যের আলোকে কি অজ্ঞতার ধূম দিয়ে ঢেকে রাখা যায়!?

একই মর্মে আরেকটি গল্প বলি!

অনারব হয়েও আরবি ভাষায় লিখে সারা বিশ্বে যে কজন প্রতিভাবান মনীষী খ্যাতিমান হয়েছেন, গেল শতাব্দীতে তাদের মধ্যে সবচে' বিখ্যাত লেখক সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.। খ্যাতি ও স্বীকৃতি দুটোই পেয়েছিলেন অসামান্য। তাঁর জন্ম ১৯১৩ সালের ৫ ডিসেম্বর। ১৯৬২ সালে যখন মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাকে তার মজলিসে শূরার সদস্য করা হয়। ১৯৮১ সালে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে। ১৯৮৩ সালে অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮০ সালে মুসলিমবিশ্বে তার অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভূষিত করা হয় মুসলিম বিশ্বের সবচে' সম্মানজনক পুরস্কার বাদশাহ ফয়সাল এওয়ার্ড-এ। ১৯৯৯ সালে দুবাই সরকার তাকে মহান ইসলামী

[1] সদরুল আইম্মার মানাকিবুল ইমামিল আযম—২ : ৫৫-৫৬ এর সূত্রে মাওলানা নুমানী রহ., ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, টীকা : ৩৩-৩৪পৃ.।

ব্যক্তিত্ব এওয়ার্ডে ভূষিত করে। একই বছর ভূষিত হন ব্রুনাই ইন্টারন্যাশনাল এওয়ার্ডে।[1]

জীবদ্দশায় পৃথিবীর আন্তর্জাতিক কত প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য, ভিজিটিং প্রফেসর ও সভাপতি ছিলেন, সে এক দীর্ঘ তালিকা। আরব ও অজমে চিন্তা সাহিত্য ও সৃষ্টিশীলতায় সমানভাবে বরিত এই ক্ষণজন্মা মনীষীর প্রিয়তম উস্তাদ শায়েখ তকীউদ্দীন হেলালী রহ.। (জন্ম : হিজরি ১৩১১, ওফাত : ১৪০৭) মাওলানা নদবী তার প্রসঙ্গে বলেছেন, '১৯৩০ সালে শায়েখ খলীল আরবের পরামর্শ এবং আমার বড় ভাইয়ের আমন্ত্রণে দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামায় আরবি সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে আগমন করেন ভাষাবিদ গবেষক ও মর্যাদাশীল ব্যক্তিত্ব আল্লামা শায়েখ তকীউদ্দীন হেলালী। তিনি মরক্কোর মানুষ। জীবনে যদি তাকে না দেখতাম তাহলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাথমিক অনেক বিষয় এবং সবিশেষ ভাষা শেখার নিয়মনীতি ও প্রকৃতরূপ অজানা থেকে যেত চিরদিনের জন্যে। ফলে কোনোদিনই হয়তো আরবি চর্চায় ভারতীয় এবং অনারবীয় প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম না। তাছাড়া তাকে যদি না দেখতাম, তাহলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর আরবি ভাষাকে মনে করতাম প্রাণহীন—কাগজে অঙ্কিত চিত্রমাত্র। তার মধ্যে মরক্কোবাসীর স্মৃতি ভাষাবিদদের শক্তিমত্তা বৈকারণিকদের নৈপুণ্য সাহিত্যিকদের মাধুর্য এবং কথা বলবার শিল্পভঙ্গি সবই ছিল। যখন কথা বলতেন, মুখ থেকে ফুল ঝরত।'[2]

ঘটনাটা শায়েখ নদবীর অসামান্য শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক এই তকীউদ্দীন হেলালীর।

গেল শতাব্দীর ঈগলদৃষ্টি গবেষক আল্লামা যাহেদ কাওসারী রহ.এর ভাষায়—'অনেক বছর আগে আমার সঙ্গেই ঘটেছে এই আশ্চর্য ঘটনাটি। মরক্কোর এক আলেম—হেলালী—আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার দাবি, তিনি সুন্নি এবং সালাফি হয়ে গেছেন। এর আগে তিনি মালেকি ছিলেন। তার কথায় খুশি ও তৃপ্তি চুইয়ে পড়ছিল। যেন তিনি গোমরাহি থেকে হেদায়েতের পথে উঠে এসেছেন। সাক্ষাতের পর ভূমিকা ছাড়াই

[1] খুতুবাতে আলী মিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৯।

[2] ঐ, খ. ৬, পৃ. ৩২, রচনার নাম : میری علمی اور مطالعاتی زندگی।

তিনি বলতে শুরু করলেন : হাদীস ছেড়ে দেয়ার কারণে পৃথিবীর সবখানেই উম্মত পথ হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের রায় ও মাজহাব অনুসরণ করতে গিয়ে মুসলমানগণ গোমরা হয়ে পড়েছে। তবে পৃথিবীর সব দেশেই হাদীস মানে এমন লোক আছে। অবশ্য তাদেরকে মাজহাবের অনুসারীদের পক্ষ থেকে অনেক নিপীড়নের শিকার হতে হয়। ব্যতিক্রম দেখলাম আপনাদের এই শহরটা। এখানে হাদীস মানে এবং তাকলিদকে অস্বীকার করে এমন কোনো ব্যক্তির কথা শুনতে পেলাম না। পরে জানতে পারলাম, আপনি একজন আহলে হাদীস। হাদীস মানেন। খুবই আনন্দিত হলাম। ভাবলাম—আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার কর্তব্য।

বেশ বীরত্বের সঙ্গেই তিনি এই জাতীয় কিছু কথা বললেন। কথায় বেশ উত্তাপ। আমি নীরব। আমি খানিক ভাবলাম—এই দুর্বলের প্রতি তার যে বিশ্বাস তাকে কি এর ওপরই ছেড়ে দেব, না তার বক্তব্য সম্পর্কে আমার মতের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেব! মনে হলো, না বলাটা ধোঁকা হবে যা কোনো মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। আর বলাটা হবে কল্যাণ আর ইসলাম তো কল্যাণকামনার নাম। তাই বললাম, 'জনাব! আপনি যে আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামাতের বিশাল গোষ্ঠীকে হাদীস মানে না বললেন, এটা বাড়াবাড়ি। যতটুকু জানি, তাদের মধ্যে এমন কোনো দল নেই যারা সুন্নাহর জন্যে বিসর্জিতপ্রাণ নয়। তবে হাদীস বোঝা এবং হাদীসের নাড়িনক্ষত্র জানা সকলের জন্যে সহজসাধ্য নয়। তাই তারা কোন কোন হাদীস মানছেন না সেটা না বলে ঢালাওভাবে তাদের প্রতি হাদীস না মানার অভিযোগ করা যায় না।' আমি তাকে স্পষ্ট করে বললাম, তিনি যে কোনো মাসআলা নিয়ে কথা বলতে চাইলে আমি তার সঙ্গে মতবিনিময় করতে প্রস্তুত আছি। সেটা যে মাজহাব সম্পর্কেই হোক। দেখাতে হবে, মাসআলাটি স্পষ্টভাবে হাদীসপরিপন্থী। তাকে বললাম, 'আপনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট হাদীসবিরোধী এমন একটা মাসআলা বলুন, যা কোনো না কোনো মাজহাবে মানিত।' আসলে অনিচ্ছাকৃতভাবেই এই কথাটা আমার মুখে এসে পড়ল।

কিন্তু আমার সঙ্গী এমন কোনো বিষয় খুঁজে পাচ্ছিলেন না, যা বলে আমাকে হতবুদ্ধি করে দেবেন। অবশেষে বললেন, 'এই যে রুকুতে রফে ইয়াদাইন, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, অথচ হানাফি মাজহাব তার পরিপন্থী।' বললাম : তাদের সঙ্গে ইমাম মালেক আছেন; আছেন কুফায় ইমাম আবু

হানীফার প্রতিদ্বন্দ্বী সুফিয়ান সাওরীও। তারা সকলেই বলেন, রুকুতে রফে ইয়াদাইন নেই। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর হাদীস ব্যতীত রফে ইয়াদাইন সম্পর্কে আর কোনো সহীহ হাদীসও নেই। এ সম্পর্কিত অন্য হাদীসগুলোর ত্রুটিবিচ্যুতিসমূহ 'আলজাওহারুন নাকী' ও 'নাসবুর রায়াহ' প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তারে আলোকপাত করা হয়েছে। আর ইবনে ওমর রা.এর হাদীস! ইবনে ওমর নিজেই এই হাদীস মোতাবেক আমল করতেন না— যেমনটি বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ ও আবদুল আযীয হাযরামী রহ.। গবেষক সমালোচক সালাফের দৃষ্টিতে, হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী যদি তাঁর বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী আমল না করেন, তাহলে সেটা ওই হাদীস আমলযোগ্য না হওয়ার কারণ বলে বিবেচিত হয়। আর এটা শুধু হানাফী মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, এর সবিস্তার বিবরণ পাবেন ইবনে রজব লিখিত 'শরহু ইলালিত তিরমিযী' গ্রন্থে!

এর বিপরীত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.কে দেখুন! সকল রাবি এ বিষয়ে একমত—তিনি রফে ইয়াদাইনের বিপক্ষে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার আমলও ছিল অনুরূপ। তাঁর হাদীসটি হলো—

> ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة
>
> হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তার ছাত্রদের বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো নামাজ পড়ে দেখাব? তারপর তিনি নামাজ পড়ে দেখালেন এবং তাকবিরে তাহরিমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত উঠালেন না।

হাদীসটি ইমাম নাসাঈ ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী স্ব স্ব সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস আছে। যেমন আবু দাউদ শরীফে হযরত বারা ইবনে আজেব রা.এর হাদীস—

> كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন দুই কানের কাছাকাছি উভয় হাত ওঠাতেন। তারপর আর ওঠাতেন না।

আমার তর্কের সঙ্গীটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—

لكن لفظ "ثم لا يعود" انفرد به يزيد بن أبي زياد ، وهو مختلط

কিন্তু 'তারপর আর ওঠাতেন না'—এই কথাটা ইয়াযিদ ইবনে আবু যিয়াদ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেন নি। আর তার স্মৃতিশক্তি ভালো ছিল না।

বললাম, এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন। তবে একথা আরও বর্ণনা করেছেন হাকাম ইবনে উতাইবা এবং ঈসা ইবনে আবু লায়লা, যেমনটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ ইমাম তহাবী এবং ইমাম বায়হাকী। এবং তারা উভয়ই ছেকা—নির্ভরযোগ্য রাবি। তাছাড়া ইয়াযিদ থেকে বর্ণনাকারী শারীক একা নন। তার সঙ্গে আছেন হুশাইম ইসমাঈল ইবনে যাকারিয়া এবং ইউনুস। সুতরাং ইমাম আবু দাউদ রহ. যে ইয়াযিদ ইবনে আবু যিয়াদ একা বর্ণনা করেছেন বলে হাদীসটিকে ক্রটিপূর্ণ বলেছেন তা ঠিক নয়, যার বিশদ আলোচনা রয়েছে 'আলজাওহারুন নাকী' প্রভৃতি গ্রন্থে।

আমি বদরুদ্দীন আইনীর 'বিনায়া' খুলে কিছু 'নস' দেখালাম, তাছাড়া সুবকীর প্রতিবাদে লেখা আল্লামা আমীর ইতকানির 'রিসালা'ও দেখালাম। বললাম, রফে ইয়াদাইন যে নেই তার পক্ষে এতে স্পষ্ট অনেক দলিল আছে। আর برواية شاذة —বিচ্ছিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে সীমালঙ্ঘন হয়েছে اللؤلؤيات -এ।

বললাম, আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন, রফে ইয়াদাইন না করা স্পষ্ট এবং সহীহ হাদীস পরিপন্থী নয়। বরং রফার পক্ষে বিপক্ষেই পর্যাপ্ত দলিল আছে। বিভিন্ন মাসআলায় বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও ইবনুল কায়্যিম তার কোনো কোনো গ্রন্থে এমনটিই বলেছেন। আপনাকে দেখছি, ইবনুল কায়্যিমের চাইতেও বাড়াবাড়িতে অধিক অগ্রসর। কারণ দলিলপ্রমাণের দাবি যেখানে রয়ে ইয়াদাইনের পক্ষে বিপক্ষে স্বাধীনতা দেয় সেখানে রফে ইয়াদাইন না করাকে হাদীসের স্পষ্ট বিরোধী মনে করছেন! দেখুন, ইবনে আবু শায়বাও ইমাম আবু হানীফা হাদীস অমান্য করেছেন বলে যেসব

মাসআলা তুলে ধরেছেন তন্মধ্যে এই মাসআলাটি উল্লেখ করেন নি। এবার বুঝুন, আপনি কতটা সীমালঙ্ঘন করেছেন!

তখন তিনি বললেন, আমি ভারতে ইবনু আবী শায়বার কিতাবটি ছাপাতে চেষ্টা করছি। বললাম : যদি আপনি পুরো মুসান্নাফটি প্রকাশের চেষ্টা করেন তাহলে নিশ্চয় সেটা একটা উল্লেখযোগ্য কাজ হবে।

আমার কথায় তিনি বুঝতে পারেন—তার সতীর্থদের মতো আমি হাদীসপন্থী নই—যারা কিনা সর্বপ্রথম যে হাদীসটি পান সেটাই আঁকড়ে ধরেন, এ বিষয়ে বর্ণিত অন্য সব হাদীসের আর তোয়াক্কা করেন না। এমনকি খুঁজেও দেখেন না। দেখেন না, মুসলমানগণ প্রজন্ম পরম্পরায় প্রত্যেক উত্তরসূরি গোষ্ঠী তাদের পূর্বসূরিদের থেকে যে আমল লাভ করেছেন তার দিকেও। এই যে ভদ্রলোক, যিনি হাদীস মানতে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাপ্ত ফেকাহকে ছাড়তে বলেছেন, তিনি যদি আলোচ্য বিষয়টিতে ইনসাফ করতেন তাহলে বলতেন, উভয় পক্ষের দলিলের দৃষ্টিতে রফে ইয়াদাইন করাও যায়, ছাড়াও যায়। যারা রফে ইয়াদাইনের পক্ষে নয় তাদের ওপর আক্রমন না করে তর্ক থেকে হাত গুটিয়ে নিতেন। অথচ প্রতিপক্ষের দলিলই এখানে অধিক শক্তিমান!

পরে জেনেছি, এই ভদ্রলোক হেজাজে স্থির হতে পারেন নি, স্বস্তিতে থাকতে পারেন নি ভারতেও। অবশেষে তিনি এমন একটি দেশে[1] গিয়ে ঠাঁই নিয়েছেন, ইসলামি বিষয়াবলিতে যেখানে তার সঙ্গে তর্ক করার মতো কেউ নেই।[2]

আমরা অনুসন্ধান করলে দেখব, যারা মাজহাব বিরোধিতায় উত্তাল ও অগ্নিময় দালিলিক বিতর্কে তাদের পরিণতিটা এই তকীউদ্দীন হেলালী সাহেবের মতোই।

[1] সেটা সম্ভবত জার্মানি, যেখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং পরে একজন জার্মানি নারীকে বিয়েও করেছেন। টীকা : মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ২০ : ২৩৷ আবিদীন।

[2] মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, তাহকীক : শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামা, ২০ : ২০-২৩৷ ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

এই অলঙ্কার কোথায় পাবে

ইমাম আবু হানীফা রহ. এর হাতে সূচিত ফেকাহ তাঁর কালে এবং পরবর্তীতে যাদের জ্ঞান ও গবেষণায় শাণিত শীলিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে—সে এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। একটি ভিন্ন গল্প বলি। হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তুসতারী রহ.। তৃতীয় শতাব্দীর জগদ্বিখ্যাত মনীষী। মুহাদ্দিস এবং সুফিয়ায়ে কেরামের ইমাম ও সম্রাট। জন্মগ্রহন করেছেন ২০০ হিজরিতে আর ওফাত লাভ করেছেন ২৮৩ সালে।[1] মহান এই দরবেশ আলেম একদিন হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম আবু দাউদ রহ. এর দরবারে উপস্থিত। আরজ করলেন—আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে। আপনি আমার প্রয়োজনটি পূর্ণ করতে সাহায্য করবেন কথা দিলে বলতে পারি! হযরত ইমাম আবু দাউদ রহ. কথা দিলেন। সাহল তুসতারী রহ. বললেন : যে জিহ্বা দিয়ে আপনি নবীজির হাদীস শোনান সে জিহ্বাটি বের করুন। আমি তাতে চুমু খাব। ইমাম আবু দাউদ যেহেতু কথা দিয়েছেন আগেই তাই জিহ্বা বের করে দিলেন আর জগদ্বিখ্যাত অলি হযরত সাহল তাতে চুমু খেলেন![2]

আমরা জানি, ইমাম আবু দাউদ হাদীসের বিখ্যাত ছয় ইমামের অন্যতম। ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ তাঁর ছাত্র। পাঁচ লাখ হাদীস থেকে চয়ন করে চার হাজার আটশ হাদীসের যে সংকলন সম্পাদনা করেছেন তাই পৃথিবীতে 'সুনানে আবু দাউদ' নামে বিখ্যাত।[3]

পাঁচ লাখ হাদীস যার জিহ্বায় উচ্চারিত হতো বলে তাতে চুমু খাওয়ার জন্যে আকুল হয়েছিলেন ইমামুল আউলিয়া সাহল তুসতারী রহ.। আজ আমরা যদি জানতে পারি—কোনো ব্যক্তি নিজ হাতে দশ লাখ হাদীস লিখেছেন তাহলে সেই হাতে চুমু খাওয়ার জন্যে কি ঝাঁপিয়ে পড়ব না? ইতিহাসের এমনি এক বিরল প্রতিভা ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন। বলেছেন—

---

[1] যিরাকলি, আলআ'লাম—৩ : ১৪৩।

[2] অফায়াত ও তাহযীব (৪ : ১৭২)এর সূত্রে—মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী, হায়াতে ইমাম আবু দাউদ—২১পৃ.।

[3] ঐ—৪৭পৃ।

كتبت بيدى الف الف حديث

আমার এই হাতে দশ লাখ হাদীস লিখেছি।

আর সাধেই কি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন—

كل حديث لا يعرفه يحى بن معين فليس هو بحديث

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন যে হাদীস জানেন না সেটা হাদীসই না।[1]

অতঃপর আমাদের ইতিহাস পাথরে খোদাই করে লিখে রেখেছে—এই ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন হানাফী ছিলেন এবং—

كان يفتى بقول ابى حنيفة

তিনি ইমাম আবু হানীফার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন।[2]

তারপরও হানাফী মাজহাবের অনুসারীগণ হাদীস জানেন না মানেন না—এর মতো প্রলাপ বকা যায়? দাস্তান তো অনেক দীর্ঘ। আর একটিমাত্র উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর ফেকাহ'র ইতি টানছি।

খলীফা হারুনুর রশীদ। তার দরবারে এক ধর্মত্যাগী—জিনদিককে ধরে আনা হয়েছে। শাস্তি ঘোষণা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডের জন্যে যখন তাকে জল্লাদের সামনে আনা হলো তখন সে বলল—আমাকে না হয় মেরে ফেলতে পারবেন কিন্তু আমি যে এক হাজার জাল হাদীস মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছি—সেগুলো কি করবেন? একথা বলতেই খলীফা হারুনুর রশীদ এই বলে গর্জে ওঠেন—

فاين انت يا عدو الله، عن ابى اسحاق الفزارى وابن المبارك؟

ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا.

রে আল্লাহর দুশমন! এখানেও তোর আবু ইসহাক ফাযারী এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের হাত থেকে রক্ষা নেই। তাঁরা চালনি

---

[1] আল্লামা যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা—৯ : ৩৬৪ তরজমা : ১৮২৫; তাযকিরাতুল হুফফাজ—২ : ১৫।

[2] আল্লামা খালেদ মাহমুদ, আসারুল হাদীস—২ : ৩০০।

দিয়ে ছেঁকে একটি একটি হরফ করে আলাদা করে ছুঁড়ে ফেলবেন।[১]

যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থাকতে হাদীসের মহান ভাণ্ডারে একটি জাল হরফ আড়াল করে রাখার সুযোগ নেই সেই আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক যখন হানাফী—তখন গর্বে আনন্দে বুকটা আমাদের আকাশ ছুঁয়ে যায়! এই অলঙ্কার কে কোথায় পাবে শুনি!

আমাদেরও কথা আছে!

জ্যোতির্ময় এবং অবিসংবাদিত এই চলতি পথে চলতে গিয়ে আজকাল মাঝেমধ্যেই শোনা যায় কিছু মায়াকান্না! সেই কান্না হাদীসের নামে আবার কখনো বা বুখারী শরীফ মুসলিম শরীফ কিংবা সহীহ হাদীসের নামে। এই চতুর শ্রেণির মায়াকান্নায় কান দেয়ার সময় আমাদের নেই; নেই প্রয়োজনও।

এ সম্পর্কে একটি কথা আছে। প্রখ্যাত তাবেঈ ওরওয়া রহ. একদিন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন—আপনি তো প্রায়শই মানুষকে গোমরাহ করছেন। ইবনে আব্বাস বললেন—সে কী হে ওরওয়া! ওরওয়া বললেন—কোনো ব্যক্তি যখন হজ কিংবা ওমরার এহরাম বেঁধে বের হয় অতঃপর বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করে তখন আপনি বলেন, সে হালাল হয়ে গেছে। অথচ হযরত আবু বকর এবং ওমর এমনটি করতে নিষেধ করতেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন—

أهما—ويحك—آثر اى مقدمان عندك ام ما ق كتاب الله، وما
سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق اصحابه وامته.

তোমার নাশ হোক! আল্লাহর কিতাবে যা আছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গীগণ এবং তাঁর

[১] মাওলানা নু'মানী, ইমাম ইবনে মাজা আওর ইলমে হাদীস, টীকা—(তাযকিরাতুল হুফফায এর সূত্রে)—৩০৩পৃ.॥

উম্মতকে যে পথ দেখিয়েছেন (অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহ) তার চাইতে তোমার কাছে আবু বকর এবং ওমর বড় হয়ে গেলেন? হযরত ওরওয়া তখন বললেন—

هما كانا اعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم
منى ومنك.

তাঁরা দুজনই কোরআন ও সুন্নাহর মর্ম আমার এবং আপনার চাইতে বেশি জানতেন।

ঘটনার বর্ণনাকারী ইবনে আবু মুলায়কা বলেন—

فخصمه عروة!

ইবনে আব্বাসকে হারিয়ে দিলেন ওরওয়া।[১]

আমাদেরকে যারা ইমাম আবু হানীফা ইমাম মালিক ইমাম শাফিঈ এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের ফেকাহ ছাড়তে বলে—যে নামেই হোক—আমরা বলব, তাঁরা তোমাদের এবং তোমাদের মানিত ব্যক্তিদের চাইতে কোরআন সুন্নাহর মর্ম অনেক বেশি বুঝতেন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁরা স্বীকৃত ও অবিসংবাদিত। সুতরাং আমরা তাঁদের ছেড়ে তোমাদের কথায় কান দিতে পারি না।

ইমাম আবু হানীফা। অফুরন্ত মধুময় এই গল্প। উম্মাহর জীবন রসে সবুজ এই কাহিনী! কবির ভাষায়—

أعد ذكر نعمان لنا ان ذكره
هو المسك ما كررته يتضوع

বারবার বল নুমানের কথা—তাকে তো জপতেই হয়
সে তো মেশকসম—যতই জপবে ততই ছড়াবে সুবাস।

[১] ইমাম তাবরানী, আওসাত—১ : ৪২ এর সূত্রে শায়েখ মুহাম্মদ আওয়ামা, আসারুল হাদীসিশ শরীফ—১০৮॥

শেষ করতে মন চায় না। তবুও শেষ করতে হয়—কথা দিয়েছি বলে! ইবনুন নাদীমের এই কথাটির ভেতর দিয়ে নাতিদীর্ঘ এই রচনার ইতি টানছি—

والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوينه رضي الله عنه

জলে স্থলে পুবে পশ্চিমে দূরে কাছে ইলম যতটুকু আছে তা
হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. এর সংকলন—ফসল।[১]

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد بن عبد الله واله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، أمين، يا رب العالمين.

◈◈◈◈◈

[১] নুমানী, মাকানাতু আবী হানীফা : ৩৪।

গ্রন্থপঞ্জি

١. القران الكريم
٢. مسند الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى
٣. الصحيح للامام البخارى رحمه الله تعالى
٤. الصحيح للامام مسلم رحمه الله تعالى
٥. السنن للامام ابى داود رحمه الله تعالى
٦. الجامع للامام الترمذى رحمه الله تعالى
٧. سنن الامام ابن ماجة رحمه الله تعالى
٨. فضائل ابى حنيفة واخباره ومناقبه | ابن ابى العوام
٩. سير اعلام النبلاء | الحافظ الذهبى
١٠. تهذيب الكمال | الحافظ جمال الدين المزى
١١. البداية والنهاية | العلامة ابن كثير
١٢. مناقب الامام ابى حنيفة وصاحبيه ابى يوسف ومحمد | الحافظ الذهبى، تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثرى وابو الوفاء الافغانى
١٣. تبييض الصحيفة | العلامة جلال الدين السيوطى الشافعى، تعليق: المفتى عاشق الهى البرنى
١٤. الخيرات الحسان | العلامة شهاب الدين احمد بن حجر المكى الشافعى، تعليق: المفتى عاشق الهى البرنى
١٥. تذكرة النعمان (ترجمة: عقود الجمان) | العلامة محمد بن يوسف الصالحى الدمشقى الشافعى، ترجمة : مولانا عبد الله بستوى مهاجر مدنى

١٦. الامام ابو حنيفة : حياته وعصره—آراؤه وفقهه | العلامة ابو زهرة

١٧. فقه اهل العراق وحديثهم | العلامة زاهد الكوثري، تعليق: المفتي حفظ الرحمن الكملائي

١٨. حسن التقاضي في سيرة الامام ابي يوسف القاضي | العلامة محمد زاهد الكوثري

١٩. بلوغ الاماني في سيرة الامام محمد بن الحسن الشيباني | العلامة محمد زاهد الكوثري

٢٠. مكانة الامام ابي حنيفة في الحديث | الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني، اعتناء: العلامة عبد الفتاح ابو غدة

٢١. الامام ابن ماجة وكتابه السنن | الشيخ محمدعبد الرشيد النعماني، اعتناء: عبد الفتاح ابوغدة

٢٢. اثر الحديث الشريف | الشيخ محمد عوامة

٢٣. ادب الاختلاف | الشيخ محمد عوامة

٢٤. مكانة الامام ابي حنيفة بين المحدثين | الدكتور محمد قاسم عبده الحارثي

٢٥. المدخل الى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية | د. عمر سليمان عبد الله الاشقر

٢٦. المواهب الشريفة | المفتي عاشق الهي البرني المدني

٢٧. جامع المسانيد | الامام محمد بن محمود الخوارزمي، تحقيق: الاستاذ نجم الدين محمد الدركاني

٢٨. امام اعظم ابوحنیفہ اور علم حدیث | مولانا محمد علی کاندھلوی

٢٩. حضرت امام ابوحنیفہ کی سیاسی زندگی | مولانا مناظر احسن گیلانی

٣٠. تدوین فقہ | مولانا مناظر احسن گیلانی

٣١. ائمہ اربعہ | مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

٣٢. امام ابن ماجہ اور علم حدیث | مولانا محمد عبدالرشید نعمانی

٣٣. سیرت النعمان | مولانا شبلی نعمانی

٣٤. آثار الحدیث | ڈ. خالد محمود

٣٥. مقالات حبیب ج٣ | مولانا حبیب الرحمن اعظمی

٣٦. مقام ابی حنیفہ | مولانا سرفراز خان صفدر

٣٧. درس ترمذی | مولانا تقی عثمانی

٣٨. ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت | مولانا منظور نعمانی

٣٩. خیر القرون کی درسگاہیں | مولانا قاضی اطہر مبارکپوری

٤٠. راہ اعتدال | مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

٤١. غیر مقلدیت : اسباب وتدارک | مولانا عبداللہ معروفی

٤٢. حیات امام ابوداؤد سجستانی | مفتی سعید احمد پالن پوری

٤٣. جہان دیدہ | مفتی تقی عثمانی

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

○ **তাফসীরে উসমানী**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : আবু জারীর আ. ওয়াদুদ
○ **তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন**
মাও. ইদরীস কান্ধলভী রহ.
অনুবাদ : মাও. ওসিয়ুর রহমান
○ **উলূমুল কুরআন**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন কাসেমী
○ **শামায়েলে তিরমিযী**
অনুবাদ : মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ
○ **দলিলসহ নামাজের মাসায়েল**
মাওলানা আবদুল মতিন
○ **সর্বরোগের মূল**
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.
অনুবাদ : মাওলানা আবু সাবের আবদুল্লাহ
○ **বাইবেল বিকৃতি তথ্য ও প্রমাণ**
মাওলানা আবদুল মতিন
○ **হাদীস অধ্যয়নের মূলনীতি**
মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া
○ **ইসলাম এ কালের ধর্ম**
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
○ **আদর্শ দাম্পত্য জীবন**
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
○ **প্রিয় নবীজি সা.এর মা বিবি কন্যা**
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
○ **পর্দা নারীর অলঙ্কার**
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

○ **দেশে দেশে**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
○ **নারীর শত্রু মিত্র**
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
○ **আকাবিরে দেওবন্দ : আদর্শ ও চেতনা**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
○ **জান্নাতের স্বপ্নীল ভুবন**
ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ
অনুবাদ : জামীল আহমাদ
○ **ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি ও ব্যবসায় নীতি**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : শামসুল আলম
○ **ইসলাম একমাত্র জীবনবিধান**
মাওলানা মনযুর নুমানী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
○ **সোনালী যুগের মুহাদ্দিসীনে কেরাম**
মাওলানা রুহুল্লাহ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
○ **সোনালী যুগের মুফাসসিরীনে কেরাম**
মাওলানা রুহুল্লাহ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
○ **সোনালী যুগের ফুকাহায়ে কেরাম**
মাওলানা রুহুল্লাহ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
○ **কাদিয়ানী মতবাদ : তত্ত্ব ও ইতিহাস**
আবুল হাসান আলী নদভী রহ.
অনুবাদ : জুবাইর আহমদ আশরাফ
○ **সুন্নত দু'আ ও আমল সংকলন**
সম্পাদনা : আবদুল্লাহ আল ফারুক

○ **সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.**
মাওলানা মুশতাক আহমদ
○ **ইসলাম আমার প্রিয় ধর্ম**
যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী
অনুবাদ : আবু জারীর আবদুল ওয়াদুদ
○ **প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ**
মুসা আল হাফিজ
○ **রাসূল সা. এর মুজিযা**
আহলুল্লাহ ওয়াসেল
○ **ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ ও তার প্রতিকার**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক
○ **ইসলামী ব্যাংকিং রূপরেখা ও প্রয়োজনীয়তা**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : মুফতী আসাদুজ্জামান
○ **নবীদের পূণ্যভূমিতে**
মুফতী রফী উসমানী
অনুবাদ : রায়হান খায়রুল্লাহ
○ **কিছু গল্প কিছু শিক্ষা**
মুফতী তকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা আবদুল আলীম
○ **আরবী বাগধারা**
মাওলানা আবদুল হালীম
○ **সরল পথ**
মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী
অনুবাদ : মাওলানা শিব্বীর আহমদ
○ **ভুল সংশোধনে নবীজির শিক্ষা**
শায়েখ মুহাম্মদ সালেহ আলমুনাজ্জিদ
অনুবাদ : মাওলানা শিব্বীর আহমদ
○ **প্রিয় নবীজির আখলাক**
মাওলানা হিফযুর রহমান
অনুবাদ : আবু সাঈদ মুহাম্মদ সায়েম